ক্লেপ্টোক্র্যাট প্লেবুক

স্থানীয় এবং আন্ত:দেশীয় কৌশলের শ্রেণীবিন্যাস

IRI INTERNATIONAL REPUBLICAN INSTITUTE
Advancing Democracy Worldwide

অভ্যন্তরীণ এবং আন্ত:দেশীয় কৌশলের শ্রেণীবিন্যাস অভ্যন্তরীণ আর আন্তর্জাতিক কৌশলের এক শ্রেণীবিন্যাস

স্বীকৃতি: ক্লেপ্টোক্র্যাটস প্লেবুকটি নির্মিত হয়েছে এগুইয়ার লিজুন্ডিয়ার সম্পাদনায়, ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউট (IRI) এবং হাডসন ইন্সটিটিউটের এক বিশেষজ্ঞ টিমের মাধ্যমে যার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন নেট সিবলি, জিয়া রাওলি, উৎপল মিশ্র এবং অ্যানা ডাউনস। কোরিনা রেবেগিয়া, এরিক হনজ, এবং কেনেথ বার্ডেন স্বতন্ত্র ফিডব্যাক এবং গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন। IRI-এর একাধিক সহকর্মীগণ যারা মূল্যবান ধারণা দিয়েছেন এবং ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর ডেমোক্রেসির নিকটে এই উদ্যোগে সহায়তা করার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

কপিরাইট © ২০২১ ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউট। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

অনুমোদন বিবৃতি: ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের লিখিত অনুমতি ব্যতিত এই কর্মের কোন অংশ ফটোকপি, রেকর্ডিং বা যেকোন তথ্য সঞ্চয় ও পুনরুদ্ধার পদ্ধতি সহ যেকোন আকারে বা কোন পদ্ধতিত ইলেকট্রনিক বা যান্ত্রিক মাধ্যম ব্যবহার করে পুনরুৎপাদন করা যাবে না।

অনুমোদনের অনুরোধে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি থাকতে হবে:

যে নথিটির বিষয়বস্তু কপি করার অনুমতি চাওয়া হচ্ছে তার শিরোনাম

যে বিষয়বস্তু কপি করার অনুমতি চাওয়া হচ্ছে তার বিবরণ।

কপি করা বিষয়বস্তুটি যে উদ্দেশ্যে এবং যেভাবে ব্যবহৃত হবে তা করা হবে।

আপনার নাম, পদবি, কোম্পানি বা সংস্থার নাম, টেলিফোন নম্বর, ফ্যাক্স নম্বর, ইমেইল ঠিকানা এবং ডাক ঠিকানা।

অনুগ্রহ করে অনুমতির সব অনুরোধ এখানে পাঠান:

বরাবর: ডিপার্টমেন্ট অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স
ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউট
১২২৫ আই স্ট্রিট NW, স্যুইট ৮০০
ওয়াশিংটন, DC ২০০০৫
info@iri.org

এই প্রকাশনাটি সম্ভব হয়েছে ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি (NED)-এর সহায়তায়। এখানে লেখকদের মতামতগুলো প্রকাশ পেয়েছে এবং এটি সব সময় NED-এর মতামতের প্রতিফলন ঘটায় না।

সূচীপত্র

সংক্ষিপ্ত নামের তালিকা v

নির্বাহী সরসংক্ষেপ 1

ভূমিকা 2

ক্লেপ্টোক্র্যাসি কি? 3
- বৈশ্বিক ক্লেপ্টোক্র্যাসির উত্থান 4
- ক্লেপ্টোক্র্যাসি পরিমাপ করা 5
- কেন ক্লেপ্টোক্র্যাটরা দুর্নীতিতে যুক্ত থাকে 6
- ক্লেপ্টোক্র্যাটদের টার্গেট কি 7

একটি নতুন কাঠামো 8

ক্লেপ্টোক্র্যাসির স্থানীয় কৌশল 9

রাজনৈতিক ও আইনি কৌশল সমূহ ১০
- জাতীয় সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী অভিনেতাদের ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষক নেটওয়ার্কগুলি সম্প্রসারণ এবং সুরক্ষিত করা ১০
- প্রধান প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঙ্গে নেওয়া ১১
- পদের অপব্যবহার ১১
- প্রভাব খাটানো ১২

অর্থনৈতিক এবং আর্থিক কৌশল ১২
- একজন সরকারী কর্মকর্তার দ্বারা সম্পত্তি আত্মসাৎ, অপব্যবহার বা অন্য অনিয়ম সম্পাদন ১২
- পদ ক্রয় করে নেওয়া ১২

বলপ্রয়োগ এবং সহিংস কৌশল ১৩
- তদন্তে বাধা প্রদান এবং ভিন্নমত দমন করা ১৩
- সংগঠিত অপরাধ ১৫
- ন্যায়বিচারে প্রতিবন্ধকতা তৈরি ১৬
- চাঁদাবাজি ১৬
- সামাজিক নিয়মগুলোতে দুর্নীতিকে প্রতিতিষ্ঠিত করা ১৬

ব্র্যান্ডিং করা এবং বর্ণনামূলক কৌশল ১৭
- ভাবমূর্তি তৈরি ১৭

ক্লেপ্টোক্র্যাসির প্রতি স্থানীয়কৃত প্রতিক্রিয়া ১৭

ব্যবস্থাগত দুর্নীতির ঝুঁকির প্রতি মনোযোগ দেওয়া ১৭

দুর্নীতি এবং অন্য অবৈধ অর্থের বিরুদ্ধে লড়াইকে অগ্রাধিকার দেওয়া ১৮

সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং পুনরুদ্ধার ১৯

অর্থপাচারবিরোধী ব্যবস্থাগুলোকে শক্তিশালী করা ১৯

কোম্পানি, আবাসন এবং অন্য অর্থপাচারের সংস্থানগুলোর স্বচ্ছ মালিকানা নিশ্চিত করা ২০

বিদেশের প্রভাব হতে আর্থিক দুর্বলতাকে সীমিত করা ২২

সরকারের ভিতরে এবং বাইরে দুর্নীতি বিরোধী ভূমিকা পালনকারীদের শক্তিশালী করা ২৩

আইন প্রয়োগে আধুনিকীকরণ করা ২৩

স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি করা ২৪

হুইসিলব্লোয়ারদের সুরক্ষা দেওয়া এবং প্রণোদনা দেওয়া ২৪

ক্লেপ্টোক্র্যাসির বিরুদ্ধে স্বাধীন সংবাদমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের নেটওয়ার্কগুলোকে সহায়তা করা ২৫

ভিসার ফাঁকফোকর গুলো হ্রাস করা ২৬

আন্ত:দেশীয় ক্লেপ্টোক্র্যাসি কৌশল ২৭

রাজনৈতিক ও আইনি কৌশল ২৭

কৌশলগত দুর্নীতি ২৭

আইনি অস্ত্র ২৮

অর্থনৈতিক এবং আর্থিক কৌশল ২৯

বিদেশী সরকারী কর্মকর্তা এবং পাবলিক আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়া, যার মধ্যে রয়েছে প্রতারণামূলক আন্তর্জাতিক ক্রয় ২৯

অপকর্ম এবং লুকানো অর্থ পাচার ২৯

আর্থিক লুণ্ঠন ৩১

বলপ্রয়োগ ও সহিংস কৌশল ৩২

নিপীড়নের আন্ত:দেশীয় প্রচারণা ৩২

ব্র্যান্ডিং এবং বর্ণনা-ভিত্তিক কৌশল ৩২

খ্যাতি নষ্ট করা ৩২

উন্নয়নের বিবরণ ৩৩

ক্লেপ্টোক্র্যাসির প্রতি আন্ত:দেশীয় প্রতিক্রিয়া ৩৪

বিদেশী ঘুষ এবং ঘুষের সম্পৃক্ততাকে অপরাধ ঘোষণা করা ৩৪

দুর্নীতিবাজদের উপর নিষেধাজ্ঞা ৩৪

স্বৈরতান্ত্রিক ক্লেপ্টোক্র্যাসির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংহতি ৩৫

একটি নেটওয়ার্ককে হারাতে নেটওয়ার্ক তৈরি করা ৩৬

ট্রানজিট ও গন্তব্য দেশগুলোর ভূমিকা নির্ধারণ করা ৩৭

সুপারিশসমূহ ৩৯

সংক্ষিপ্ত শব্দের তালিকা

ATI	অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন
CCP	চীনা কমিউনিস্ট পার্টি
CPI	করাপশন পারসেপশন ইনডেক্স
CRS	কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড
CTA	কর্পোরেট ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্ট
GDP	গ্রজ ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট
EITI	এক্সট্র্যাকটিভ ইন্ডাস্ট্রিজ ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ
FATCA	ফরেন অ্যাকাউন্ট ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স অ্যাক্ট
FATF	ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স
FinCEN	ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক
FSI	ফিনান্সিয়াল সিক্রেসি ইনডেক্স
GFI	গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি
ICAR	ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাসেট রিকভারি
ICIJ	ইন্টারন্যাশনাল কনসর্টিয়াম অফ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট
IRI	ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউট
IVTS	ইনফরমাল ভ্যালু ট্রান্সফার সিস্টেমস
KARI	ক্লেপ্টোক্র্যাসি অ্যাসেট রিকভারি ইনিশিয়েটিভ
NED	ন্যাশনাল এনডাওমেন্ট ফর ডেমোক্রাসি
OECD	অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট
OPA	ওপেন সেন্ট্রাল আফ্রিকা
PEP	পলিটিকালি এক্সপোজড পার্সন
PRC	দ্য পিপলস রিপাবলিকান অফ চায়না
PSC	পার্সনস অফ সিগনিফিক্যান্ট কন্ট্রোল
PWYP	পাবলিশ হোয়াট ইউ পে
REML	রিয়েল-এস্টেট মানি লন্ডারিং
SLAPP	স্ট্র্যাটেজিক লস্রুটস এগেইন্সট পাবলিক পার্টিসিপেশন
SOE	স্টেট ওনড এন্টারপ্রাইজ
STAR	স্টোলেন অ্যাসেট রিকভারি
TBML	ট্রেড-বেজড মানি লন্ডারিং
TI	ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল
UNCAC	ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন এগেইনস্ট করাপশন
UNODC	ইউনাইটেড নেশনস অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম
UNSC	ইউনাইটেড নেশনস সিকিওরিটি কাউন্সিল
UWO	আনএক্সপ্লেইনড ওয়েলথ অর্ডার
1MDB	মালয়েশিয়া ডেভলপমেন্ট বার্হার্ড

নির্বাহী সরসংক্ষেপ

আন্ত:দেশীয় ক্রিপ্টোক্র্যাসি ১৯০০-এর মাঝামাঝি সময়ে এক বৈশ্বিক সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। যখন আর্থিক, নিরাপত্তা এবং উন্নয়নমূলক সহায়তা উচ্চ-হারে এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। সীমান্ত অতিক্রম করে আর্থিক এবং অর্থনৈতিক প্রবাহের সাথে সাথে ক্লেপ্টোক্র্যাসি এক ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক আকার নিয়েছে। যেহেতু নতুন প্রযুক্তি বিশ্বে দুর্নীতির সুযোগ বাড়িয়ে দিয়েছে। ক্রিপ্টোক্র্যাটিক চক্রগুলি – যা কৌশলে মিলিত হয়েছে – ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত অভিজাত শ্রেণি জনসাধারণের অর্থ, প্রয়োজনীয় পণ্য, প্রাকৃতিক সম্পদ, উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা সহায়তা, বেসরকারী খাত এবং কৌশলগত সম্পত্তিগুলো লক্ষ্য বানাচ্ছে এবং দখল করতে সক্ষম হচ্ছে। এটা করার সময়, ক্রিপ্টোক্র্যাটরা ব্যক্তিগত লাভের জন্য বিপুল পরিমাণে সম্পদ দখল করেন, এবং তাদের নিজ দেশে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে মজবুত এবং সুরক্ষিত করতে চান। মাঝে মাঝে বিদেশেও তা করেন যেখানে তারা তাদের প্রভাব বজায় রাখতে চান।

এখন পর্যন্ত, কোনো একক সংস্থান বিভিন্ন আন্ত:দেশীয় এবং দেশীয় কৌশলগুলো তালিকাভুক্ত করে নি। যার মাধ্যমে ক্লেপ্টোক্র্যাটরা জনগনের সম্পদ চুরি করার সুযোগগুলো কৌশলগতভাবে বৃদ্ধি করে এবং ক্লেপ্টোক্রেসি উন্মোচন এবং প্রতিহত করার জন্য সুশীল সমাজের প্রচেষ্টাকে দমন করে। ক্রিপ্টোক্র্যাটিক কৌশলগুলো প্রমাণ ভিত্তিক উপলব্ধি না থাকলে, সংস্কার চান এমন ব্যক্তিবর্গ সম্পূর্ণ ক্লেপ্টোক্র্যাটিক কৌশলগুলো অনুমান, চিহ্নিত এবং সমাধান করতে সক্ষম হন না । সাংবাদিক এবং কর্মীরা তদন্ত এবং তদারকি প্রচেষ্টায় ক্রমাগত বাধার সম্মুখীন হন। ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইনস্টিটিউট (IRI) এই শূন্যতাটি পূরন করতে *ক্লেপ্টোক্র্যাটস প্লেবুক* তৈরি করেছেন। এই প্লেবুকটি একটি বিস্তৃত ভাণ্ডার যার মধ্যে রয়েছে ক্লেপ্টোক্র্যাটরা সম্পদ সংগ্রহ করতে এবং জবাবদিহিতা এড়াতে ব্যবহার করে এমন কৌশলগুলির পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা। রয়েছে আন্ত:দেশীয় ক্লেপ্টোক্র্যাটিক কৌশলগুলির উপর গবেষণা করে ক্লেপ্টোক্রেসির একটি মূল সংজ্ঞা।

প্লেবুকটি ক্লেপ্টোক্র্যাটিক কৌশলগুলোকে সেগুলির ধরণ অনুসারে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করেছে যেমন (১) রাজনৈতিক এবং আইন ভিত্তিক, (২) অর্থনৈতিক এবং আর্থিক, (৩) বলপ্রয়োগ ও সহিংস, বা (৪) ব্র্যান্ডিং এবং বর্ণনামূলক। এই কৌশলগুলি নিজ অঞ্চলে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে, যেমন দেশ-দেশে পৃষ্ঠপোষক নেটওয়ার্ক তৈরি করা, অথবা বিদেশী রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক অভিজাত শ্রেণিকে সাথে নিতে বা তাদের সতর্ক অনুসন্ধান বন্ধ করার জন্য অবৈধ তহবিল এবং চাঁদাবাজি ব্যবহার করে একটি আন্ত:দেশীয় প্রকৃতি ধারণ করতে পারে। এই প্লেবুকটি কেস স্টাডি ব্যবহার করে বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে কৌশলগুলো পর্যালোচনা করে। বাস্তবকে তত্ত্বের সাথে সংযুক্ত করে এবং কিভাবে এই কৌশলগুলো একত্রিত হয়ে ক্রিপ্টোক্র্যাটিক কৌশল তৈরি হয় তা প্রদর্শন করে।

এছাড়াও, বিভিন্ন কৌশল বিশদভাবে জানানোর সময় ক্লেপ্টোক্র্যাটরা স্থানীয় পটভূমি ব্যবহার করেন, এই প্লেবুকটি আইনগত, রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সুশীল সমাজচালিত কৌশলগুলোর উপর আলোকপাত করে যা ক্লেপ্টোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়। সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য ভূমিকা রাখা ব্যক্তিদের মধ্যে সহনশীলতা গড়ে তোলার জন্য যারা বৃহৎ দুর্নীতি ফাঁস করতে এবং মোকাবেলা করতে চান। এই কৌশলগুলির মধ্যে স্থানীয় প্রতিক্রিয়া এবং সমাধানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যার জন্য বহুপাক্ষিক সমন্বয় প্রয়োজন এবং অতিরিক্ত বাস্তব-বিশ্বের কেস স্টাডি ব্যবহার করে প্রাসঙ্গিক করা হয়। এছাড়া এই প্লেবুকটি এমন প্রতিক্রিয়ার প্রস্তাব করে যা এখনো বিস্তৃত নয়। কিন্তু যা ক্লেপ্টোক্রেসির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে গন্য হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ক্লেপ্টোক্র্যাটস প্লেবুক-এর লক্ষ্য হল সুশীল সমাজের সংস্থা, নীতিনির্ধারক এবং অংশগ্রহনকারীদের ক্লেপ্টোক্র্যাসি বোঝার জন্য বিশ্লেষণমূলক কাঠামো প্রধান এবং দেশে এবং বিদেশে ক্লেপ্টোক্র্যাটদের মোকাবেলার জন্য একটি প্রমাণিত পদ্ধতি সজ্জিত করা। এই নথিটি এবং এর মধ্যে থাকা কেস স্টাডিগুলি সেই গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সহনশীলতা তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যারা প্রায়শই ক্লেপ্টোক্র্যাটদের লক্ষ্যবস্তু হয়ে থাকেন।

ভূমিকা

অনেক দশক ধরে, নীতিনির্ধারকেরা আন্ত:দেশীয় দুর্নীতি এবং বৈশ্বিক ক্লেপ্টোক্র্যাসি দ্বারা সৃষ্ট নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি এবং গণতন্ত্রের প্রতি হুমকির বিষয়টি উপেক্ষা করেছেন। এই হুমকিগুলি ভঙ্গুর রাষ্ট্রগুলোকে অস্থিতিশীল করেছে, সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এবং সংগঠিত অপরাধগুলোলোর জন্য উর্বর ভূমি তৈরি করেছে। কোটি কোটি মানুষকে একটি নিরাপদ এবং সমৃদ্ধশীল ভবিষ্যতের আশা থেকে বঞ্চিত করেছে। আন্ত:দেশীয় দুর্নীতির ক্ষয়কারী প্রভাবগুলি গণতান্ত্রিক সমাজের মধ্যেও ক্রমবর্ধমানভাবে অনুভূত হতে পারে, বিশেষ করে প্রধান আর্থিক কেন্দ্রগুলিতে যেগুলি প্রায়শই কমিউনিস্ট পরবর্তী এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের অবৈধ আর্থিক প্রবাহের বাহক হিসাবে কাজ করে।

ক্লেপ্টোক্রেসি হল স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার অর্থনৈতিক জীবন, যার সদস্যরা নিজেকে সমৃদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে এবং পৃষ্ঠপোষক নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে রাজনৈতিক সমর্থন বজায় রাখার উদ্দেশ্যে দুর্নীতির চর্চায় ধারাবাহিকভাবে জড়িত থাকে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, এটি ক্রমবর্ধমানভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে চীন এবং রাশিয়ার মতো শক্তিশালী কর্তৃত্ববাদী শাসন নিয়মিতভাবে ঘুষ এবং চাঁদাবাজিকে বৈদেশিক নীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে।

এছাড়াও, এমন কিছু দৃঢ়, অর্জনযোগ্য এবং তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ রয়েছে যা গণতন্ত্র নিতে পারে আন্ত:দেশীয় দুর্নীতির দমন করতে, ক্লেপ্টোক্রেসির বিরুদ্ধে লড়াইকারীদের সমর্থন করতে এবং এই জরুরি দুর্বলতাকে এমন একটি সুবিধাজনক অবস্থায় রূপান্তর করতে পারে যা গণতন্ত্রের শত্রুদের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করতে পারে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সাহসী অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন, উদ্যমী সুশীল সমাজের প্রচারণা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী আইন প্রয়োগ করার পদক্ষেপগুলি বিশ্বব্যাপী ক্লেপ্টোক্র্যাসির গোপনীয় পৃথিবীর মখোশ খুলে দিয়েছে। এই প্রচেষ্টাগুলির জন্য ধন্যবাদ, আমরা এই হুমকির বিস্তৃত প্রকৃতি এবং যে পদ্ধতিগুলির মাধ্যমে স্বৈরাচারী শাসন এবং তাদের প্রক্সিগুলি সাধারণত দুর্নীতিতে জড়িত থাকে সেগুলি সম্পর্কে আমরা একটি পরিষ্কার ধারণা রাখি, তা অবৈধ আত্মসমৃদ্ধকরণের জন্য, দেশিও পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্কগুলিকে প্রবেশ করানো এবং প্রসারিত করার জন্য, বা তাদের সীমানার বাইরে প্রকল্পের ক্ষতিকর প্রভাব।

গণতন্ত্রের জন্য জরুরী প্রশ্ন হ'ল আন্তর্জাতিক দুর্নীতির ক্ষয়কারী প্রভাব থেকে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করার জন্য, বিশ্বব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের সমর্থন করার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত সরাসরি দুর্নীতিকে লক্ষ্য করে কর্তৃত্ববাদী শাসনের বিরুদ্ধে পরিস্থিতিকে বদলে দেওয়ার জন্য কী করা যেতে পারে যা তাদের টিকিয়ে রাখে এবং ক্ষমতায়ন করে।

ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউটের সাম্প্রতিক নাগরিক আন্দোলনকারীদের জন্য *দুর্নীতি বিরোধী টুলকিট* গবেষণা, পরামর্শ এবং সংবাদমাধ্যমকে ব্যবহার করে কার্যকর সংস্কারের একটি নীলনকশা প্রদান করে। IRI-এর *ক্লেপ্টোক্র্যাটস প্লেবুক* ক্লেপ্টোক্র্যাটরা ব্যবহার করে এমন কৌশগুলির সবকিছুকে তালিকাভুক্ত করে এবং বিশ্বজুড়ে প্রতিষ্ঠিত এবং উদীয়মান সেরা অনুশীলনগুলিকে হাইলাইট করে যে নীতিনির্ধারক এবং সুশীল সমাজের ভূমিকা পালনকারীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গণতন্ত্রের প্রসারে লড়াইয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

এটি একটি বিস্তৃত পাঠক, ধনী গণতান্ত্রিক সমাজের সিনিয়র সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী থেকে শুরু করে দুর্বল শাসন এবং দুর্বল আইনের শাসনের সাথে লড়াই চালিয়ে যাওয়া দেশগুলিতে দুর্নীতিবিরোধী প্রচারণার সম্মুখ সারিতে থাকা ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে তৈরি। বৈশ্বিক ক্লেপ্টোক্রেসির মতো একটি জটিল এবং ব্যাপক আন্ত:দেশীয় চ্যালেঞ্জের জন্য একই রকম বৈচিত্র্যময় প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন। যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছেন — যে কোনও স্তরে — তাদের অবশ্যই ক্লেপ্টোক্র্যাটদের মতো পারদর্শী হতে হবে বিভিন্ন দেশ যে ভূমিকা পালন করে, দুর্বলতাগুলি যা দুর্নীতিকে সহজতর করে এবং সেই দুর্বলতার জন্য নীতির প্রতিকার।

কিন্তু প্রথমে, কিভাবে ক্লেপ্টোক্র্যাসি কাজ করে, এবং যে পন্থা ব্যবহার করে ক্লেপ্টোক্র্যাটরা তাদের নিজেদের স্বৈরতান্ত্রিক সমাজকে, এবং বৈশ্বিক স্তরে সুযোগগুলি প্রসারিত করে সেই উপায়গুলি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট এবং সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অবগত হওয়া প্রয়োজন। প্লেবুকটির লক্ষ্য এটিই, যা বিশ্বজুড়ে সাম্প্রতিক বিভিন্ন আন্ত:দেশীয় দুর্নীতির ঘটনা থেকে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। সেইসাথে দুর্নীতিবিরোধী বিশেষজ্ঞ, আইন-প্রয়োগকারী কর্মকর্তা এবং শূরযবান দৃষ্টিভঙ্গি প্রদানকারী আরও অনেকের সাথে আলোচনা।

প্লেবুকটির কাঠামো নিম্নরূপ: প্রথমে ক্লেপ্টোক্র্যাসির সংজ্ঞা রয়েছে, 20 শতকের শেষের দিকে এর উত্থান অন্বেষণ, এটি কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে এর পরিমাপ করা যায় তার বিশদ বিবরণ দেয় এবং আধুনিক ক্লেপ্টোক্র্যাসি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং শ্রেণী বিভাগ করার একটি উদ্ভাবনী কাঠামো তৈরি

করার জন্য ক্লেপ্টোক্র্যাটরা কী লক্ষ্যবস্তু করে তা পরীক্ষা করে। দ্বিতীয়ত, প্লেবুক চার ধরণের প্রকারভেদ ব্যবহার করে স্থানীয় ক্লেপ্টোক্রেটিক কৌশলগুলি অনুসন্ধান করে: (১) রাজনৈতিক এবং আইনভিত্তিক, (২) অর্থনৈতিক এবং আর্থিক, (৩) বলপ্রয়োগ ও সহিংস, এবং (৪) ব্র্যান্ডিং এবং বর্ণনা ভিত্তিক, এবং এই কৌশলগুলি কীভাবে ক্লেপ্টোক্রেটিক কৌশলগুলির সাথে একত্রিত হয় তা প্রদর্শনের জন্য রয়েছে কেস স্টাডি। তৃতীয়ত, প্লেবুকটি এই কৌশলগুলির মোকাবিলা করার জন্য নিজ দেশে বা দেশীয়-স্তরের প্রতিক্রিয়ার রূপরেখা প্রদান করে, যার মধ্যে ব্যবস্থাগত দুর্নীতির ঝুঁকির উপর মনোযোগ, দুর্নীতি এবং অন্যান্য অবৈধ অর্থের বিরুদ্ধে লড়াইকে অগ্রাধিকার দেওয়া, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করা এবং দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টাকে শক্তিশালি করা। চতুর্থত, এই প্লেবুকটি জাতীয় ক্লেপ্টোক্রেসির বাইরে এর বৈশ্বিক উপাদানগুলির দিকে লক্ষ করে। উপরে বর্ণিত চার ধরণের প্রকারভেদে আন্ত:দেশীয় ক্লেপ্টোক্রেটিক কৌশলকে সংজ্ঞায়িত করে। পঞ্চম, প্লেবুক আন্ত:দেশীয় পাল্টা প্রতিক্রিয়ার রূপরেখা দেয়, যার মধ্যে রয়েছে বিদেশী ঘুষ এবং ঘুষের সম্পৃক্ততাকে অপরাধ ঘোষণা করা, দুর্নীতিবাজদের নিষেধাজ্ঞা, কর্তৃত্ববাদী অপশাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংহতি তৈরি করা, একটি নেটওয়ার্ককে পরাজিত করার জন্য একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা এবং অভিবাসন ত্রুটিগুলিকে রোধ করা। প্লেবুকটি ক্লেপ্টোক্রেসি মোকাবেলা করতে এবং সারা বিশ্বে ক্লেপ্টোক্রেসি বিরোধী কর্মীদের সমর্থন করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চূড়ান্ত কৌশলগত সুপারিশের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে।

ক্লেপ্টোক্র্যাসি কি?

"ক্লেপ্টোক্র্যাসি"-এর অর্থ হল "চোরদের দ্বারা শাসন পরিচালনা", শব্দটি প্রথম ১৮০০ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এটি ২০১৬ সালে পানামা পেপারস প্রকাশিত হওয়ার পরে ব্যবপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

বেশিরভাগ লোকেরা এই শব্দটিকে শীতল যুদ্ধ-যুগের লোভী স্বৈরাচারী বা রাশিয়ান অলিগার্চদের বাড়াবাড়ির সাথে যুক্ত করেন, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে পুরানো হয়ে গেছে কারণ আমরা আন্তর্জাতিক দুর্নীতির দ্বারা সৃষ্ট গুরুতর এবং বিস্তৃত হুমকি সম্পর্কে আরও জানতে পারছি। "ক্লেপ্টোক্রেসি" সম্পর্কে সেই অনুযায়ী বর্ধিত বোঝার ঘোষণা করা কোনো একাডেমিক অনুশীলন নয় কিন্তু ২১ শতকের একটি সংজ্ঞায়িত চ্যালেঞ্জের বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অপরিহার্য।

যদিও আইনের মাধ্যমে প্রদত্ত দুর্নীতির সংজ্ঞা প্রায়শই সরকারি কর্মকর্তাদের উপর নজর দেয়- মার্কিন বিচার বিভাগ সহ, যা জনসাধারণের দুর্নীতিকে "সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা জনগণের আস্থার লঙ্ঘন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে যারা ব্যক্তিগত লাভের জন্য তাদের সরকারি অফিস ব্যবহার করে" - ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল (টিআই) দুর্নীতিকে আরও বিস্তৃতভাবে "ব্যক্তিগত লাভের জন্য অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে। টিআই দুর্নীতিকে আরও তিন ভাগে বর্ণনা করে:

1. **ছোটখাটো দুর্নীতি:** সাধারণ নাগরিকদের সাথে লেনেদেন করার সময় সরকারী কর্মকর্তাদের উপর অর্পিত ক্ষমতার প্রতিনিয়ত অপব্যবহার, যারা হাসপাতাল, স্কুল, পুলিশ বিভাগ এবং অন্যান্য সংস্থার মতো জায়গায় মৌলিক পণ্য বা পরিষেবাগুলি গ্রহণ করার চেষ্টা করেন।
2. **রাজনৈতিক দুর্নীতি:** রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের দ্বারা সম্পদের বণ্টন এবং অর্থায়নে নীতি, প্রতিষ্ঠান এবং পদ্ধতিতে নিয়মের ব্যত্যয় ঘটানো, যারা তাদের ক্ষমতা, মর্যাদা এবং সম্পদ টিকিয়ে রাখার জন্য তাদের অবস্থানের অপব্যবহার করে।
3. **বিশাল দুর্নীতি:** উচ্চ-স্তরের ক্ষমতার অপব্যবহার যা অনেকের ক্ষতি করে অল্প কিছু মানুষকে সুবিধা দেয়। ব্যক্তি ও সমাজের জন্য গুরুতর এবং ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়। প্রায়ই এর জন্য কোন শাস্তি হয় না।

ক্লেপ্টোক্র্যাসিকে প্রায়ই ব্যবস্থাগত রাজনৈতিক দুর্নীতি এবং বিশাল দুর্নীতির মত মনে করা হয়। গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতা এবং আইনের শাসনের অভাব রয়েছে এমন দেশগুলিতে কেবল টেকসই ভিত্তিতে এগুলি সম্ভব, ক্লেপ্টোক্রেসিও জোরালোভাবে - এমনকি পারস্পরিকভাবে (সিম্বাওটিক) - কর্তৃত্ববাদী কাঠামোর সাথে যুক্ত। এটা কোন কাকতালীয় ঘটনা নয় যে বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারগুলো বিশ্বের সবচেয়ে কম মুক্ত সমাজে শাসন করে; "কর্তৃত্ববাদের অর্থনীতি" হিসাবে ক্লেপ্টোক্রেসি সম্পর্কে চিন্তা করা সমস্যাটি ধরতে পারার একটি বৈধ উপায়।

কিন্তু এটি সমসাময়িক ক্লেপ্টোক্রেসির আন্ত:দেশীয় উপাদান যা এটির সংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য এবং যা শেষ পর্যন্ত ইতিহাস জুড়ে মানবসমাজকে যে ধরনের রাজনৈতিক দুর্নীতি নিপীড়িত করেছে তা থেকে আলাদা করে। এটি কেবল সমস্যা থেকে অবিচ্ছেদ্য নয়, এটিই মূল কারণ।

ক্লেপ্টোক্র্যাসি, উচ্চ-স্তরের দুর্নীতি জড়িত: **নির্দিষ্ট ধরণের অপরাধমূলক কার্যক্রম** একই সাথে উল্লেখ করতে পারে; এক **স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা**; এবং একটি **ব্যবস্থাগত আন্ত:দেশীয় হুমকি** । একটি কার্যকরী সংজ্ঞা যা ক্লেপ্টোক্রেসির এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে অন্তর্ভুক্ত করে তা হতে পারে *রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক বা অপরাধী অভিজাত শ্রেণি এবং তাদের পেশাদার মধ্যস্থতাকারীদের অবৈধ সমৃদ্ধকরণ বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যগুলিকে এগিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যে পদ্ধতিগত আন্ত:দেশীয় দুর্নীতি।*

বৈশ্বিক ক্লেপ্টোক্র্যাসির উত্থান

ট্রান্সন্যাশনাল দুর্নীতি এবং বৈশ্বিক ক্লেপ্টোক্রেসির উত্থানের বেশিরভাগ বর্ণনামূলক বিবরণ উপনিবেশকরণের যুগে বা স্নায়ুযুদ্ধের শেষের দিকে শুরু হয়, যখন উন্নয়নশীল এবং কমিউনিস্ট পরবর্তী বিশ্বের রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণি বিশাল জাতীয় সম্পদের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে এবং একই সাথে ক্রমবর্ধমান পরস্পরযুক্ত বিশ্ব অর্থনীতিতে একযোগে প্রবেশাধিকার লাভ করে।

গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক এবং উন্নয়ন সহায়তার অঙ্গীকার দেওয়া হয়েছিল যাতে গণতান্ত্রিক উত্তরণ স্বাভাবিকভাবেই বাজার পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে একীকরণ করে পরিবর্তিত হয়। গণতান্ত্রিক দেশগুলি থেকে অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা এবং উন্নয়ন সহায়তার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল যে গণতান্ত্রিক উত্তরণ স্বাভাবিকভাবেই বাজার পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে একত্রিত হওয়া থেকে প্রবাহিত হবে। কিন্তু অনেক দেশে, অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাগুলি সরকারী কার্যালয়, ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং সংগঠিত অপরাধের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য ছাড়াই শুরু থেকেই পরিচালিত হয়েছিল - যতদিন সেগুলি কলকৌশলবর্জিত বা ন্যায়-অন্যায় বিচারহীন আন্তর্জাতিক অংশীদারদের দ্বারা প্রশ্রয়প্রাপ্ত হতে থাকে ততদিন পথ পরিবর্তনের কোন প্রয়োজন ছিলনা। কেউ কেউ যুক্তি দেন যে বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা প্রচারিত সংস্কার এজেন্ডা, আংশিকভাবে, এই লুণ্ঠনমূলক কর্মকান্ডের জন্য দায়ী। উদাহরণস্বরূপ, ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদান প্রাক্তন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের সম্পদ লাভের সুযোগকে আরও বোড়িয়ে দেয়।[1] এই সমস্যাটি বিশেষত সেই দেশগুলোতে বেশি যেখানে ধনসম্পদ মূলত মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদগুলি থেকে আসে, বিশেষ করে তেল, গ্যাস এবং খনিজ উত্তোলনের মত শিল্পগুলো থেকে। যদিও জাতীয় পরিস্থিতি খুবই ভিন্ন হয়, "সম্পদ অভিশাপ" মস্কো থেকে কারাকাস পর্যন্ত প্রায় একই গল্প হয়ে থাকে, সংকীর্ণ কিন্তু লাভজনক রাজস্ব প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ফলে দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষক নেটওয়ার্ক গঠন, ক্রমবর্ধমান দলাদলি এবং ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং পরিবেশ ধ্বংস করার ঘটনা ঘটে।[2]

একই সময়ে, অনেক ছোট এলাকা যেখানে একটি প্রতিষ্ঠিত, বৈচিত্র্যময় বাজার অর্থনীতি বা প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল না তারা বিশ্বব্যাপী সংযুক্ত আর্থিক কেন্দ্র হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন সুযোগ দেখেছে। একটি সমৃদ্ধশালী পেশাদার-পরিষেবা খাত বিকাশ করতে এবং বিশ্বজুড়ে বিনিয়োগ আকর্ষণ করার জন্য, তাদের সরকারগুলি সীমিত তদারকি সহ ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ, কর কখনও কখনও ০ শতাংশের মতো কম এবং অনেক ক্ষেত্রে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের জন্য নাগরিকত্ব লাভের সুয়োগ তৈরি করে। কিন্তু এই নীতিগুলি, স্পষ্টতই কর্পোরেট বিনিয়োগ এবং ব্যক্তিগত সম্পদ অর্জনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি অবশ্য তাদের জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল যারা দুর্নীতির অর্থ বেনামে পাচারের সুযোগ খুঁজছিলেন। এদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিল আর্থিক কাজকর্মে সুবিধার প্রতিশ্রুতি; অজ্ঞাতপরিচয়ভাবে অর্থ স্থানান্তর করা এবং জমা রাখার সুযোগ, নিজ দেশের এবং বিদেশের কর কর্তৃপক্ষের অন্বেষণ থেকে দূরে। কলঙ্কিত তহবিলগুলি প্রায়শই এই জাতীয় গোপনীয় আশ্রয়স্থলগুলির মধ্য দিয়ে ক্ষণস্থায়ীভাবে চলে যেত, উৎসের দেশ এবং প্রধান আর্থিক কেন্দ্রগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বাহক হিসাবে কাজ করে যেখানে বিনিয়োগ এবং সম্পদের অতিরিক্ত প্রদর্শন নজরে পড়ে না।

দুবাই, লন্ডন, মায়ামি এবং নিউ ইয়র্কের মত বৈশ্বিক শহরগুলো এই নতুন ধনসম্পদ এবং বিনিয়োগের আগমনকে দুই হাত বাড়িয়ে স্বাগত জানায়। সারা 2000 এর দশক জুড়ে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে, বিশ্বব্যাপী আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি এবং সুরক্ষা পরিষেবাগুলি ধনী বিদেশী কর্মকর্তা এবং বিমানে ভ্রমণ করা ব্যবসায়ীদের উচ্চ দামের আবাসন ক্রয় করেন, বিলাসবহুল জীবন কাটানো এবং মানবসেবা ও রাজনৈতিক অনুদানের মাধ্যমে উচ্চ সমাজের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করার দিকে খুব একটা মনোনিবেশ করেন না।

এই সব উপাদানগুলি মিলে শুধু উন্নয়নশীল এবং কমিউনিস্টদের পরবর্তী বিশ্ব জুড়ে দুর্নীতির ক্রমবর্ধমান স্তরকে সহায়তা করে নি বরং এটিকে একটি অভূতপূর্ব মাত্রায় *প্রণোদিত করেছে।* আর্থিক প্রযুক্তি অনেক এগিয়ে যাওয়া– যার মধ্যে রয়েছে অনলাইন অ্যাকাউন্ট এবং পেমেন্ট, ইলেক্ট্রনিক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি — রাজনৈতিক অভিজাত শ্রেণির চুরি করা প্রচুর অর্থ বোতাম টিপে সীমান্তের ওপারে পার করে নেওয়াকে সম্ভব করে তুলেছে, যা মানব ইতিহাসে আগে কখনো করা যেত না। এগুলো অজ্ঞাতপরিচয়ে করতে পারার ফলে, যা সম্ভব হয়েছে নীতি ব্যর্থতা এবং আইনি ফাঁকফোকর গুলোর কারণে, তাদের আশ্বস্ত করে যে তারা নির্ভয়ে এটা করতে পারেন।

1 অন্যগুলির মধ্যে দেখুন: ন্যাক স্টিফেন "অনুদানের উপর নির্ভরতা এবং শাসনের গুণমান: দেশেব্যপী গবেষণামূলক পরীক্ষা।" *সাদার্ন ইকোনমিক জার্নাল,* ভলিউম ৬৮, নং ২, ২০০১, doi.org/10.2307/1061596; এবং আসঙ্গু, সিমপ্লিস এ। "দুর্নীতির উপর বিদেশী অনুদানের প্রভাব।" *ইকোনমিক বুলেটিন,*ভলিউম ৩২, নং. ৩, ২০১২, ideas.repec.org/a/ebl/ecbull/eb-12-00172.html. যদিও, প্রমাণ টি মিশ্রিতি এবং চূড়ান্ত নয়।

2 ন্যাচারাল রিসোর্স গভর্নেন্স ইন্সটিটিউট-এর তথ্য অনুযায়ী, সম্পদ অভিশাপ "অনেক সম্পদ-ধনী দেশের তাদের প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে সম্পূর্ণরূপে উপকৃত হওয়ার এবং এই দেশগুলির সরকারগুলি জনকল্যাণের প্রয়োজনে কার্যকরভাবে সাড়া দিতে পারার ব্যর্থতাকে বোঝায়।"

এই ক্লেপ্টোক্র্যাটিক "চক্র" – যেখানে আইনি ফাঁকফোকর গুলোর মাধ্যমে অঞ্চলগুলো থেকে অর্থ চুরি করা হয়, অফশোর গোপনীয় আশ্রয়ের মাধ্যমে পাচার করা হয়, এবং প্রধান আর্থিক কেন্দ্রগুলিতে লুকিয়ে রেখে ভোগ করা হয় – এখন বেশিরভাগ গণতান্ত্রিক সমাজগুলোতে নীতিনির্ধারকদের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং জানা বিষয়। যা তারা হয়ত কম অনুমান করা চালিয়ে যাচ্ছেন তা হল এই সমস্যার ব্যাপ্তি এবং তারা অন্য যে নীতির চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছেন সেগুলি কতটা বৈশ্বায়নের এই অন্ধকার দিক দ্বারা উদ্ধন এবং বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা তর্কাতীতভাবে যা অবমূল্যায়ন করে চলেছেন তা হল সমস্যাটির মাত্রা এবং যে পরিমাণে তারা আরও অনেক নীতিগত চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তা বিশ্বায়নের এই অন্ধকার দিকটি ইন্ধন যোগাচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে।

ক্লেপ্টোক্র্যাসির পরিমাপ

সারা বিশ্বে ক্লেপ্টোক্র্যাসির মাত্রার এক সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা অসম্ভব। যেসব ক্ষেত্রে ক্লেপ্টোক্র্যাটরা আইন প্রয়োগকারীর হাতে ধরা পড়েছে, অথবা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মাধ্যমে তাদের স্কিমগুলি প্রকাশ করার সময় মিডিয়াতে রিপোর্ট করা হয়েছে, সেগুলির পরিমাণই যথেষ্ট। তবে, এটি এই সমস্যার কেবলমাত্র একটি চিত্র ছাড়া কিছুই নয়।

ডেটা-ভিত্তিক পদ্ধতির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এবং এই কেস স্টাডিগুলোর বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও তারা প্রায় অকল্পনীয় মাত্রার একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জকে সামনে আনে, যেখানে প্রতি বছর বহু ট্রিলিয়ন ডলারের ক্ষতি হচ্ছে।

দুর্নীতির বিষয়ে জনগণের ধারণা আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক, এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতির ধারণা সূচক (CPI) নিঃসন্দেহে এই ধরনের একটি পদ্ধতি গ্রহণ করা সবচেয়ে ব্যাপকভাবে উল্লেখ করা গবেষণা। কিন্তু যা এই নামটি নির্দেশ করে (এবং TI নিজেই বার বার এর উপর জোর দেয়), CPI আধুনিক আন্ত: দেশীয় দুর্নীতির কোনো সম্পূর্ণ বিশ্লেষণ প্রদান করার ভান করে না; এর পরিবর্তে, তা তাদের নিজ দেশে সরকারী ক্ষেত্রের দুর্নীতির বিষয়ে জনগণের ধারণার পরিমাপ করে। এই কারণেই সম্ভবত সুইজারল্যান্ডের জনগণ, এমন একটি দেশ যার গোপন ব্যাংকিং খাত চুরি করা লুটের অর্থ রাখার স্থান হয়ে উঠেছে, বর্তমানে তারা নিজের দেশটিকে বিশ্বের তৃতীয় সর্বনিম্ন দুর্নীতিগ্রস্ত বলে মনে করে।

সমসাময়িক ক্লেপ্টোক্রেসির সুবিধার্থে গোপনীয় আশ্রয়স্থল এবং আর্থিক কেন্দ্রগুলির ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে, পেশাদার এবং আইনি পরিষেবাগুলির ভূমিকা পরিমাপ করতে সাহায্যকারীর পাশাপাশি অন্যান্য আন্ত:দেশীয় ভূমিক রাখা ক্ষেত্রগুলি যেমন ট্যাক্স জাস্টিস নেটওয়ার্ক আর্থিক গোপনীয়তা সূচক (FSI) CPI-এর মতো জাতীয় র‍্যাঙ্কিং বিবেচনা করা সহায়ক। এই সূচকটি মূল উপাদানগুলি ব্যবহার করে আইনের অধিক্ষেত্রগুলো মূল্যায়ন করে যার মধ্যে রয়েছে তাদের অর্থ-পাচার বিরোধী ব্যবস্থা এবং দুর্নীতিবিরোধী

ক্লেপ্টোক্র্যাসির মূল্য হিসেব করা

এর অবৈধ প্রকৃতির কারণে, ক্লেপ্টোক্র্যাসির মূল্য হিসেব করা কঠিন, তবে নিম্নলিখিত গবেষণাগুলি কিছু আশ্চর্যজনক অনুমান তৈরি করেছে:

1. ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম অনুমান **করেছে যে $১ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার** ঘুষ দেওয়া হয় এবং এছাড়া আরো **$২.৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার** প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী চুরি হয়।
2. গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি, একটি ওয়াশিংটন, ডি.সি.-ভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক, খুঁজে বের করে **যে ২০০৮ থেকে ২০১৭-এর মধ্যে $৮.৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার** উন্নয়নশীল দেশ এবং উন্নত অর্থনীতির মধ্যে বাণিজ্য রেকর্ড থেকে হারিয়ে গেছে।
3. একটি শিক্ষাগত সমীক্ষা প্রস্তাব করে যে বিশ্ব মোট দেশজ উৎপাদনের (GDP) **১০ শতাংশের] সমতুল্য** তহবিল ট্যাক্স হেভেনগুলিতে রাখা হয়, যা উৎপত্তির অঞ্চল অনুসারে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয় — স্ক্যান্ডিনেভিয়ায় কয়েক শতাংশ এবং ইউরোপে প্রায় ১৫ শতাংশ থেকে, আরব উপসাগরীয় দেশ এবং কিছু লাতিন আমেরিকার অর্থনীতিতে ৬০ শতাংশ।
4. 2012-এর একটি অধ্যয়ন অফশোরে থাকা ব্যক্তিগত ধনসম্পদের মূল্য **$32 ট্রিলিয়ন** পর্যন্ত ধার্য করেছে। অতি সম্প্রতি, অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (OECD) দেশগুলি সম্মিলিতভাবে কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডের অধীনে তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়ার প্রায় **$11 ট্রিলিয়ন** রিপোর্ট না করা অফশোর সম্পদগুলিকে শনাক্ত করতে সক্ষম পেরেছে।
5. ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড পরামর্শ দিয়েছে যে যদি সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার থাকা দেশগুলি সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারগুলির মতো একই দক্ষতার সাথে কর সংগ্রহ করতে সক্ষম হত, তাহলে বিশ্বব্যাপী কর রাজস্ব **$1 ট্রিলিয়ন** ডলারের বেশি বৃদ্ধি পেত।, যা বার্ষিক, জাতিসংঘের (UN) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের প্রায় দ্বিগুণ ।

আইনগুলির কার্যকারিতা, সেইসাথে বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব। FSI নিরবিচ্ছিন্নভাবে পশ্চিমী দেশগুলোকে সবচেয়ে বেশি দোষী হিসাবে র‍্যাঙ্ক করে, যার মধ্যে কেম্যান আইল্যান্ডস, যুক্তরাষ্ট্র এবং সুইজারল্যান্ড ২০২০ সালে বিশ্বের তিনটি সবচেয়ে খারাপ র‍্যাঙ্ক পায় আর্থিক গোপনীয়তা এবং আন্ত:দেশীয় দুর্নীতিতে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত ঝুঁকির জন্য করেছে। FSI ক্রমাগত উন্নত পশ্চিমা দেশগুলিকে তার সবচেয়ে খারাপ অপরাধীদের তালিকায় শীর্ষে রাখে, যেখানে আর্থিক গোপনীয়তা এবং আন্ত:দেশীয় দুর্নীতিকে সহজতর করার ঝুঁকি বিবেচনায় কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সুইজারল্যান্ড ২০২০ সালে বিশ্বের তিনটি *সবচেয়ে খারাপ* দেশের তালিকায় অবস্থান করে।

এই অধ্যয়ন এবং সূচকগুলো, অবশ্যই আধুনিক আন্ত:দেশীয় দুর্নীতির মাত্রা এবং প্রকৃতির একটি চিত্র তুলে ধরতে সাহায্য করে। কিন্তু আরও বিবেচনা ছাড়া, এগুলি আমাদেরকে ক্লেপ্টোক্রেসির বাস্তব-বিশ্বের প্রভাব সম্পর্কে খুব কমই ধারণা দেয়।

নীতিনির্ধারকদের ধারাবাহিক প্রজন্ম দুর্নীতিকে অর্থনৈতিক-উন্নয়ন সমস্যা হিসাবে বিভক্ত করার ভুল করেছে: দারিদ্র্য-বিমোচন প্রচেষ্টার জন্য একটি দুর্ভাগ্যজনক কিন্তু অনিবার্য বাধা। কিন্তু ক্লেপ্টোক্র্যাসি পরিমাপের প্রধান চাবিকাঠি হল এটি চিহ্নিত করতে সক্ষম হওয়া যে তা কতটা নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি এবং শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের জন্য অন্যান্য হুমকি তৈরি করে এবং আরো বাড়িয়ে তোলে।

এটি করার সবচেয়ে সহজ উপায়গুলির মধ্যে একটি হল স সকল জনগণের কথা শোনা শুরু করা যারা দুর্নীতিগ্রস্ত কর্তৃত্ববাদী শাসনের অধীনে ভুগছেন। আরব বসন্তের উৎপত্তি থেকে শুরু করে আজ মস্কো, হাভানা এবং কারাকাসের রাস্তায়, মুক্ত নয় এমন সমাজের প্রতিবাদকারীরা নিজেদেরকে স্পষ্ট করে তুলতে পারেনি যে তাদের শাসক শ্রেণীর দুর্নীতি তাদের শীর্ষ উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। এছাড়াও, গণতান্ত্রিক সমাজের নীতিনির্ধারকরা এখনও তাদেরকে যুক্ত করে সমর্থন করতে দুর্নীতিবিরোধী অবস্থানকে প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে পারেননি।

ক্লেপ্টোক্র্যাটরা কিভাবে কাজ করে

ক্লেপটোক্র্যাটরা কীভাবে দুর্নীতি করার সুযোগকে সর্বাধিক কাজে লাগাতে পারে তা অন্বেষণ করার আগে, এটি করার জন্য তাদের প্রেরণা এবং তারা সাধারণত যে পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে তা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

কেন ক্লেপ্টোক্র্যাটরা দুর্নীতিতে অংশ নেন

"ক্লেপ্টোক্র্যাট" শব্দটি সাধারণত লোভী সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে মেলামেশার কথা মনে করিয়ে দেয় যারা পাবলিক ফান্ড আত্মসাৎ করেন বা বেসরকারী ক্ষেত্র থেকে ঘুষ নেন। কিন্তু সাম্প্রতিক দশকগুলোতে যেমন দুর্নীতির সুযোগ বেড়েছে, তেমনি এতে জড়িত হওয়ার কারণও রয়েছে। যদিও লোভ নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সহজবোধ্য এবং বিস্তৃত কারণ বিবেচনা করা হয়, দুর্নীতিযুক্ত কার্যক্রম অ-আর্থিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যও ব্যবহার করা হয়।

যেমন, ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হেডোনিস্টিক লাইফস্টাইল টিকিয়ে রাখার জন্য ইকোয়াটোগুইনিয়ান প্রিন্সলিং যারা নিষ্ঠুরভাবে তার নিজের দরিদ্র দেশ থেকে চাঁদাবাজি এবং অর্থ আত্মসাৎ করেছিল, এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের (PRC) অফিসার যারা মালয়েশিয়া সরকারের সাথে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত চুক্তিগুলি সুরক্ষিত করার বিনিময়ে 1মালয়েশিয়া ডেভেলপমেন্ট বারহাদ (1MDB) ডাকাতির ব্যাংকরোল করার গোপনে প্রস্তাব দিয়েছিল । তারা উভয়েই নিঃসন্দেহে ক্লেপ্টোক্র্যাট যারা গভীরভাবে ক্ষতিকারক দুর্নীতির চর্চায় নিয়োজিত, তবে তাদের এটি করার কারণগুলি অনেক ভিন্ন নয়।

যারা জড়িত তাদের দোষকে ছোট না করে, মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে খারাপ আইনের শাসন বা তার অভাব থাকা সমাজে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি করার জন্য দুর্নীতি যুক্ত কার্যক্রম প্রায়ই একমাত্র পথ হয়ে ওঠে। ভবিষ্যত ক্লেপ্টোক্র্যাটদের দ্বারা এই রেখা পার হয়ে অপরাধে প্রবেশ দৃঢ়ভাবে গণতান্ত্রিক সমাজের মানুষদের মত এতটা স্পষ্ট নয়, যদিও তাদের কাজকর্মের ফলে যে সম্ভাব্য ক্ষতি হয় সে বিষয়ে তারা ততটাই বুঝতে পারেন। এটা খেয়াল করাও গুরুত্বপূর্ণ যে এর ঠিক উল্টোটা বলা যেতে পারে বিবেকহীন পেশাজীবী মধ্যস্থতাকারীদের বিষয়ে যারা আন্ত:দেশীয় দুর্নীতিতে মদদ দেন।

স্বতন্ত্র অনুপ্রেরণাগুলি একটি ঘটনা থেকে অন্যটি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয় তা স্বীকার করে, দুর্নীতিতে জড়িত হওয়ার জন্য বিস্তৃতভাবে তিনটি, প্রায়ই একটি আরেকটির সাথে যুক্ত কারণ রয়েছে:

- **বেআইনীভাবে নিজের সমৃদ্ধি:** দুর্নীতি যুক্ত কার্যক্রমের সাথে জড়িত থাকার সবচেয়ে সুস্পষ্ট এবং বৃহৎ কারণ হল ব্যক্তিগত সম্পদের বেআইনি দখল।
- **দেশীয় ক্ষমতা ও সম্মান:** স্বৈরতান্ত্রিক শাসন সব সময় পৃষ্ঠপোষক নেটওয়ার্কগুলির উন্নতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বজায় থাকে যা সম্পদ, অর্থনৈতিক সুযোগ বা রাজনৈতিক অগ্রগতির বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যবহারের বিনিময়ে শাসনকে সমর্থন করে।
- **বিদেশী প্রভাব:** অভ্যন্তরীণ দুর্নীতির উপর নির্মিত শাসনব্যবস্থাগুলি বৈদেশিক নীতির হাতিয়ার হিসাবে দুর্নীতির অনুশীলন ব্যবহার করতে কোন দ্বিধা নেই। কম ক্ষমতাসম্পন্ন শাসনগুলো এটা করতে পারে আন্তর্জাতিক নজর থেকে নিজেকে লুকাতে এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে তাদের বৈধতা এবং সম্মান বৃদ্ধি করতে। কিন্তু

1MDB কেলেঙ্কারি

২০০৯ সালে, মালয়েশিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাক 1মালয়েশিয়া ডেভেলপমেন্ট বারহাদ (1MDB), একটি সার্বভৌম সম্পদ তহবিল প্রতিষ্ঠা করেন বিদেশী বিনিয়োগের মাধ্যমে মালয়েশিয়ায় উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে উন্নীত করার জন্য রাজস্ব উত্পন্ন করার উদ্দেশ্যে। মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ী লো তাইক ঝো (ওরফে "ঝো লো") কে শুরু থেকেই তহবিলের উপদেষ্টা হিসাবে আনা হয়েছিল। ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসের তথ্য অনুসারে, ২০০৯ থেকে ২০১৫ সালের মধ্যে, 1MDB থেকে $৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি চুরি করা হয়েছিল এবং অফশোর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং শেল কোম্পানিগুলিতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। তহবিল থেকে শত শত মিলিয়ন ডলার গয়না, শিল্পকর্ম, চলচ্চিত্রের অধিকার, জুয়া, পার্টি এবং একটি ইয়ট ক্রয় করতে ব্যয় করা হয়েছিল। কিছু সরানো পুঁজি মূল তহবিল থেকে বিনিয়োগের উপর একটি রিটার্ন জাল করতেও ব্যবহার করা হয়েছিল।

২০১৫ সালে সাংবাদিকরা কেলেঙ্কারি প্রকাশ করলে, মালয়েশিয়ার দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। তিনি অ্যাটর্নি জেনারেল, উপ-প্রধানমন্ত্রী মুহিউদ্দিন ইয়াসিন এবং 1MDB-এর সমালোচনাকারী অন্য চার মন্ত্রীকে বরখাস্ত করে তদন্ত বন্ধ করার এবং তার পদ বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর এবং সুইজারল্যান্ড দ্বারা শুরু করা তদন্তে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছিলেন। এক বছরের মধ্যে, রাজাক একজন নতুন অ্যাটর্নি জেনারেল নিযুক্ত করেন যিনি তাকে নির্দোষ ঘোষণা করেন এবং মামলাটি স্থগিত করেন, এটা বলে যে রাজাকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে $৬৮১-মিলিয়ন মার্কিন ডলার স্থানান্তর ছিল সৌদি রাজপরিবারের কাছ থেকে একটি উপহার। পরিবার এবং 1MDB তহবিল থেকে আত্মসাৎ করা নয়।

নাজিব শেষ পর্যন্ত ২০১৮ সালে প্রাক্তন পরামর্শদাতা এবং প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের কাছে পরাজিত হওয়ার পরে তার প্রধানমন্ত্রীর পদ হারান, যিনি 1MDB কেলেঙ্কারির সময় রাজাকের একজন স্পষ্টবাদী সমালোচক হয়েছিলেন। মাহাথিরের নির্বাচনের পর, তদন্ত পুনরায় চালু হয় এবং রাজাকের বাড়িতে তল্লাশি করা হয়, যা তার স্ত্রীর ২৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের গয়না ও হাতব্যাগ প্রকাশ করে। জো লো-এর অবস্থান এখনো অজানা, তবে তিনি চীনে ছিলেন বলে বিশ্বাস করা হয়।

ক্ষমতাশালী স্বৈরতান্ত্রিক শাসনগুলো যেমন চীন, রাশিয়া এবং ইরান প্রতিনিয়ত "কৌশলগত দুর্নীতিতে" লিপ্ত হয়, যার সংজ্ঞা হল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে দলে টানার জন্য দুর্নীতিমূলক কাজের ইচ্ছাকৃত এবং পদ্ধতিগত ব্যবহার।

ক্লেপ্টোক্র্যাটরা কী টার্গেট করেন

ক্লেপ্টোক্র্যাটরা কেন এবং কিভাবে দুর্নীতিমূলক কাজে লিপ্ত হয় তার সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে আত্মসাৎ বা অন্যভাবে অপব্যবহারের জন্য তারা কি ধরণের পুঁজি এবং সম্পত্তির উপর সাধারণত নজর দেয়। বরাবরের মতো, পরিচ্ছন্ন শ্রেণীকরণ সীমিত ব্যবহারের জন্য, এবং যে কোনো প্রদত্ত দুর্নীতি প্রকল্পে প্রায়ই উল্লেখযোগ্য ওভারল্যাপ থাকে।

সরকারী অর্থভান্ডার: কিছু সরকারী ব্যয় আত্মসাৎ এবং ঘুষ দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে: বিশেষ করে অবকাঠামো, স্বাস্থ্য এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে। এটির মুখ্য কারণ হল যে সরকারী ব্যয়ের এই ক্ষেত্রগুলিতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ থাকে, ব্যবস্থা এবং চুক্তির আপেক্ষিক জটিলতার দ্বারা সৃষ্ট সম্ভাব্য ত্রুটিগুলি এবং করদাতাদের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে চুরি করার ফলে ভূক্তভোগীদের দ্বারা অবিলম্বে লক্ষ্য করার সম্ভাবনা কম। এই সমস্যাটি কোভিড-১৯ মহামারী চলাকালীন নতুনভাবে গুরুতর হয়েছে, কারণ দ্রুত ক্রয় প্রক্রিয়া এবং বিশাল আর্থিক-উদ্দীপনা প্যাকেজ যা সরকারী প্রতিক্রিয়াগুলির বৈশিষ্ট্যযুক্ত নতুন দুর্নীতির ঝুঁকি তৈরি করেছে এবং চলমান গলোর গতি আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। একত্রিত ক্লেপ্টোক্রেসিতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং মুদ্রার রিজার্ভগুলি কার্যকরভাবে শাসনের নিষ্পত্তিতে রয়েছে, কারণ ভেনিজুয়েলার অবশিষ্ট স্বর্ণের রিজার্ভের চলমান লুটপাট সম্ভবত সেরা উদাহরণ।

পণ্য ও প্রাকৃতিক সম্পদ: কিছু কিছু ক্ষেত্রের দুর্নীতিতে ঐতিহাসিকভাবে ক্ষতিসাধ্য বা তার সম্ভাবনা বেশি বলে প্রমাণ হয়েছে – যেমন তেল, গ্যাস এবং খনিজ নিষ্কাশন শিল্প যা "সম্পদের অভিশাপ"-এর উদাহরণ। রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোক বা না হোক - একটি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এন্টারপ্রাইজ (SOE) বা বেসরকারী খাতের মাধ্যমে, এই খাতগুলি থেকে আসা বিশাল আয় প্রায়শই আরও বৈচিত্র্যময় অর্থনীতির উত্থানে বাধা তৈরি করে, এবং এই সম্পদগুলির নিয়ন্ত্রণ করা ধনসম্পদ তৈরির একমাত্র কার্যকর পথ হয়ে ওঠে। বিদেশী উত্তোলন কোম্পানিগুলি যেগুলি তাদের দেশে শক্তিশালী বিদেশী ঘুষ আইনের অধীন নয় তারা প্রায়শই স্থানীয় কর্মকর্তাদের ঘুষ এবং কিকব্যাক দিয়ে এই সমস্যাটিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সরকারী পুঁজি আত্মসাৎ করার তুলনায়, এই অর্থ হস্তান্তর বন্ধ দরজার পিছনে ঘটে এবং সাধারণ জনগণের জন্য এর কোনো

স্পষ্ট প্রভাব নাও থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, উত্তোলন (এক্সট্র্যাকটিভ) শিল্প থেকে রাজস্ব কর্তৃত্ববাদী শাসনগুলিকে কর রাজস্বের উপর কম নির্ভরশীল করে তুলে ফলে তারা জনগণের কাছে কম দায়বদ্ধ থাকে।

বিকাশ এবং সুরক্ষায় সহায়তা: ধনী দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে প্রচুর অর্থ আসা ক্লেপ্টোক্র্যাট হতে চাওয়া ব্যক্তিদের কাছে এক লোভনীয় লক্ষ্য হয়ে ওঠে। বস্তুত, আজকাল বেশিরভাগ দাতা উন্নয়নের অর্থায়নে এবং সহায়তার বিষয়ে আরো কঠোর নজরদারীর আবশ্যকতা আরোপ করেন যার ফলে দুর্নীতি করে অর্থ সরানো তুলনামূলকভাবে কমে যাচ্ছে। এছাড়াও, সাম্প্রতিক একটি বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট থেকে জানা যায় অনুদান পেমেন্ট বৃদ্ধি পাওয়া এবং অফশোর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। যা থেকে দেখা যায় উন্নয়নমূলক সহায়তা অন্য খাতে চলে যাওয়া একটি সমস্যা হয়ে থাকে।

বেসরকারী খাত: যে কোনো ব্যবসা চাঁদাবাজি, অর্থ আত্মসাৎ বা অন্য দুর্নীতির মাধ্যমে ক্লেপ্টোক্র্যাটদের জন্য লুণ্ঠন করার সুযোগ হতে পারে। ঘুষের সবচেয়ে সাধারণ রূপ হচ্ছে বেসরকারী কোম্পানিগুলি থেকে অর্থ চাওয়া, ব্যবস্থাগত দুর্নীতি থাকা দেশগুলোতে সরকারী অর্থের আত্মসাৎ যার আরেকটি রূপ। যে রূপই হোক না কেন, ব্যবস্থাগত দুর্নীতি অনিশ্চয়তা নিয়ে আসে, ব্যবসা পরিচালনার ব্যয় বাড়ায়। শেষ পর্যন্ত বেসরকারী সংস্থাগুলোকে নিরুৎসাহিত করে, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তিকে আরও কেন্দ্রীভূত করে দুর্নীতির ঝুঁকি বাড়ায়।

কৌশলগত দুর্নীতি: দুর্নীতিমূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার সব অনুপ্রেরণা কিছু পাওয়ার জন্য নয় এমনকি আর্থিক নাও হতে পারে। বিশেষভাবে, ক্ষমতাশালী স্বৈরতান্ত্রিক শাসনগুলোর প্রতিনিধিগণ যারা "কৌশলগত দুর্নীতি"তে সম্পৃক্ত হন তারা নিজেদের জন্য কিছু চুরি করতে চান না, কিন্তু রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ক্ষমতাশালী দেশগুলোতে স্থানীয় অভিজাতদের সঙ্গে পাবার জন্য এটি করেন। উদাহরণস্বরূপ, PRC দ্বারা খারাপ উপায়ে শ্রীলঙ্কার এক কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর দখল নাকি করা হয়েছিল প্রধানত নিরাপত্তা বিবেচনায়, যদিও তা অর্থনৈতিক সুবিধা নিয়ে আসে।

একটি নতুন কাঠামো

এখন পর্যন্ত, বেসরকারী লাভের জন্য রাষ্ট্রীয় সম্পদগুলিকে দখল করার জন্য এবং ক্ষমতায় তাদের দখল বজায় রাখতে এবং স্থায়ী করার জন্য ক্লেপ্টোক্র্যাটদের দ্বারা ব্যবহার করা বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্ত:দেশীয় কৌশলের কোনও বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়নি। ক্লেপ্টোক্র্যাসিকে স্থায়ী করে এমন একাধিক কৌশলের তালিকাভুক্ত করা প্রয়োজন গণতন্ত্রের প্রতি ক্লেপ্টোক্র্যাটিক চ্যালেঞ্জের সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি বোঝার জন্য এবং তাদের প্রভাব প্রতিরোধ ও প্রশমিত করার জন্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কৌশলগুলি বিকাশের জন্য। এখানে তালিকাভুক্ত করা বেশ কয়েকটি কৌশল "স্বৈরতন্ত্রের প্লেবুক"-এর অংশ, যা ক্লেপ্টোক্রেসি ধারণাগত দৃষ্টিতে দেখা, যা জোর দেয় যে কীভাবে বিশ্লেষণ করা আচরণগুলি অগ্রসর হয় এবং আন্ত:দেশীয় এবং ব্যবস্থাগত বৃহৎ দুর্নীতির ফলাফল।

নিচের শ্রেণীবিন্যাসটি ক্লেপ্টোক্র্যাটিক কার্যক্রমগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে তাদের কৌশলগুলির উপর ভিত্তি করে, তা রাজনৈতিক ও আইনগত, অর্থনৈতিক ও আর্থিক, বলপ্রয়োগ ও সহিংস, বা ব্র্যান্ডিং এবং বর্ণনা ভিত্তিক, সেইসাথে তাদের ভৌগলিক সুযোগ যাই হোক না কেন। এই বিভাগগুলি ক্লেপ্টোক্রেটিক কার্যক্রমের সম্পূর্ণ পরিসর এবং তারা যে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পরিবেশন করে, সেইসাথে কীভাবে তারা দুর্নীতি কৌশল গঠনের জন্য একত্রিতভাবে ব্যবহার করা হয় তার উপর জোর দেয়। কিছু ক্লেপ্টোক্র্যাটিক কার্যক্রমগুলি ভালভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে, যেমন আত্মসাৎ বা পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্কগুলির ব্যবহার, যেখানে অন্যান্য কার্যক্রমে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যেমন কৌশলগত দুর্নীতি এবং খ্যাতি অপচয় – আন্ত:দেশীয় দুর্নীতি একটি গবেষণার ক্ষেত্র হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে এবং প্রায়ই মোটিফগুলির সংমিশ্রণের কারণে এই কার্যক্রমগুলিকে চিহ্নিত করে, এই দুটি কারণেই। তবুও এই পদ্ধতিগুলি ক্লেপ্টোক্রেটিক নেটওয়ার্কগুলিকে প্রবেশ করানো এবং তাদের ক্ষমতা এবং অবৈধ তহবিলে অ্যাক্সেসকে স্থায়ী করার মতোই শক্তিশালী।

স্থানীয় এবং আন্ত:দেশীয় ক্লেপ্টোক্র্যাটিক অভ্যাসগুলির মধ্যে তুলনা প্রদর্শন করে যে যখন তা বৈশ্বিক মঞ্চে ব্যবহার করা হয় তখন এই কৌশলগুলো কিভাবে পরিবর্তিত হয়। কৌশলগত দুর্নীতি, উদাহরণস্বরূপ, পৃষ্ঠপোষকতার একটি হাতিয়ারযুক্ত রূপ যা আন্তর্জাতিকভাবে অনুমান করা হয়, প্রক্রিয়ায় ক্লেপ্টোক্রেসির শিকারদের সংখ্যাবৃদ্ধি করে। তেমনিভাবে, কিছু কৌশল অনেকগুলি শ্রেণীতে হয়। যেমন সংগঠিত অপরাধের ব্যবহার, হল বলপ্রয়োগ এবং সহিংস এবং অর্থনৈতিক প্রকৃতিতে। বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে, আমরা নিচের কৌশলগুলিকে তাদের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলির ভিত্তিতে শ্রেণীবিভক্ত করেছি।

একসাথে নেওয়া হলে, এই শ্রেণীবিন্যাস আজ পর্যন্ত ক্লেপ্টোক্র্যাটিক কার্যক্রমগুলির সবচেয়ে বিস্তীর্ণ অনুসন্ধান। বিভিন্ন শ্রেণির অধীনে কার্যক্রমগুলির মধ্যে পার্থক্যগুলি বোঝা আইন প্রণেতা, অনুশীলনকারী এবং সুশীল সমাজকে দেশে এবং বিদেশে উভয় ক্ষেত্রেই ক্লেপ্টোক্রেসি মোকাবেলায় আরও ভাল অবস্থানে নিয়ে যাবে।

পরিধি	স্থানীয়	আন্ত:দেশীয়
রাজনৈতিক ও আইনি	• সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী কর্মীদের ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকতার নেটওয়ার্কগুলিকে প্রসার এবং সুরক্ষিত করা • কর্মপদের অপব্যবহার • প্রভাব খাটানো • মুখ্য ইন্সটিটিউশনগুলোকে সঙ্গে নেওয়া	• কৌশলগত দুর্নীতি • আইনি যুদ্ধ
অর্থনৈতিক এবং আর্থিক	• সরকারী কর্মকর্তা দ্বারা সম্পত্তির আত্মসাৎ, অপব্যবহার, বা অন্য বিচ্যুতি • পদ ক্রয় করা	• প্রতারণামূলক আন্তর্জাতিক ক্রয়ের মাধ্যমে বিদেশী সরকারী কর্মকর্তা এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়া • অর্থ পাচার করা • আর্থিক শোষণ
বলপ্রয়োগ ও সহিংসতা	• অনুসন্ধানে বাধা দেওয়া এবং ভিন্ন মতকে দমন করা • সামাজিক নিয়মগুলোতে দুর্নীতিকে প্রতিতিষ্ঠিত করা • সংগঠিত অপরাধ • ন্যায় বিচারে বাধা দেওয়া • চাঁদাবাজি	• নিপীড়নের আন্ত:দেশীয় প্রচার
ব্র্যান্ডিং করা এবং বর্ণনামূলক	• ভাবমূর্তি তৈরি	• খ্যাতি পাচার • উন্নয়নের প্রচারণা

ক্লেপ্টোক্র্যাসির স্থানীয় কৌশল

সমসাময়িক ক্লেপটোক্রেসিকে এর আন্ত:দেশীয় প্রকৃতি এবং ট্যাক্স হেভেন এবং আর্থিক কেন্দ্রগুলিতে পেশাদার মধ্যস্থতাকারীদের দ্বারা পরিচালিত অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, তবে বড় দুর্নীতির পরিকল্পনাগুলি অনিবার্যভাবে ক্লেপ্টোক্র্যাটদের নিজ দেশে নির্দিষ্ট ঘুষ, আত্মসাৎ বা অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপের মাধ্যমে শুরু হয়। কার্যকরভাবে আন্ত:দেশীয়

দুর্নীতির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার চাবিকাঠি হল এটা বোঝা যে ক্লেপ্টোক্র্যাটরা তাদের নিজেদের সমাজে কিভাবে এই দুর্নীতিমূলক কার্যক্রমে লিপ্ত হওয়ার সুযোগকে প্রসারিত করে।

সাধারণত, এই ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্য হল নিজস্ব-সমৃদ্ধি, পৃষ্ঠপোষক নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে বা সাধারণত এর কিছু সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্লেপ্টোক্র্যাটের স্থানীয় রাজনৈতিক অবস্থাকে শক্তিশালী করা। এটি কোনওভাবেই ধাপে ধাপে নির্দেশিকা নয়, কারণ স্বৈরাচারী এবং স্বৈরাচারী-মনোভাবে শাসনব্যবস্থাগুলি বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন উপায়ে তাদের অনন্য পরিস্থিতি অনুসারে পৃথক হবে। কিন্তু, এই বিভাগ স্থানীয় ক্লেপ্টোক্র্যাটিক কৌশলগুলির সংজ্ঞা দেয় যাতে দুর্নীতিবিরোধী মানুষ এবং আন্দোলনকারীদের বুঝতে পারেন কিভাবে এই কৌশলগুলি সার্বিক দুর্নীতির কৌশলে মিলিত হয়।

রাজনৈতিক ও আইনি কৌশলগুলো

জাতীয় সরকারি কর্মকর্তা এবং বেসরকারী খাতে ভূমিকা রাখা ব্যক্তিদেরকে ঘুষের মাধ্যমে পৃষ্ঠপোষকদের নেটওয়ার্ককে প্রসারিত করা এবং তা স্থায়ী করা

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী খাতের নিয়ন্ত্রণ সর্বদা স্বজনপ্রীতি এবং নিজেদের লোকজনকে নিয়োগের মাধ্যমে অর্জিত হয়, প্রভাবশালী অবস্থানে সমর্থকদেরকে বসিয়ে যেখানে তারা নিজস্ব-সমৃদ্ধির সুযোগকে কাজে লাগানোর সময় শাসনের ইচ্ছাকে কার্যকর করতে পারে। এই ব্যক্তিরা, পালাক্রমে, উভয়ই তাদের নিজস্ব ক্লায়েন্টলিস্ট নেটওয়ার্কগুলির উপর নির্ভর করে এবং পুরস্কৃত করে, পৃষ্ঠপোষক নেটওয়ার্কগুলির শীর্ষে বসে যা প্রায়শই কর্তৃত্ববাদী সমাজ জুড়ে বিস্তৃত হয়। প্রধান প্রতিষ্ঠান বা পদে পরিবারের সদস্য, রাজনৈতিক মিত্র, ব্যবসায়িক সহযোগী এবং অন্য সমর্থকদের বসানো হচ্ছে প্রভাব বিস্তারের একটি রূপ এবং তা ক্লেপ্টোক্র্যাটিক কৌশল এবং উদ্দেশ্য দুটিরই প্রতিনিধিত্ব করে।

দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করা নেটওয়ার্কগুলি প্রায়শই কম, কিন্তু উল্লেখযোগ্য, রাজস্বের উৎস: "সম্পদ অভিশাপ" রয়েছে এমন দেশে অর্থনৈতিক সুযোগগুলিতে প্রবেশাধিকার লাভের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতার কারণে বেড়ে ওঠে। দুর্নীতিপরায়ন রাজনৈতিক নেতারা তারা সংখ্যা লঘু, ভৌগলিক বা অন্য কোন অবস্থা যায় থাক না কেন তাদের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য সহজেই বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তেজনা বাড়াতে পারে এবং শোষণ করতে পারে। এই সমর্থনকে পুরস্কৃত করা হয় সরকারি চাকরিতে অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার, মূল অর্থনৈতিক খাতের নিয়ন্ত্রণ বা অন্য কোন লাভজনক সুবিধা প্রদান করে। এতে জনসাধারণের নাগরিক অগ্রাধিকারগুলিকে বিপর্যস্ত করার মত প্রভাব ফেলে, কারণ যাদের দ্বারা তাদেরকে একটি সুবিধাজনক সুরক্ষা নিশ্চত করার সম্ভাবনা রয়েছে তাদেরকে ভোট দেয় (বা অন্যভাবে সমর্থন করে)।

ঘুষ দেওয়া হল একটি দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ যা ক্লেপ্টোক্র্যাসির সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এতে রয়েছে একজন সরকারী কর্মকর্তাকে তাদের দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সময় পদক্ষেপ গ্রহণ বা তা থেকে বিরত থাকার বিনিময়ে একটি অযৌক্তিক সুবিধার (সাধারণত, কিন্তু সর্বদা আর্থিক নয়) প্রস্তাব করা, দেওয়া, অনুরোধ করা বা গ্রহণ করা। এটা খেয়াল করা গুরুত্বপূর্ণ যে ইউনাইটেড নেশনস কনভেনশন এগেইন্সট করাপশন (UNCAC)- -এর সংজ্ঞায় "সক্রিয়" ঘুষ (ঘুষ দেওয়া) এবং বিভ্রান্তিকর নামে "নিষ্ক্রিয়" ঘুষ (ঘুষ নেওয়া) উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গণতান্ত্রিক সমাজে *কাকে* আইনত ঘুষ দেওয়া যায় তা বেশ সহজ: একজন ব্যক্তি হয় তিনি সরকারী দায়িত্বে আছেন বা নেই। স্বৈরতান্ত্রিক সমাজে এই পার্থক্যটি খুব একটা স্পষ্ট নয়, বিশেষত ব্যক্তি কেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় যেখানে শাসক পরিবার এবং তাদের সহযোগীরা ঘরোয়া ভাবে সরকারের ন্যায় কাজকর্ম করতে পারে। একটি সুইডিশ আদালত সাম্প্রতিক সময়ে আদেশ দিয়েছে যে উজবেকিস্তানের প্রাক্তন শাসকের কন্যা গুলনারা কারিমোভাকে আইনত ঘুষ দেওয়া যায় না কারণ তিনি, কঠোরভাবে দেখলে সরকারী কর্মকর্তা নন। তবুও করিমোভা নিঃসন্দেহে উজবেকিস্তানের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন, ইসলাম করিমভের তৎকালীন উত্তরাধিকারী হিসেবে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন এবং দেশের সমগ্র টেলিযোগাযোগ খাত সহ বৃহৎ পরিসরে বাণিজ্যিক স্বার্থ নিয়ন্ত্রণ করার অভিযোগ ছিল। অভিযোগ করা হয় যে তিনি এই নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতা ব্যবহার করে যেসব বিদেশী কোম্পানিগুলি উজবেকিস্তানে ব্যবসা করতে চেয়েছিল তাদের কাছ থেকে কোটি কোটি ডলার ঘুষ নিয়েছেন।

ক্লেপ্টোক্রেটিক পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্কগুলির অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল সরকারী, ব্যক্তিগত এবং অপরাধমূলক খাতের মধ্যে পার্থক্যগুলিকে অস্পষ্ট করার প্রবণতা। যথেষ্ট ক্ষমতা থাকা ক্লেপ্টোক্র্যাটের পক্ষে এটা খুব ভালভাবে সম্ভব, বস্তুত অত্যন্ত স্বাভাবিক একজন ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তা, রাষ্ট্র-মালিকানাধীন ব্যবসার এক প্রধান শেয়ারহোল্ডার এবং এক সংগঠিত অপরাধজগতের নেতা হওয়া, যা তাদের উচ্চ ক্ষমতায় আনতে সাহায্য করা বহু গোষ্ঠীকে প্রতিফলিত করে, এবং যারা নিঃসংশয়ভাবে তাদের লাভের অংশ প্রত্যাশা করে। বেসরকারী খাতে দুর্নীতি সরকারি কর্মকর্তাদের ঘুষের মত একই রকমের ক্ষয় এবং ক্ষতিকারক হতে পারে যখন তা অর্থনৈতিক কাজকর্মের ক্ষতি করে, প্রতিযোগিতা এবং বাজারের প্রণোদনাকে বাধা দেয় এবং সরকারকে তার কর রাজস্ব থেকে বঞ্চিত করে।

এটাও মনে রাখা উচিত যে, যদিও আমরা ক্লেপ্টোক্র্যাটদের দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারী কর্মকর্তা হিসাবে মনে করি, যে সমাজে আইনের শাসনের অভাব আছে সেখানে সরকারী এবং বেসরকারী খাতের মধ্যে ফারাক থাকে না বা তা স্পষ্ট থাকে না। কর্মকর্তাদের জন্য এটা অস্বাভাবিক নয় যে তাদের যথেষ্ট পরিমাণে বেসরকারী সম্পত্তি এবং বিনিয়োগ থাকে, যা স্বার্থের দ্বন্দ্বের জন্ম দেয় – বা এর বিপরীত দিকে, করার জন্য ক্ষমতাশালী ব্যবসায়িক ব্যক্তিত্বদের রাজনৈতিক অঙ্গনে অযাচিত প্রভাব বিস্তার।

প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলোকে সঙ্গে নেওয়া

স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ পাওয়া এবং বজায় রাখার ভিত্তিতে উত্থান হয়, বজায় থাকে এবং পতন হয়। এগুলো করার উপর তাদের দুর্নীতিমূলক কাজকর্মে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা এবং ক্ষমতার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে। যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে, রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং ব্যক্তিগত লাভের জন্য প্রতিষ্ঠানগুলির অপব্যবহার প্রায়ই একে অপরকে শক্তিশালী করে।

স্পষ্টভাবেই, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র রাজনৈতিক বলপ্রয়োগেরই কারণ নয়, বরং এটা নিশ্চিত করে যে দুর্নীতির অভিযোগগুলির যেন কখনও তদন্ত করা না হয়। এই নীতিতে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের কাছে গুরুত্বের একটি আকর্ষণীয় চিত্র পাওয়া যায় ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি জাইর বলসোনারোর তার ছেলেদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগগুলির তদন্তকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তার ক্ষমতা যে সীমিত তা বুঝতে পারার পরে তার গালিগালাজপূর্ণ আচরণ থেকে: "যদি কেউ আইন-প্রয়োগকারী কর্মকর্তাকে পরিবর্তন করতে না পারে, তাহলে মনিবের পরিবর্তন করা উচিত। মনিব না হলে মন্ত্রী।"

আইনসভা শাখার উপর এবং মাধ্যমে প্রভাব প্রয়োগের সুবিধাগুলি সমানভাবে সুস্পষ্ট। ক্লেপ্টোক্র্যাটরা শুধু তাদের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের পক্ষে সুবিধাজনক আইন তৈরি করতে পারেন, অথবা তাদের স্বার্থে আঘাত করে এমন আইনগুলোকে দুর্বল করতে পারেন। অবশ্যই, কতটা পর্যন্ত তা করা যায় তা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। PRC-এর মত স্বৈরতান্ত্রিক এক দলীয় শাসন হলে, ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস মুলত আছে কমিউনিস্ট পার্টির স্বেচ্ছাচারিতাকে বৈধতা দিতে। বিপরীতে, ইউক্রেনের মতো একটি দুর্বল গণতন্ত্রে, *রাদা* হল সংস্কারপন্থী রাজনীতিবিদদের এবং অলিগার্চদের দ্বারা স্থবির অগ্রগতির জন্য তাদের মধ্যে নিরন্তর সংগ্রামের কেন্দ্রীয় পর্যায়।

ক্লেপ্টোক্র্যাসিকে সক্ষম করার দৃষ্টিকোণ থেকে, বিচার বিভাগের নামমাত্র স্বাধীনতা এবং মূখ্য ভূমিকা সম্ভাব্যভাবে তাদের প্রভাব বিস্তারের জন্য সবচেয়ে কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলির একটিতে পরিণত করে। একজন নমনীয় বিচারক যে শুধুমাত্র শাসকের আচরণের বিরুদ্ধে আইনি চ্যালেঞ্জগুলোকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে তা নয়, বরং তাকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি এবং দেওয়ানী রায় প্রদান করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি উভয়ই এই ধরনের ক্রিয়াকলাপের জন্য বৈধতার ভান করে এবং আইনী রায়ের সুবিধা বহন করে যা অন্যান্য এখতিয়ার দ্বারা স্বীকৃত এবং প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা শাসনকে বিদেশে তার বিরোধীদের অনুসরণ করার অনুমতি দেয়।

এছাড়া সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করা বা ভয় দেখানোর ক্ষমতা ক্লেপ্টোক্র্যাসিতে সুযোগ বাড়ানোর জন্য এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, যে বিষয়ে নিচে আরো আলোচনা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বাড়ানোর চেষ্টার সাথে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করা হল একটি বিষয় যা করা হতে পারে বা নাও হতে পারে। ব্যবস্থাগত দুর্নীতিতে আক্রান্ত দেশগুলিতে, কোনো ব্যাংক থেকে চুরি করার প্রয়োজন নেই যখন আপনি সহজেই একটি কিনে নিতে পারেন বা তার নিয়ন্ত্রণ পেতে পারেন এবং তা অর্থের উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যায়। উদাহরণস্বরূপ ভ্লাদিমির পুতিনের ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠী এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞা দেওয়া ব্যাংক রশিয়ার মধ্যে এই সম্পর্ক আছে বলে অভিযোগ করা হয়।

এইভাবে, অনন্তকাল ধরে চালিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণরুপে সম্ভব হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাগত স্বাধীনতাকে আক্রমণ করা প্রায়ই রাজনৈতিক বিরোধ মনে করা হয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে এর ফলে কম অনুসন্ধিৎসু মনস্ক ব্যক্তি তৈরি হয় যাদের দুর্নীতি খেয়াল করার বা তার প্রতিবাদ করার সম্ভাবনা কম। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল যে মূল প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রণ শুধুমাত্র রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্নীতিমূলক কার্যক্রমের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে তা নয়, বরং তা এগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করে।

কর্মপদের অপব্যবহার

এটা হল একটি বৃহৎ পরিসর যেখানে সরকারি কর্মকর্তারা শুধুমাত্র তাদের প্রভাব খাটানোর পরিবর্তে সরাসরি তাদের ক্ষমতা ব্যবহার এবং অপব্যবহারের সাথে জড়িত - আইন লঙ্ঘন করে তাদের বা অন্যদের কিছু সুবিধা পাওয়ার জন্য। প্রভাব বিস্তারের মতো, বেশিরভাগ স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার শাসন করার মডেলের একটি অংশ যা তাদের পক্ষে সুবিধাজনক হলে আইনের শাসনকে সরিয়ে দেয়। সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়ায় আলেক্সি নাভালনি এবং অন্যান্য হাজার হাজার দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনকারীকে নির্বিচারে আটক, বিচার এবং কারাদণ্ড হল একটি ভালো উদাহরণ যে কীভাবে দুর্নীতিবাজ শাসকদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্রীয় কাঠামোগুলিকে ব্যবহার করা যায়। যেমন নিচে আলোচনা করা হয়েছে, শাসনগুলি প্রায়ই অবৈধ কার্যকলাপ গোপন বা বৈধ করার জন্য গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের মোড়ক বজায় রাখতে পছন্দ করে।

প্রভাব খাটানো

এতে শুধু সরকারী কর্মকর্তা জড়িত নন, এতে যে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি জড়িত যারা নিজেদের বা অন্যের সুবিধা করে দিতে তাদের পদমর্যাদার প্রভাবকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেন- প্রায়ই বা সবসময় নয় ঘুষ গ্রহণ করার ফলে। ক্লেপ্টোক্র্যাটিক শাসনব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার হল শাসনের একটি নিয়মিত বৈশিষ্ট্য, যেখানে রাজনৈতিক বা আইনী সিদ্ধান্তগুলি ক্লেপ্টোক্র্যাটদের ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষা করতে বা তাদের পরিবার, সহযোগী, আত্মীয় গোষ্ঠী বা তাদের পৃষ্ঠপোষক নেটওয়ার্কের অন্যান্য সদস্যদের পুরস্কৃত করতে সরকারী অফিসকে নিয়মিতভাবে ব্যবহার করা হয়। এটি গণতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক দুর্নীতির সবচেয়ে সাধারণ রূপগুলির মধ্যে একটি, বিশেষ করে যেখানে বৈধ লবিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী আইনগুলি যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়নি।

অর্থনৈতিক এবং আর্থিক কৌশলগুলো

একজন সরকারী কর্মকর্তার দ্বারা সম্পত্তি আত্মসাৎ, অপব্যবহার বা অন্য ব্যত্যয় ঘটানো

ঘুষ দেওয়ার সাথে, আত্মসাৎ হল একটি দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপ যা ক্লেপ্টোক্র্যাসির সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এটি তহবিলের অপব্যবহার বা অপসারণ, বা অন্য যে কোনও মূল্যবান জিনিসকে তাদের অবস্থানের কারণে সরকারী কর্মকর্তার কাছে অর্পিত করে।

যদিও লক্ষ লক্ষ ডলার জড়িত ঘুষের মামলার সম্মুখীন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, সাম্প্রতিক কিছু আত্মসাতের ঘটনাগুলি *বিলিয়ন* ডলারের চুরি নিয়ে উদ্বিগ্ন। উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০১৫ 1MDB কেলেঙ্কারিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব নাজাকের সাথে যুক্ত একটি স্কিমে মালয়েশিয়ার জাতীয় উন্নয়ন তহবিল থেকে $৪.৫ বিলিয়ন ডলার আত্মসাতের অভিযোগ ছিল। অতি সম্প্রতি, মার্কিন আইন প্রয়োগকারীরা ইউক্রেনের অলিগার্চ ইহোর কোলোমোইস্কিকে ইউক্রেনের বৃহত্তম ব্যাংক, প্রাইভেটব্যাংকে একটি প্রধান শেয়ারহোল্ডার হিসাবে তার অবস্থানের অপব্যবহার করার জন্য, $৫.৫ বিলিয়ন জালিয়াতি ঋণের পথ তৈরি করার জন্য অভিযুক্ত করেছে। এই তহবিলগুলিকে প্রিভাটব্যাংকের সাইপ্রাস শাখার মাধ্যমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বাণিজ্যিক ভুসম্পত্তি সহ বিশ্বব্যাপী সম্পদ এবং বিনিয়োগে পাঠানো হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এত বড় পরিসরে আত্মসাতের মাধ্যমে এটি সর্বকালের সবচেয়ে বড় অর্থ পাচারের মামলা হতে পারে, যা কলোমোইস্কি দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন।

ক্লেপ্টোক্র্যাটরা শুধু তাদের বেআইনি অর্থ পাচার জাতীয় সম্পদগুলির ভিতর সীমাবদ্ধ রাখেন না। ক্লেপ্টোক্র্যাটরা প্রায়শই আন্তর্জাতিক মানবিক বা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার করে তাদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য প্রকল্পগুলিতে ঘুষ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন যা তারপরে আদেশের উপরে এবং নিচে দুদিকেই প্রবাহিত হয়। আফগানিস্তানে, আফগান জনগণের সাহায্য করার লক্ষ্যে পাঠানো কয়েক মিলিয়ন ডলার সর্বস্তরের আফগান সরকারী কর্মকর্তাদের পকেটে পৌঁছে যায়। তাদের বহু বিলিয়ন সহায়তার ফলে যে ক্লেপ্টোক্র্যাসির সৃষ্টি হয় তা মার্কিন সরকার দেখেও দেখেন নি, কারণ সেখানে ভূরাজনৈতিক এবং স্থিতিশীলতার উপর অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছিল। বিদেশী সহায়তায় দেশকে প্লাবিত করার ফলে আফগানিস্তানে ক্লেপ্টোক্রেটিক গতিশীলতার অবাঞ্ছিত প্রবেশের চিত্র তুলে ধরে যে পশ্চিমারা বিভিন্ন উপায়ে দুর্নীতিকে চালু করে। এমনকি যখন একই সাথে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করে।

পদ ক্রয় করা

রাজনৈতিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাওয়া অনেক দেশে যথা সোভিয়েত-পরবর্তী প্রজাতন্ত্র যেমন রাশিয়া, ইউক্রেন এবং জর্জিয়া, সরকারী মন্ত্রণালয় বা আইন প্রয়োগকারী পদগুলি কিনে নেওয়ার জন্য উপলব্ধ, প্রায়শই পিরামিড স্কিমের অনুরূপ পরিকল্পিত ব্যবস্থার মাধ্যমে। ঘুষের মাধ্যমে এই পদগুলির মধ্যে একটি লাভ করা কেবল পদমর্যাদার জন্য করা হয় না। একটি পদ ক্রয় করা অধিকাশ ক্ষেত্রে আর্থিক বিনিয়োগ হিসাবে কাজ করে। কারণ এটি অর্জন করার পরে ঐ ব্যক্তি নাগরিকদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে, অন্যান্য পদ বিক্রি করে এবং সংগঠিত অপরাধকে সমর্থন করে তাদের আয়ের উৎস খুঁজে পান।

উদাহরণস্বরূপ, রাশিয়ান মিনিস্ট্রি অফ ইনটিরিয়র অ্যাফেয়ার্স আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের উচ্চ-পদগুলি বিক্রী করে, যার মধ্যে ২০০৭ জেনারেল পদে পদোন্নতি পাওয়ার দাম ছিল $২০০,০০০ মার্কিন ডলার। পদ বিক্রয় করা কেবল মিনিস্ট্রি অফ ইনটিরিয়র অ্যাফেয়ার্স কর্মকর্তাদের জন্য লোভনীয় ছিল না, তা যে ব্যক্তি পদটি ক্রয় করছেন তার জন্যও ছিল, কারণ বিভিন্ন দুর্নীতিমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে এই $২০০,০০০ মার্কিন ডলার শেষ পর্যন্ত ফিরিয়ে নেওয়া যাবে।যেমন- ঘুষ নেওয়া, ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য নিম্নস্তরের কর্মীদের ভাড়া দেওয়া, বা সংগঠিত অপরাধে অংশগ্রহণ করা। এছাড়া নিম্নস্তরের পদগুলো বিক্রী করা হয়; নর্থ ককেশাস এবং দাগেস্তানে পুলিশ অফিসার হওয়ার খরচ ২০০ সালে $১,০০০ মার্কিন ডলার এবং $৩,০০০ মার্কিন ডলার ছিল, এবং ট্রাফিক পুলিশের পদ $৭,০০০ মার্কিন ডলারের মত উচ্চ দামে বিক্রী হত। সেই সময়, সমীক্ষা করা কর্মকর্তাদের ৩৭ শতাংশ জানান যে তারা তাদের পদের জন্য অর্থ দিয়েছিলেন।

ইউক্রেইনে, স্বাধীনতা লাভের সময় সরকারের নির্বাহী শাখায় পদের কেনাবেচা তুলনামূলকভাবে বারবার করা হত। জর্জিয়া

এবং আর্মেনিয়ায়, বিভিন্ন মন্ত্রীত্ব সহ উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা তাদের অধস্তন কর্মচারিদের কাছে পদ বিক্রী করতেন। এর পরিবর্তে, এই আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা বা সরকারী কর্মকর্তারা নিজেদের জন্য ব্যক্তিগত সম্পদ তৈরি করেছেন, এবং তার সাথে তাদের অবৈধ তহবিলের একটি অংশ তাদের ঊর্ধ্বতনদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, একটি পিরামিড কাঠামো তৈরি করে যা সরকারের সর্বোচ্চ পদ পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তী বছরগুলিতে, অর্থের প্রবাহের পথ উল্টে যায়, কারণ উচ্চ পদের কর্মকর্তারা তাদের লাভ অধস্তনদের সাথে শেয়ার করেন তাদের আনুগত্য লাভের জন্য।

কর্মকর্তার পদগুলিল কেনাবেচা শুধু সোভিয়েত পরবর্তী সময়ের দেশগুলির জন্য অনন্য নয়, যদিও এই অঞ্চলগলোতে ঘটনাগুলি ব্যাপকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পদ বিক্রী পিপলস লিবারেশন আর্মি অফ চায়না এবং ইন্দোনেশিয়ার স্থানীয় দপ্তরে করা হয়েছে বলে প্রতিবেদন থেকে জানা যায়। এর ফলে বোঝা যায় যে কোনো দেশে বিশেষত রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরে পদ কেনাবেচার সম্ভাবনা থাকে। যখন এই কর্ম সরকারের সবচেয়ে উপরের স্তরে পৌঁছয়, তখন এই অভ্যাসগুলি ব্যবস্থাটির ব্যাপ্তি বাড়ানোর জন্য মূল ক্লেপ্টোক্র্যাটিক কৌশল হয়ে উঠতে পারে।

বলপ্রয়োগ ও সহিংস কৌশল

তদন্তে বাধা দেওয়া এবং ভিন্ন মত দমন করা

গণতন্ত্র এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসন দুটিতেই, দুর্নীতি হল সবচেয়ে মারাত্মক অভিযোগগুলির একটি যা রাজনৈতিক নেতা এবং তাদের সহযোগীদের উপর করা যেতে পারে। এই ধরনের কেলেঙ্কারি একজন গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাজনীতিকের কর্মজীবনের সমাপ্তি ঘটাতে পারে। অনির্বাচিত শাসকদের জন্য অস্তিত্বের ভীতি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে যাদের জনগণের তাদেরকে উৎখাত করা ছাড়া তাদের আচরণের নিন্দা করার কোনো উপায় নেই । এই কারণেই ক্লেপ্টোক্রেটিক শাসনব্যবস্থাগুলি তাদের দুর্নীতিগ্রস্ত কার্যকলাপের যাচাই-বাছাইকে দমন করতে এবং সেন্সরবিহীন উৎস থেকে জনগণ তথ্য পেলে তা নিয়ন্ত্রণ করতে উল্লেখযোগ্য শক্তি এবং সংস্থান ব্যবহার করে।

এই দমন প্রক্রিয়ায় সাধারণত থাকে স্বাধীন মতপ্রকাশের উপর আরো গুরুতর আঘাত বিশেষত স্বাধীন সংবাদমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের সংস্থাগুলির উপর যারা দুর্নীতির অনুসন্ধানে নিবেদিত। রাজনৈতিক মাপকাঠির সর্বগ্রাসী পরিণতির দিকে অগ্রসর হওয়া শাসনব্যবস্থাগুলিতে, যদি এই সংস্থাগুলি থাকে তবে সেগুলি কেবল বন্ধ করে দেওয়া হয়। যদি শাসনব্যবস্থায় এটি করার প্রযুক্তিগত ক্ষমতা এবং সংস্থান থাকে, তবে বাইরের উৎস থেকে সেন্সর না করা সংবাদ প্রতিরোধ করার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ করা হতে পারে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টির "গ্রেট ফায়ারওয়াল" হল এটার চূড়ান্ত উদাহরণ, কিন্তু এই কৌশল ক্রমশ আরো বিস্তৃত হচ্ছে। মায়ানমারের সাম্প্রতিক সামরিক অভ্যুত্থানের পর, একজন জেনারেলের মেয়ে শুধুমাত্র ইন্টারনেট বন্ধের সুবিধা প্রদানকারী একটি বড় টেলিকম কোম্পানির সাথে যুক্ত নয়। বরং বিস্তৃত ক্র্যাকডাউন ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে স্বৈরাচারী শাসন দ্বৈত-ব্যবহারের প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে — দৃশ্যত বৈধ আইন প্রয়োগকারী সক্ষমতা- ডেটা ব্লকিং, নজরদারি এবং অন্যান্য ডিজিটাল নীপিড়ন উন্নত করার জন্য আমদানি করা হয়েছে।

দুর্বল গণতন্ত্র বা দুর্বল কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থায় দুর্নীতিগ্রস্ত অভিজাত শ্রেণির আরও সাবধানে চলার প্রয়োজন হতে পারে। এটি সাধারণত রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া দিয়ে পরিবেশকে ঘিরে ফেলা যা কেবল সুবিধাজন বিবরণগুলিকে ছড়িয়ে দেয়। যেখোনে স্বাধীনতার একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সহ্য করা যতক্ষণ কিছু বিষয় সীমার বাইরে থাকে। যে সকল সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের কর্মীরা এই ধরনের পরিস্থিতিতে দুর্নীতি প্রকার করতে কাজ করে তারা প্রায়শই জটিল, হতাশাজনক এবং বিপজ্জনক প্রতিবন্ধকতায় পড়েন। কারণ দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তারা তাদের তদন্তকে বাধা দিতে এবং দমন করতে চান।

সবচেয়ে বেশি যে সমস্যাটি হয় তা হল অনুসন্ধানমূলক কাজ করার জন্য সবচেয়ে উপযোগী তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা। উদাহরণস্বরূপ, হংকংয়ের স্পষ্টতই স্বায়ত্তশাসিত সরকার সম্প্রতি কোম্পানি এবং রিয়েল এস্টেটের মালিকানা সম্পর্কিত পাবলিক রেজিস্টারগুলিতে প্রবেশাধিকার সীমিত করেছে। সমালোচকরা যুক্তি দিয়েছেন যে এটি হংকংয়ের কুখ্যাত শেল কোম্পানিগুলির অনুসন্ধান করা এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির অভিজাতদের লুকানো সম্পদ উন্মোচন করা যথেষ্ট কঠিন করে তুলবে।

যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, উদ্বেগজনক আইনি পদক্ষেপের হুমকি সম্ভবত দুর্নীতি প্রকাশে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মুখোমুখি হওয়া সবচেয়ে সাধারণ বাধা। যেখানে ভয় দেখানো বা সহিংসতা অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া বা আন্তর্জাতিক নিন্দাকে উস্কে দিতে পারে। স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরা অবশ্যম্ভাবীভাবে নিপীড়নমূলক আইনের দিকে ঝোঁকেন এবং তাদের হয়ে তাদের নোংরা কাজ করার জন্যবিচারকদের সহযোগী বানান। উদাহরণস্বরূপ, বেশিরভাগে গণতান্ত্রিক পরিবেশে সমালোচনা একটি সভ্য বিষয়। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী সমাজে, এটার জন্য প্রায়ই শাস্তি হয় যার জন্য কারাগারে সময় কাটাতে হয়। এর ফলে গবেষণাকে হেয় করা

হয় এবং একসাথে গবেষকদের জানগণের চোখের আড়ালে পাঠানো যায়। সারা পৃথিবীতে শত শত উদাহরণের মধ্যে একটা বেছে নিলে, অ্যাঙ্গোলার আন্দোলনকারী রাফায়েল মার্কুয়েজ ডে মোরেসকে বার বার জেল খাটতে হয়েছে তার দুর্নীতিবিরোধী অনুসন্ধানের জন্য দেশের রাজনৈতিক অভিজাতদের মানহানি করার অভিযোগে।

দুর্নীতিগ্রস্ত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যেমন তাদের ক্রিয়াকলাপের বৈধতা প্রদানের জন্য গণতন্ত্রের ছদ্মবেশকে বজায় রেখেছে, এছাড়া অনেকে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের উদ্বেগের বিষয়গুলিকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সুবিধাবাদী হয়ে উঠেছে। ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১–এর পরে, অনেক সুশীল সমাজ গোষ্ঠী নিজেদেরকে নতুন সন্ত্রাস দমন আইনের অধীনে চিহ্নিত হতে দেখেছেন। যেমন নিচে আরো আলোচনা করা হয়েছে, অনেক দেশ সি জিনপিং-এর সন্দেহজনক দুর্নীতিবিরোধী প্রচারকে অনুসরণ করতে চেয়েছে সমালোচকদের মুখ বন্ধ করার সাথে সাথে জনসাধারণের রাগকে ঠান্ডা করতে। কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে, স্বৈরতান্ত্রিক এবং আংশিক মুক্ত সমাজে অনেক নেতারা দুর্নীতিবিরোধী প্রতিবাদ এবং স্বাধীন সংবাদমাধ্যম বন্ধ করার জন্য জনসমাগম সীমাবদ্ধ করার এবং ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রকৃত প্রয়োজনের অপব্যবহার করেছে।

শেষ পর্যায়ে – কিন্তু তা কোনভাবেই অস্বাভাবিক নয় -, সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের প্রচারকেরা প্রায়শই শারীরিক আক্রমনের ভয়, সহিংসতা, এমনকি হত্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন। দ্য কমিটি টু প্রোটেক্ট জার্নালিস্টস লক্ষ করে যে শুধু ২০২০-এ তাদের কাজের জন্য নিহত হওয়া সাংবাদিকদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের হবেষণা জানায় যে সবচেয়ে দুর্নীতিপরায়ন বলে মনে করা দেশগুলিতে প্রতি সপ্তাহে একজন সাংবাদিক নিহত হন, এবং নিহত পাঁচ জন সাংবাদিকদের একজন হন তাদের দুর্নীতির মুখোশ খুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা সাংবাদিক। সমস্যাটি শুধু মাত্র কমিউনিস্ট- উত্তর এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে সীমিত নয় যারা সব সময় আইনের শাসন নিয়ে লড়ায় করেছে। উদাহরণস্বরূপ, সাংবাদিক পাভেল শেরেমেট, জান কুসিয়াক এবং দ্যাফনে কারুয়ানা গালিজিয়া ইউরোপের মাটিতে নিহত হওয়ার সময় দুর্নীতি এবং সংগঠিত অপরাধ নিয়ে কাজ করছিলেন।

আরেকটি কৌশল – যা কমিউনিস্ট পরবর্তী দেশগুলি নিখুঁতভাবে হয়ে থাকে তা হল জনসাধারণকে অনিবার্য কিন্তু সহনীয় দুর্নীতির স্তরে অভ্যস্ত করে তোলা যাতে তা স্বাভাবিক হয়ে পড়ে। এটি পদ্ধতিগত দুর্নীতি দ্বারা আক্রান্ত সমাজের মধ্যে সুশাসনের সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে গভীর স্তরের সমালোচনায় প্রতিফলিত হয়। এটা শাসনকে টিকিয়ে রাখে জনসাধারণকে এই বলে যে কোনো বিকল্প বর্তমান পরজীবী (প্যারাসাইট) শাসক শ্রেণীর মত একই ধরণের দুর্নীতিপরায়ন হবে। এছাড়া এটা শাসকদের সক্ষম করে "এখানে কি হয়েছিল"-তে অংশ নিতে যখন তারা তাদের নিজের ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সরকারগুলির সাথে তুলনা করেন। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে স্বাধীন সংবাদমাধ্যম ক্রমাগত রাজনীতিবিদদের সততা যাচাই করে এবং সমালোচনা করে। দুর্নীতির উপলব্ধিতা বৃদ্ধি করে যা কর্তৃত্ববাদী নেতারা এবং তাদের সহমর্মী সংবাদমাধ্যম সংস্থাগুলি কাজে লাগায় বোঝাতে যে এই জাতীয় রাজনীতিবিদরা তাদের নিজেদের ব্যবস্থার চেয়ে ভাল না বা বেশিরভাগই আরও খারাপ।

দুর্নীতির বিষয়ে নিন্দা ছড়ানোর আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এটি স্বেরাচারী নেতাদের নিজেদেরকে একটি বিশেষ ভূমিকায় রাখা। যদি তা কিছুটা বিপরীতমুখী হয়: ভূমিকা: যেটি চারপাশের শাসক শ্রেণীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রামে নিযুক্ত জনগণের চ্যাম্পিয়ন (এবং টিকিয়ে রাখে)। এই কৌশলটি ভ্লাডিমির পুতিনের থেকে ভালোভাবে ব্যবহার আর কেউ করেন না। একজন শাসক যিনি তার নিকটতম সহযোগীদের দ্বারা রাশিয়ান অর্থনীতি ছোট ছোট অংশে ভাগ করেছিলেন এবং এর মাধ্যমে দেশটিকে ক্লেপ্টোক্র্যাসিতে পরিণত করেছিলেন। এটি করা সত্ত্বেও অনেক বছর ধরে পুতিন ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাসযোগ্যভাবে অনুকূল জনপ্রিয়তার রেটিং ধরে রেখেছিলেন। এমনকি যেখানে জনসাধারণ তার তৈরি এবং সমৃদ্ধ করা অভিজাত শ্রেণির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এই কৌশল স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদেরকে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে সফল হয় যারা তাদের দুর্নীতি প্রকাশ করতে চান এমন কাউকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে অভিযুক্ত করে যে তারা নিজেরাই দুর্নীতিপরায়ণ। হয়ত এটার সবচেয়ে বিখ্যাত উদাহরণ হলেন সের্গেই ম্যাগনিটস্কি। তিনি একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক বা দুর্নীতিবিরোধী কর্মী ছিলেন না। তবে তিনি ছিলেন একজন সাধারণ আইনজীবী যিনি বিল ব্রাউডারের হারমিটেজ ক্যাপিটালের জন্য কাজ করার দরুণ রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত বিশাল ট্যাক্স জালিয়াতি উন্মোচন করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি এর ফলে রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের দ্বারা কারাগারে খুন হয়েছিলেন।

কিন্তু সম্ভবত এই কৌশলের সবচেয়ে চরম এবং বিপজ্জনক ইশতেহার হল সি জিনপিং এর দুর্নীতি বিরোধী কর্মসূচী। যা প্রায় ৪০,০০০ তথাকথিত অপরাধী গোষ্ঠীকে এবং ৫০,০০০ জনেরও বেশি কর্মকর্তাদের তাদের সহায়তা করার জন্য ফাঁদে ফেলেছে । যদিও এই কর্মসূচী সন্দেহাতীতভাবে অনেক প্রকৃত দুর্নীতিপরায়ণ CCP কর্মকর্তাদের শাস্তি দিয়েছে। কিন্তু আইন মোতাবেক কোনো অপরাধের শুনানি করা হয় নি এবং সমালোচকেরা বলেন যে সি-এর রাজনৈতিক মিত্রদের অনেকেআ হঠাৎ পদোন্নতির সুযোগে লাভবান হয়েছেন। যেমন আপৎকালীন সন্ত্রাসবিরোধী আইনের বেশে সন্ত্রাসবাদের বিরোধী যুদ্ধ স্বৈরতান্ত্রিকদের রাজনৈতিক

বিরোধীদের টার্গেট করতে সুবিধা দেয়। দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টার বেশে রাজনৈতিক বিরোধীদের লক্ষ্য করার জন্য অনেকেই সি-এর উদাহরণ অনুসরণ করেছেন: ফিলিপাইনে রদ্রিগো দুতের্তের নির্দয় ক্র্যাকডাউন থেকে, এল সালভাদরে নাইব বুকেলের ক্ষমতা দখল, মোহাম্মদ বিন সালমানের $১০৬-বিলিয়ন মার্কিন ডলারের নগ্ন চাঁদাবাজি অনুগত নয় এমন সৌদি অভিজাত শ্রেণির কাছ থেকে ।

সংগঠিত অপরাধ

শাসনব্যবস্থায় যেখানে সরকারী, বেসরকারী এবং অপরাধমূলক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে ফারাক অস্পষ্ট বা নেই। সেখানে সংগঠিত অপরাধের ফসল বিশেষত বেআইনি মাদক, বন্যপ্রাণী এবং প্রাকৃতিক সম্পদের বাণিজ্য, মানুষ পাচার এবং চোরাচালান প্রায়ই নিজের-সমৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার এক লাভজনক উৎস হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ক্ষমতা, ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি এবং সংগঠিত অপরাধ প্রায়শই গভীরভাবে একত্রিত হয় এবং একে অপরকে সক্ষম করে। যার সাথে ক্লেপ্টোক্র্যাটরা সংগঠিত অপরাধ থেকে পাওয়া অবৈধ অর্জন ব্যবহার করে রাজনৈতিক ক্ষমতা সুরক্ষিত করতে এবং পৃষ্ঠপোষকতা নেটওয়ার্ক তৈরি করতে। সেখানে অপরাধী সংস্থাগুলি ক্লেপ্টোক্র্যাটদের উপর নির্ভর করে তাদের কাজকর্ম সহজ করতে বা সেগুলি অগ্রাহ্য করতে। একবার এই উৎসগুলি একসাথে মিলিত হলে, তাদেরকে আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

যে রাষ্ট্রগুলিতে দ্রুত রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটছে এবং যেখানে আইনের শাসন দুর্বল সেখানে সংগঠিত অপরাধ এবং ক্লেপ্টোক্র্যাসি সাধারণত একত্রে মিশে যায়। এই পরিস্থিতিতে, সম্পদ এবং ক্ষমতা উভয়ই লাভের সুযোগ বিস্তৃত, যখন আইন প্রয়োগকারী এবং বিচারিক প্রতিষ্ঠানগুলি কার্যকরভাবে অপরাধী চক্র এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার দালালদের পরিচালনা করার জন্য অস্তিত্বহীন, দুর্বল বা খুব আপসহীন।

হয়ত ক্লেপ্টোক্র্যাসি এবং সংগঠিত অপরাধের যৌথ উত্থানের সবচেয়ে সুস্পষ্ট উদাহরণটি রাশিয়ায় ঘটেছিল যখন দেশটি সমাজতন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই প্রাক্তন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুই কাঠামোরই অবনতি হয়েছিল। শূন্যতাতি পূরণ করেছিল অপরাধী সংগঠন এবং উচ্চাকাঙ্খী রাজনৈতিক ও আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তারা যারা এই পরিবর্তন থেকে লাভ করতে চেয়েছিল। অপরাধী সংগঠনগুলি সেই সময়ে দ্রুত বেসরকারীকরণের সুবিধা গ্রহণ করেছিল মূল উদ্যোগগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। শুরুতে নতুন রাজনৈতিক শ্রেণী এবং অপরাধী সংগঠনের মধ্যে যোগসূত্র উপস্থিত ছিল। প্রাক্তন নিরাপত্তা কর্মকর্তারা রাশিয়ার প্রথম অপরাধমূলক সংগঠনগুলির মধ্যে উচ্চ পদে ছিলেন। মূল কারণ হল যে তাদের সামরিক এবং পুলিশ প্রশিক্ষণ তাদের সহিংসতা করার জন্য দক্ষতা করেছিল। এই প্রাক্তন কর্মকর্তারা নিরাপত্ত সার্ভিসের প্রাক্তন সদস্যদের সাথে যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন বা নতুন নিয়োগ করা ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন যারা অপরাধী সংস্থার কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করতেন - এমনকি তাদের কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে লাভও করতেন - একটি শৃঙ্খলের মাধ্যমে তাদের ঊর্ধ্বতনদের কাছে লাভের একটি অংশ প্রেরণ করতেন, যা পৌঁছত রাশিয়ার সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের নেতৃত্ব পর্যন্ত।

যেহেতু রাষ্ট্রীয়ভাবে রাশিয়ার সহিংসতা প্রশমিত করার ক্ষমতা বা ইচ্ছার অভাব ছিল, রাশিয়ান অপরাধী সংগঠনগুলি ধনী ব্যবসায়ীদের নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা প্রদান করেছিল। সময়ের সাথে সাথে, ভ্লাদিমির পুতিন একই শ্রেণীর ধনী ব্যবসায়ীদের দ্বারা সমর্থনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন এবং তার সাথে সাথে, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক অভিজাতরা অপরাধী সংগঠনের সাথে তাদের সম্পর্ক বজায় রাখে এবং তাদের পারস্পরিক উপকারী সম্পর্ক অব্যাহত রাখে। প্রেসিডেন্ট পুতিন অপরাধী সংগঠনগুলোকে কাজ চালিয়ে যাবার অনুমতি দিয়েছেন যতক্ষণ তারা তার ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে শক্তিশালী করেছে। অপরাধী সংগঠনের মাধ্যমে, ক্রমাগত সুরক্ষার বিনিময়ে ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠীরা প্রতিযোগীদের ব্যবসা তাদের দখলে নিতে বা বন্ধ করার জন্য কর্পোরেট রেইড পরিচালনা করে। রাশিয়ার নিরাপত্ত বিভাগগুলো কখনও কখনও সাইবার অপরাধী এবং হ্যাকারদের জ্ঞানকে ব্যবহার করেছে। এমন কার্যক্রম ও অন্যান্যগুলির মাধ্যমে, রাশিয়ার ক্লেপ্টোক্র্যাটিক নেটওয়ার্কগুলি বিকশিত হয়েছে এবং অংশিকভাবে সংগঠিত অপরাধের বিস্তারের *কারণে* ।

অন্যান্য ক্ষেত্রে, ক্লেপ্টোক্র্যাসি এবং সংগঠিত অপরাধ পরস্পরে মিশে যায় কারণ পরেরটি ক্রমবর্ধমানভাবে আগেরটির উপর প্রভাব বিস্তার করে, হয় বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বা অবৈধ তহবিল ব্যবহারের সুযোগের মাধ্যমে। ল্যাটিন আমেরিকার ধনী দেশ ভেনিজুয়েলা থেকে সহিংস ক্লেপ্টোক্র্যাসিতে পরিণত হওয়া ক্লেপ্টোক্র্যাসি এবং সংগঠিত অপরাধের মধ্যে আঁতাতের একটি বিশেষ দুঃখজনক উদাহরণ, যেখানে নিকোলাস মাদুরোর শাসন রাষ্ট্রীয় সম্পদ ব্যবহার করে মাদক পাচারে জড়িত থাকে, এবং তারপর জ্যেষ্ঠ নিরাপত্তা ও সামরিক কর্মকর্তার আনুগত্য বজায় রাখার জন্য অর্থ সরায় । এই ক্ষেত্রে, কলম্বিয়ার মাদক উৎপাদনকারীরা মাদুরো শাসনের অনেক আগে থেকেই কাজ করছিল, ভেনিজুয়েলার কর্মকর্তাদেরকে অর্থ প্রদানের প্রস্তাবের বিনিময়ে ভেনিজুয়েলার মধ্য দিয়ে মাদক পাচার করতে। সময়ের সাথে সাথে, এই কর্মকর্তাদের অনেকেই মাদক পাচারকারী হিসাবে সরাসরি জড়িত হয়ে পড়েন, অপরাধী সংগঠন এবং ভেনিজুয়েলা রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য না রেখে। এই কর্মকর্তাদের শেষ পর্যন্ত মাদুরো শাসনে উচ্চতম পদে উন্নীত করা হয়েছিল, কারণ তারা তার মতোই তার শাসন টিকে থাকার উপর নির্ভরশীল

ছিলেন। একইভাবে, ভেনিজুয়েলার সামরিক বাহিনী গ্যাসের দামের পার্থক্যকে পুঁজি করে জ্বালানি চোরাচালানে জড়িত থাকে, আবারও সংগঠিত অপরাধ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য না রেখে।

এই কার্যক্রমগুলির পাশাপাশি ভেনিজুয়েলার শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তারা ব্যক্তিগত লাভের জন্য সরকারী তহবিল থেকে পদ্ধতিগতভাবে অর্থ বের করে নেওয়া, যারা সংগঠিত অপরাধের সাথে তাদের সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার লুণ্ঠন উভয় থেকেই লাভবান হয়। তারা শাসক কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আনুগত্য কেনার জন্য এই অর্থ ব্যবহার করে, বহু ধরণের রাজনৈতিক অভিজাতদের কাছ থেকে সমর্থনকে নিশ্চিত করে শাসনকে আরো শক্তিশালী করে। ফলাফল হল সংগঠিত অপরাধের সাথে গভীর সম্পর্কযুক্ত একটি ক্লেপ্টোক্র্যাটিক রাষ্ট্র, যেখানে রাষ্ট্র এবং অপরাধী সংগঠনগুলির মধ্যে পার্থক্য এতটাই অস্পষ্ট যে তা প্রায় না থাকার মতই।

ন্যায় বিচারে বাধাদান

সাক্ষ্য বা অন্যান্য প্রমাণে হস্তক্ষেপ করার জন্য শারীরিক শক্তির ব্যবহার, হুমকি বা ভীতি প্রদর্শন, বা আইন-প্রয়োগকারী বা বিচারকদের দ্বারা সরকারী দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা, বিশেষ করে সংগঠিত অপরাধের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সাধারণ আচরণ। এই ধরনের কৌশলগুলি রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণে থাকা ক্লেপ্টোক্র্যাটদের জন্য অপ্রয়োজনীয়, যারা এর পরিবর্তে অসুবিধাজনক সমস্যাগুলি অদৃশ্য করার জন্য "কার্যের অপব্যবহার" (উপরে বর্ণিত) করতে পারে।

অন্যায় দাবী

বলপূর্বক বা ভয় দেখিয়ে কোনো কিছু নেওয়ার রীতি প্রায়ই ঘুষ চাওয়ার সাথে মেলানো হয়। কিন্তু এই রীতি যৌক্তিকভাবেই এর থেকে অনেক বেশি বিস্তৃত। রাশিয়াতে "কর্পোরেট রেইডিং", যা ভয় দেখিয়ে এবং শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্র যন্ত্র ব্যবহার করে বেরকারী সম্পত্তি এবং জব্দ করা এবং স্থানান্তর করা, এত সাধারণ হয়ে পড়ে যে তার জন্য একটা বিশেষ পরিভাষা *(রেইডারস্টভো)* ব্যবহার করা হয় এবং সর্ববৃহত সংস্থাগুলির কয়েকটি এর শিকার হয়েছে।

অন্যায় দাবীর আরেকটি বড় এবং বিদ্যমান উদাহরণ হল জোর করে প্রযুক্তি-হস্তান্তর এবং বাজার ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা যা চীনের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সঙ্গীরা বিদেশী ব্যবসাগুলির বিরুদ্ধে সুবিধার জন্য ব্যবহার করে। এটা এমন বৃহৎ এবং ভীতকিরভাবে ঘটে যে এটাকে ক্লেপ্টোক্র্যাসি হিসাবে প্রায়ই ভাবা হয় না। কিন্তু এই কৌশলগগুলি হল এক গভীরভাবে দুর্নীতিপরায়ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশ্বিক অর্থনীতিতে প্রসারণ।

মহম্মদ বিন সালমান

প্রতারণামূলক দুর্নীতি বিরোধী পদক্ষেপের নেতৃত্ব দিয়ে এবং কনসার্ট এবং সিনেমা থিয়েটার সহ সামাজিক জমায়েতের উপর দেশটির বিধিনিষেধ সংস্কারের মাধ্যমে সৌদি আরবের মধ্যে একটি সংস্কারপন্থী এবং উন্নয়ন-সমর্থক ভাবমূর্তি তৈরি করে, সৌদি আরবের মোহাম্মদ বিন সালমান সৌদি নাগরিকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন, তার নিজস্ব ক্লেপ্টোক্র্যাটিক কর্মকান্ড থেকে বিভ্রান্ত করে।

দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ছদ্মবেশে, তিনি ৪ নভেম্বর, ২০১৭-এ রিয়াদের রিটজ-কার্লটনে শত শত সৌদি রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক অভিজাতদের ডেকে পাঠাতে সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। সেখানে তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছিল, স্বীকারোক্তি দিতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং জরিমানা করা হয়েছিল, পরবর্তী দুই বছরে সৌদি আরবে নিষ্পত্তিতে $107 বিলিয়ন ডলারের ব্যবস্থা করে । কিন্তু বিন সালমানের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান অনেক অভিজাত ব্যক্তিকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল যারা হয় সৌদি আরবে ক্ষমতায় অথবা প্রভাব বিস্তারে তার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন। এর মাধ্যমে তিনি তার কর্তৃত্বকে দেশে সুসংহত করেন। এই পদক্ষেপটি সৌদি আরবের তরুণদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল যারা দীর্ঘদিন ধরে বুঝতে পেরেছিল যে দুর্নীতি দেশটিতে কি ক্ষতি করছে, এবং মোহাম্মদ বিন সালমানকে জনগণের কাছে প্রিয় করে তুলেছিল। এই তথ্য থেকে বিভ্রান্ত করে তিনি অজানা তহবিল দিয়ে একটি অর্ধ বিলিয়ন ডলারের ইয়ট, অর্ধ বিলিয়ন ডলারের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির পেইন্টিং এবং একটি ফরাসি চ্যাটো কিনেছিলেন যাকে "বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল বাসা" বলে অভিহিত করা হয়েছে।

সামাজিক নিয়মগুলোতে দুর্নীতিকে প্রতিতিষ্ঠিত করা

কোনো কোনো পরিস্থিতিতে, ব্যক্তি বিশেষদের দুর্নীতি এবং অন্যান্য ধরণের নিপীড়ন ন্যায় সঙ্গত ভাবা এবং তাতে অংশ নেওয়ার প্রবণতা থাকতে পারে। কারণ তারা তাদের গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যদের প্রসারিত অংশ বা উর্ধস্তনের ক্ষেত্রে যখন তিনি তার অধস্তনদের থেকে দুর্নীতিমূলক আচরণ আশা করা। সামাজিক প্রথাগুলি দুর্নীতির উত্থান এবং বাড়ি দেওয়ার জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করে। যেখানে রয়েছে ক্লেপ্টোক্র্যাসির উচ্চ স্থানে আরো

বড় মাপের দুর্নীতি। তবুও, মানুষের নিয়মগুলির মত, সামাজিক প্রথাগুলি অপরিবর্তনীয় নয় এবং এতে পরিবর্তন হতে পারে। একটি বিষয় যা সামাজিক প্রথাগুলির শক্তি নির্ণয় করে তা হল গোষ্ঠীগত ফলাফল থেকে সুবিধা পাওয়া গোষ্ঠীগুলির প্রথাগুলি মেনে চলার গুরুত্ব। ক্লেপ্টোক্র্যাসির পটভূমিকায়, এই ব্যবস্থা থেকে লাভবান হওয়া ব্যক্তিদের লাভ ক্লেপ্টোক্র্যাট এবং তাদের বন্ধুদের জন্য প্রণোদনা সৃষ্টি করে যাতে তারা সেই সামাজিক প্রথাগুলি প্রয়োগ করে যা ক্লেপ্টোক্র্যাসিকে আরো সহনীয় করে তোলে। এটি প্রয়োগ করা হয় সামাজিক চাপের মাধ্যমে, যেমন আত্মীয়দের চাপ, পরিবারের বাইরে এবং ঘনিষ্ঠ সম্প্রদায়ের থেকে অনুভূমিক বা উল্লম্ব চাপ, কর্মক্ষেত্রে এবং অন্য সংস্থাগুলিতে। এটি এই বিভাগে বর্ণিত ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যান্য বলপ্রয়োগ থেকে ভিন্ন, কারণ এতে সহিংসতার হুমকি নেই।

ব্র্যান্ডিং এবং বর্ণনামূলক কৌশলগুলো

ভাবমূর্ত তৈরি

আজ, অনেক স্বৈরতান্ত্রিক শাসন গণতান্ত্রিক সংস্থাগুলির কাঠামো এবং পরিভাষা বজায় রাখে। প্রতারণাশূলক নির্বাচন হল এর সবচেয়ে প্রকট উদাহরণ, কিন্তু এছাড়া রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং পার্লামেন্টের গণতান্ত্রিক পরিভাষা ব্যবহার সেই শাসনগুলিকে বৈধতা এবং সম্মান প্রদান করে যারা অপরাধমূলক সংস্থার মতই বেশি কর্ম সম্পাদন করে থাকে। যদিও তাদের নিজেদের জনসাধারণের নিকটে তাদের আসল রূপের বিষয়ে কোনো সংশয় থাকে না। এটি একটি কল্পকাহিনী তৈরি করে যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এবং বিদেশী ব্যবসাগুলি তাদের নিজেদের সুবিধার জন্য প্রায়ই অবৈধ কাজের সহযোগী হিসাবে বজায় রাখে।

দৃশ্যমান থাকা ছাড়াও, সরকারি অফিসে থাকা ক্লেপ্টোক্র্যাটদের জন্য বেশ কিছু বাস্তব সুবিধা দেয়। তারা হয়ত তাদের নিজেদের দেশে বিচার রক্ষা পায় এবং বিদেশে গেলে কূটনৈতিক নিরাপত্তা পায়। রাষ্ট্রপ্রধানগণ এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসার সম্ভাবনা কম। কারণ এটি করা কূটনৈতিক এবং অন্যান্য সম্পৃক্ত হওয়ার প্রণালীগুলি গুরুতরভাবে জটিল করে তুলতে পারে। অনেক প্রচারিত এক সাম্প্রতিক উদাহরণে, সাংবাদিক জামাল খাশোগির হত্যার জন্য ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরবের ঊর্ধ্বতন জেনারেলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। যদিও ইউএস ইনটেলিজেন্স নিরূপন করেছিল যে এই হত্যার জন্য ক্রাউন প্রিন্স সরাসরি দায়ী।

এই প্লেবুকে কেস স্টাডি সহ ক্লেপ্টোক্র্যাটদের দ্বারা ব্যবহৃত স্থানীয় কৌশলগুলি বর্ণনা করা হয়েছে যেন বাস্ত বিশ্বের ঘটনাগুলো তুলে ধরা যায়। নিচের বিভাগে কিভাবে এই কৌশলগুলি স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ করা যায় এবং তার প্রভাব কমানো যায় সে বিষয়ে রূপরেখা রয়েছে।

ক্লেপ্টোক্র্যাসির প্রতি স্থানীয় প্রতিক্রিয়া

এই বিভাগে ক্লেপ্টোক্র্যাটিক কৌশলগুলির মোকাবিলা করার জন্য দেশীয় স্তরে প্রতিক্রিয়াগুলি রূপরেখা দেয়। যেগুলি আন্দোলনকারীরা তাদের দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। এই প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে রয়েছে ব্যবস্থাগত দুর্নীতির ঝুঁকির উপর আলোকপাত করা, দুর্নীতি এবং অন্যান্য বেআইনি অর্থের বিরুদ্ধে লড়াইকে অগ্রাধিকার দেওয়া, দুর্নীতি বিরোধী প্রচেষ্টাকে শক্তিশালী করা। বিদেশী শাসনের অধীনে থাকা স্থানগুলিতে ক্লেপ্টোক্র্যাটদের বেআইনিভাবে পাওয়া সম্পদ উপভোগ করার জন্য ক্লেপ্টোক্র্যাটদের ভিসা পাওয়ার অনুমতি দেয় এমন ফাঁকফোকর গুলি বন্ধ করা।

নিরাপত্তা, সমৃদ্ধি এবং গণতন্ত্রের জন্য হুমকির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্লেপটোক্রেসির বিরুদ্ধে লড়াইকে দৃশ্যত অগ্রাধিকারে উন্নীত করে, রাজনৈতিক নেতা এবং সুশীল সমাজের সংগঠনগুলি অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত, স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থাকে নোটিশে রাখতে একসঙ্গে কাজ করতে পারে। এছাড়া তারা গণতান্ত্রিক সমাজে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারে যারা আন্ত:দেশীয় দুর্নীতির কারণে হওয়া ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির বিষয়ে অবগত নন। স্বৈরতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে থাকা নিজেদের ক্লেপ্টোক্র্যাটিক সরকার এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের অতীত গণতন্ত্রের বিষয়ে প্রচারের প্রচেষ্টায় একইভাবে হতাশ হওয়া জনসংখ্যাকে পুনরায় সম্পৃক্ত করতে পারেন।

ব্যবস্থাগত দুর্নীতির ঝুঁকির উপর নজর দেওয়া

আন্ত:দেশীয় ক্লেপ্টোক্র্যাসির হ্রাস করার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হল বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক নেতাদের সমস্যার মাত্রা অনুধাবন করা এবং এটিকে স্থায়ী করার জন্য তাদের নিজস্ব দেশগুলি যে বিশেষ ভূমিকা পালন করে তা স্বীকার করা।

ঐতিহাসিকভাবে, গণতান্ত্রিক সরকারগুলি অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক অভিজাতদের জড়িত দুর্নীতির বিষয়ে স্পষ্টভাবে তিরস্কার করা থেকে বিরত থাকার প্রবণতা দেখায়। কারণ হতে পারে কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক সম্পর্ককে বিপন্ন না করতে চাওয়া। এটা প্রতিফলিত হয়, উদাহরণস্বরূপ, কিভাবে বিদেশী সহায়তা এবং উন্নয়ন সহায়তা প্রদান করা ডিপার্টমেন্টগুলি "দুর্নীতির সাথে লড়াই"-এর মত দ্বন্দ্বমূলক ভাষার পরিবর্তে প্রায়ই কোমলতর ভাষা প্রয়োগ করে যেমন "সুশাসনে উদ্‌বুদ্ধ করা"।

কিন্তু, অনেক গণতন্ত্রে এই হিসেবে নিকাশে পরিবর্তন হচ্ছে, যা দুর্নীতির দ্বারা সৃষ্ট বৈশ্বিক নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পর্কে তাদের অনুধাবনকে পরিবর্তিত করছে। এছাড়াও, গণতান্ত্রিক সমাজে নিজেদের মধ্যেই, বা কিছুটা মুক্ত থাকা সমাজে দুর্নীতির বিষয়ে আলোচনার কোনো অভাব নেই। ন্যায়সঙ্গতভাবে বা অন্যায়ভাবে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের দুর্নীতির অভিযুক্ত করা হল তাদের সততা এবং সরকারী অফিসের বিষয়ে তাদের যোগ্যতার উপর আস্থা নষ্ট করার সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়গুলির মধ্যে একটি। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতিবিদদের চাঞ্চল্যকর ট্যাবলয়েড অ্যাকাউন্ট, অথবা পশ্চিমা রাজধানীতে ক্লেপ্টোক্র্যাট এবং তাদের পরিবারের দ্বারা উপভোগ করা চটকদার জীবনযাত্রার রঙিন চিত্রণগুলিতে প্রায়শই দুর্নীতির ব্যবস্থাগত দুর্বলতাগুলিকে খুব কমই সামনে নিয়ে আসা হয় যার মাধ্যমে মূল জায়গায় এমন কান্ড ঘটানো সম্ভব হয়েছে। যখন কোনো ব্যবস্থা না নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন ক্লেপ্টোক্র্যাটদের বর্নাঢ্য চিত্রায়ন নিশ্চিত করে যে সমস্যাটি আরও গুরুতর হতে থাকে।

যদিও দুর্নীতির উপস্থিতি এবং প্রভাব কমিউনিস্ট-পরবর্তী এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে স্থানীয় জনগণের কাছে প্রায়ই দুঃখজনকভাবে স্পষ্ট। একই কথা প্রায়শই ট্যাক্স হেভেন এবং সমৃদ্ধ আর্থিক কেন্দ্রগুলির ক্ষেত্রে থাকা ব্যক্তিদের বিষয়ে বলা যায় না যেখানে চুরি করা পুঁজি পাচার এবং গোপন করা হয়। এটা একবারেই আশ্চর্যজনক নয়, কারণ অর্থ পাচার এবং খ্যাতি হোয়াইটওয়াশ করার প্রকৃত ব্যবসা সাধারণত বন্ধ দরজার পিছনে ঘটে। এদিকে, পশ্চিমা রাজধানীগুলিতে ক্লেপ্টোক্র্যাট এবং তাদের পরিবারদের বসবাস বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত জীবনযাত্রার অর্থ হল তারা খুব কমই সাধারণ জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে। প্রকৃতপক্ষে, স্থানীয় লোকেরা হয়ত মনে করতে পারেন যে তাদের অর্থনীতি বিদেশী বিনিয়োগের প্রবাহ থেকে উপকৃত হয়, তার উৎস যাই হোক না কেন।

শুধুমাত্র ঊর্ধ্বতন রাজনীতিবিদদের সুস্পষ্ট নেতৃত্ব, সুশীল সমাজের আন্দোলন এবং বর্ধিত সংবাদমাধ্যমের কভারেজ জনসাধারণকে বুঝতে সাহায্য করতে পারে যে কীভাবে চুরি হওয়া সম্পদ সীমান্তের ওপারে চলে যায় এবং তাদের সমাজে এটিকে স্বাগত জানানোর প্রকৃত ফলে ঘটে থাকে। সহজ নীতিগত আপত্তির বাইরে, গুরুত্বপূর্ণ হল দুর্নীতিতে সহায়তা করলে তা জাতীয় বিশ্বাসযোগ্যতা, অর্থনৈতিক সুযোগ, জাতীয় নিরাপত্তা এবং গণতান্ত্রিক সক্ষমতার ক্ষতির উপর কি প্রভাব ফেলে, সে বিষয়ে আলোচনা করা। কিন্তু এই ধারণাগুলি যারা দৈনন্দিন উদ্বেগের সাথে লড়াই করছেন তাদের কাছে অবাস্তব মনে হতে পারে। একটি বিশেষভাবে আকর্ষণীয় উদাহরণ যা বিভিন্ন দেশে জনসাধারণের আগ্রহ তৈরি করতে সাহায্য করেছে তা হল আলোকপাত করার চেষ্টা যে সন্দেহজনক বিদেশী সম্পদের প্রবাহ যারা ইতিমধ্যেই আবাসনের চাহিদা মেটাতে সমস্যায় পড়েছেন তাদের জন্য কীভাবে শহরের কেন্দ্রগুলিতে রিয়েল এস্টেটের দাম বাড়াতে পারে।

আন্ত:দেশীয় ক্লেপ্টোক্র্যাসির চ্যালেঞ্জ-এর বিষয়ে আলোচনার জন্য রাজনৈতিক, সংবাদমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের নেতৃত্বের গুরুত্বকে ছোট করা যায় না। দুর্নীতিতে জড়িত থাকার জন্য ক্লেপ্টোক্র্যাটরা যে পদ্ধতিগুলিকে ব্যবহার করে সেগুলি সম্পর্কে সাধারণভাবে এবং ধারাবাহিকভাবে কথা বলা নিঃসন্দেহে তাদের জন্য একটি প্রতিকূল পরিবেশ তৈরির দিকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

দুর্নীতি এবং অন্য অবৈধ অর্থের বিরুদ্ধে লড়াইকে অগ্রাধিকার দেওয়া

কিন্তু, ক্লেপ্টোক্র্যাসির বিরুদ্ধে বিশ্বাসযোগ্য প্রচারের জন্য শুধু ধারাভাষ্যে পরিবর্তন করলে চলবে না। যেহেতু অনেক গণতান্ত্রিক দেশ, বিশেষ করে যাদের আর্থিক ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে চুরি করা সম্পদের জন্য বহনকারী বা ভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহৃত হয় – তারা অবগত হচ্ছেন, যে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বৈরতান্ত্রিক প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সংস্কারের মাধ্যমে এটা শুরু হয়।

ক্রমবর্ধমান আন্ত:দেশীয় ভীতিপ্রদর্শনের প্রেক্ষাপটে জবাব দেওয়ার সাথে সাথে বিগত কয়েক দশক আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির জন্য নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটি যৌক্তিক যে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মাদক পাচার এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কার্যকলাপের উপর অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মনোনিবেশ করায় ক্লেপ্টোক্র্যাসির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মত অন্যান্য অগ্রাধিকারগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা আন্ত:দেশীয় দুর্নীতি এই অন্যান্য হুমকিগুলিকে কীভাবে তৈরি করে এবং আরও বাড়িয়ে তোলে সে সম্পর্কে আমরা আরও জানতে পারি।

বস্তুত, দুর্নীতিমূলক কর্মকান্ডের তদন্ত ও বিচারের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক আইনি কর্তৃপক্ষ রয়েছে ইতিমধ্যেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির রয়েছে। কিন্তু সংবেদনশীল মামলাতে কাজ করারর জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সমর্থন বা বিভিন্ন বিচার ব্যবস্থায় বিস্তৃত জটিল আর্থিক তদন্তের জন্য যথেষ্ট সংস্থান তারা খুব কম ক্ষেত্রেই পেয়ে থাকেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: ক্লেপ্টোক্র্যাসি সম্পদ পুনরুদ্ধার উদ্যোগ

ক্লেপ্টোক্র্যাসি অ্যাসেট রিকভারি ইনিশিয়েটিভ (KARI) হল তদন্ত এবং মামলার মাধ্যমে বিদেশী দুর্নীতির আয় পুনরুদ্ধার করার জন্য ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিসের নেতৃত্বে একটি আন্তঃসংস্থা কর্মসূচী। ২০১০ সালে KARI চালু হওয়ার পর থেকে, এটি ১১টি দেশে $১.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে মামলার মাধ্যমে বাজেয়াপ্ত করেছে।

উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মধ্যে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ড এবং কাজাখস্তানের মাধ্যমে ২০০৮ সালে বেসরকারী BOTA ফাউন্ডেশন তৈরি। যার মাধ্যমে অবশেষে কাজাখস্তানের কিছু দরিদ্র লোকের কাছে $১১৫ মিলিয়ন ফেরত দেওয়া হয়েছিল। ইকুয়েটোরিয়াল গিনির রাষ্ট্রপতির ছেলে তেওডোরিন ওবিয়াং-এর বিলাসবহুল জীবন যাপনের তদন্তেও KARI একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এর মধ্যে বিখ্যাতভাবে মাইকেল জ্যাকসনের একটি হীরা-খচিত দস্তানা বাজেয়াপ্ত করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। আরো সম্প্রতি, KARI আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে 1MDB কেলেঙ্কারির সাথে সম্পর্কিত সম্পদগুলিকে আটকাতে কাজ করেছে, যেখানে মালয়েশিয়ার উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় $৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার চুরি করা হয়েছিল। তদন্তটি ভোটারদের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল যা মালয়েশিয়ার ২০১৮ সালের নির্বাচনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাককে ক্ষমতাচ্যুত হতে হয়েছিল।

পরপর তিনটি মার্কিন প্রশাসনের শক্তিশালী রাজনৈতিক সমর্থন এবং উল্লেখযোগ্য সংস্থান থেকে KARI উপকৃত হয়েছে, মার্কিন ডলার দ্বারা প্রদত্ত নাগাল এবং একটি বৈশ্বিক মুদ্রা হিসাবে এর মর্যাদার বিষয়টি ছাড়াও। তবে এটি জটিল আন্তঃসীমান্ত ক্লেপ্টোক্র্যাসির মামলাগুলি অনুসরণ এবং বিচার করার জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির গুরুত্বের জন্য একটি মডেল - শুধুমাত্র অন্যান্য সরকারগুলির সাথে নয়। বরং সুশীল সমাজের সংস্থাগুলির সাথে যাদেরকে ক্লেপ্টোক্র্যাসির শিকারদের ক্ষতিপূরণে সহায়তা করার জন্য বিশ্বাস করা যেতে পারে।

সম্পত্তি পরিত্যাগ এবং ফিরে পাওয়া

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য গন্তব্য দেশগুলিতে দুর্নীতি বিরোধী আইন প্রয়োগ বৃদ্ধি করা প্রায়শই হয়ে থাকে, অন্তত স্বল্প মেয়াদে, কার্যনির্বাহী অগ্রাধিকার এবং পুঁজি বরাদ্দ করায় পরিবর্তন করার বিষয়। এটা করার ফলে সম্ভাব্য ক্লেপ্টোক্র্যাটদের কাছে একটি শক্তিশালী বার্তা পৌঁছবে এবং তাদের শিকারে পরিণত হওয়া জনসাধারণের মধ্যে কিছুটা হলেও বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হবে, যা শুধুমাত্র নতুন দুর্নীতিবিরোধী আইন পাশ করলে কখনই করা যাবে না। এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত আছে আইন প্রয়োগকারীদের দ্বারা বাজেয়াপ্ত করা চুরি করা সম্পদ তাদের উৎসের দেশে ক্লেপ্টোক্র্যাসির ভুক্তভোগীদের কাছে ফেরত দেওয়া।

যাতে ক্লেপ্টোক্র্যাটরা তাদের অর্থ নতুন জায়গায় সরিয়ে ফেলতে না পারে, সেই জন্য চুরি হওয়া সরকারী অর্থ বাজেয়াপ্ত করা এবং পুনরুদ্ধার করার জন্য, দেশগুলির অবশ্যই আইনি এবং প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়াগুলি থাকতে হবে। যার মাধ্যমে তারা কোনো সম্পত্তি চুরি করা বা বেআইনি হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার পরে দ্রুত বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। এই আইনি প্রক্রিয়াগুলিতে রয়েছে আন্তঃসরকারি পারস্পরিক আইনি সহায়তা চুক্তি বা আর্থিক-গোয়েন্দা অফিসগুলির মধ্যে মেমোরর্যান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যা সময়মত যোগাযোগ এবং সম্পদ বাজেয়াপ্ত করাতে সহায়তা করে। চুরি হওয়া অর্থ বাজেয়াপ্ত করা এবং পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়া গড়ে তুলতে স্থানীয় আন্দোলনকারী এবং সরকারী কর্মকর্তারা অনেকগুলি আন্তর্জাতিক উদ্যোগ থেকে সাহায্য নিতে পারেন। চুরি হওয়া সম্পদগুলি ফিরে পাওয়া এবং দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের স্টোলেন অ্যাসেট রিকভরি (STAR) ইনিশিয়েটিভ এবং জাতিসংঘের অফিস অন ড্রাগস অ্যান্ড ক্রাইম (UNODC) অনেকগুলি নির্দেশনা প্রকাশ করেছে। এছাড়াও দ্য বাজেল ইন্সটিটিউট অন গভর্নেন্স-এর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাসেট রিকভরি (ICAR) সম্পদ ফিরে পাওয়ার প্রচেষ্টার এক ডেটাবেস প্রকাশ করে এবং এই ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য প্রশিক্ষণ এবং বন্দোবস্ত করে। STAR এবং ICAR বোঝাতে চায় যে ক্লেপ্টোক্র্যাটদের চুরি করা সম্পদগুলো ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা তৈরি করতে চাওয়া দেশদের জন্য রয়েছে আন্তর্জাতিক সহায়তা।

অর্থপাচারবিরোধী ব্যবস্থাগুলোকে শক্তিশালী করা

শুরু করার উপযুক্ত জায়গা হল বেআইনি আর্থিক প্রবাহের বিরুদ্ধে আরো শক্তিশালী সুরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। সমসাময়িক ক্লেপ্টোক্র্যাসির মূল বৈশিষ্ট্য হল চুরি করা তহবিল অজ্ঞাতপরিচয়ে সীমান্তের ওপারে স্থানান্তর করার ক্ষমতা।

এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন দেশ একই রকম ভূমিকা পালন করে। স্থানীয়ভাবে দুর্নীতিতে আক্রান্ত দেশগুলির আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অর্থপাচার-বিরোধী নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হতে পারে, তা ক্লেপ্টোক্র্যাটদের সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে পারে যারা তাদের অবিশ্বস্ত হিসাবে দেখেন বা স্থানীয় সন্দেহ তৈরি করতে চান না, বা এগুলি

সরাসরিভাবে লুণ্ঠনমূলক রাজনৈতিক অভিজাতদের নিয়ন্ত্রণে থাকে যারা এগুলিকে ব্যবহার করেন ব্যক্তিগত অর্থের উৎস হিসাবে। ট্যাক্স হেভেন হিসাবে পরিচিত যে স্থানগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে নিম্ন কর হার এবং ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে যাতে বিনিয়োগ আকর্ষণ করা যায়। সেখানকার ব্যাংকগুলি প্রায়ই চুরি করা সম্পদের বাহক হিসাবে কাজ করে যখন এটি উৎসের দেশগুলি থেকে বড় আর্থিক কেন্দ্রগুলিতে স্থানান্তরিত হয়। পরেরটি প্রায়ই সফলভাবে পাচার করা অর্থের চূড়ান্ত গন্তব্য হয়, যেখানে সেগুলি তাদের নিজ দেশের তুলনায় কম স্পষ্টভাবে লুকানো বা উপভোগ করা যেতে পারে, লন্ডন বা মিয়ামির মতো ধনী শহরগুলিতে আগে থেকে থাকা ব্যক্তিগত সম্পদের প্রসারের কারণে ।

সব ক্ষেত্রেই, প্রতিকার একই: ব্যাংক এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে অর্থপাচার-বিরোধী ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা যা দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত বেআইনি আর্থ প্রবাহ চিহ্নিত করতে, ব্যাহত করতে এবং প্রতিরোধ করতে পারে।

১৯৮৯ সালে ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আন্তর্জাতিক অর্থপাচার বিরোধী প্রহরী হিসাবে। এর ৩৭ সদস্যের বিচারব্যবস্থা এবং দুটি আঞ্চলিক সংস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক আন্তর্জাতিক কেন্দ্রগুলি অন্তর্ভুক্ত। FATF-এর ৪০টি সুপারিশ অর্থপাচার এবং সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন করা মোকাবিলা করতে এক "সার্বিক এবং সঙ্গতিপূর্ণ কাঠামো" প্রদান করে। দুর্নীতি বিরোধী উদ্দেশ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত:

- সরকারী এবং বেসরকারী খাতে অর্থপাচারের ঝুঁকি ভিত্তিক পদ্ধতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপদান করা।
- নতুন অ্যাকাউন্ট, ওয়াইর ট্রান্সফার, করেস্পন্ডেন্ট ব্যাংকিং এবং তৃতীয় পক্ষের অন্য কাজকর্মের জন্য ত্রুটি ঠেকানোর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে আর্থিক সংস্থাগুলির উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে কিনা তা নিশ্চিত করা। এর মধ্যে রয়েছে "রাজনীতিতে সক্রিয় ব্যক্তি", সরকারী পদাধিকারী এবং তাদের পরিবারবর্গের প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখা যাদের পদের জন্য দুর্নীতি করার ঝুঁকি বেশি।
- আর্থিক সন্দেহজনক লেনদেনের বিষয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির গোয়েন্দা ইউনিটগুলিতে রিপোর্ট করার আবশ্যকতা যেন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা লিপিবদ্ধ এবং তদন্ত করতে পারে।
- নিশ্চিত করা যে ব্যাঙ্কগুলি, একইসাথে ক্লায়েন্টের তহবিল ব্যবস্থাপনাকারী অন্যান্য সেক্টরগুলি, অর্থ পাচার-বিরোধী দায়িত্বের অধীনে রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, আইনজীবী, ক্যাসিনো, মূল্যবান-ধাতুর ব্যবসায়ী এবং ট্রাস্ট এবং কোম্পানি প্রোভাইডার।
- অর্থ-পাচারকারী মাধ্যম হিসাবে ((পরবর্তী বিভাগে এই বিষয়ে আরও)তাদেরকে ব্যবহার প্রতিহত করার জন্য কোম্পানিগুলির সুবিধা গ্রহণ করা মালিকদের বিষয় প্রকাশ করা প্রয়োজন।
- পারস্পরিক আইনি সহায়তা এবং প্রত্যর্পণের অনুরোধ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার অন্যান্য বিষয়ে অবিলম্বে সাড়া দেওয়া।

সম্প্রতি FATF পর্যবেক্ষণ শুরু করেছে যে এর সদস্যরা কেবল প্রাসঙ্গিক আইনী বিধান প্রণয়ন করার পরিবর্তে কতটা কার্যকরভাবে এগুলি এবং অন্যান্য অর্থপাচার বিরোধী অঙ্গীকারগুলোকে মেনে চলছে। এই প্রক্রিয়াটি সেই উদ্বেগ থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যে নতুন আইনগুলির সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না বা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে না (এবং কিছু ক্ষেত্রে, কখনই তা করার উদ্দেশ্য ছিল না)। যে দেশগুলি FATF মানদন্ডগুলি মেনে চলে না এমন দলে রয়েছে তাদের বিভিন্ন নজরদারির তালিকায় রাখার ঝুঁকি রয়েছে, যা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী এবং দাতাদের আস্থার উপর মারাত্মকভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

FATF ৪০ সুপারিশগুলির সময়োপযোগী এবং কার্যকর বাস্তবায়ন তাই নীতিনির্ধারকদের জন্য একটি প্রধান অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। সেইসাথে মিডিয়া এবং এছাড়া সুশীল সমাজের সংস্থাগুলির জন্য একটি মানদণ্ড যে তাদের সরকার দুর্নীতি এবং অন্যান্য বেআইনি অর্থের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাকে কতটা গুরুত্ব সহকারে নেয়।

কোম্পানি, রিয়েল এস্টেট এবং অন্য অর্থপাচারের সংস্থানগুলোর স্বচ্ছ মালিকানায় উৎসাহ দেওয়া

ফিরানশিয়ার জন ডি. রকফেলারকে প্রায়ই এই কথা বলার কৃতিত্ব দেওয়া হয় যে "সাফল্যের রহস্য হল সবকিছুর মালিক না হয়েও সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করা।" এটি সমসাময়িক ক্লেপ্টোক্র্যাটদের জন্য বিশেষভাবে সত্য, তাদের অব্যাহতভাবে শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়ার আত্মবিশ্বাস নির্ভর করে অজ্ঞাতপরিচয়ে চুরি করা অর্থ পাচার করার ক্ষমতার উপর।

বিশেষত, শেল কোম্পানি এবং সামনে থাকা কোম্পানিগুলি বর্তমান অর্থপাচারের কর্মকান্ডে এক অনন্য এবং সর্বব্যাপী ভূমিকা পালন করে। অনেক দেশ এখন আইন প্রণয়ন করছে তাদের এলাকায় নিবন্ধিত বা কাজ করা কোম্পানিগুলির আইনি মালিকানার পরিবর্তে সুবিধা লাভকারী মালিকানার প্রকাশের আবশ্যকতা রেখে। এর ফলে ক্লেপ্টোক্র্যাট এবং অন্যান্য অপরাধীদের পক্ষে আইনজীবী এবং হিসাবরক্ষকদের কাগজপত্রে "অন্যের লোক" হিসাবে ব্যবহার করা আরও কঠিন করে তোলে। সুবিধা লাভকারী মালিকানার রেজিস্টারগুলি কেবলমাত্র অপরাধ তদন্তকারী আইন-প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি বা গ্রাহকের হয়ে যথাযথ পর্যালোচনা করতে নিযুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে ব্যবহার করতে

দেওয়া হবে না সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা উচিত কিনা তা নিয়ে কিছু বিতর্ক রয়েছে। যারা আরও বিধিনিষেধমূলক পদ্ধতির পক্ষে আছেন তারা গোপনীয়তার বিষয়ে উদ্বেগ, রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ডেটা অপব্যবহারের সম্ভাবনা এবং সুবিধা লাভকারী মালিকানারা তাদের ব্যবস্থা জনসমক্ষে প্রকাশ করার বিষয়ে কম চিন্তিত হলে আরো ভালোভাবে মেনে চলার সম্ভাবনার বিষয়ে উদ্বেগের কথা জানান।

স্বচ্ছতার পক্ষে থাকা ব্যক্তিরা বলেন যে, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির বিদ্যমান অপরাধমূলক মামলা চলাকালীন প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসাবে রেজিস্টার অ্যাক্সেস করার প্রবণতা থাকে, যেখানে সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের গোষ্ঠীগুলি গ্লোবাল উইটনেস এবং অন্যদের মতো তথ্যকে ব্যবহার করে। যাচাই করা এবং বাইরে জানাজানি হওয়ার এই অর্থপূর্ণভাবে বর্ধিত সম্ভাবনা ক্লেপ্টোক্র্যাট এবং অন্যান্য অপরাধীদেরকে তাদের শেল কোম্পানিগুলিকে কোনো স্থানের পাবলিক রেজিস্টারের নিবন্ধন করা থেকে বিরত রাখতে পারে। এছাড়া এটি ব্যবসাগুলিকে তাদের অংশীদার এবং গ্রাহকদের উপর প্রাথমিক যথাযথ পর্যালোচনা করার অনুমতি দেয়, এবং এর ফলে জালিয়াতির সুযোগগুলি হ্রাস পায়। বাইরের ব্যবহারকারীরাও রেজিস্টারগুলির বিষয়ে সমস্যাগুলি তুলে ধরতে এবং সেগুলি পরিচালনাকারী সরকারি সংস্থাগুলির কাছে উন্নতির সুপারিশ করতে সক্ষম হন।

একটি সম্পর্কিত অংশ যা সুবিধা লাভকারী মালিকানা প্রকাশ থেকে উপকৃত হয়, তা হল রিয়েল এস্টেট, যা ক্লেপ্টোক্র্যাট এবং অর্থ পাচারকারীদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিনিয়োগগুলির মধ্যে একটি। আবার, শুধুমাত্র কেনাকাটা করার জন্য ব্যবহৃত শেল কোম্পানিগুলির পরিবর্তে, সকলের দ্বারা ব্যবহারযোগ্য ভূমি রেজিস্ট্রিতে আবাসিক এবং বাণিজ্যিক উভয় সম্পত্তির মালিক প্রকৃতপক্ষে কে সে সম্পর্কে তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা তদন্তকারীদের দুর্নীতি সন্ধানে সহায়তা করতে পারে।

ক্লেপ্টোক্র্যাট এবং অন্যান্য অপরাধীদের বেশির ভাগের জন্য অর্থপাচারের খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানোর একটি কার্যকর উপায় হল কোম্পানী এবং রিয়েল এস্টেটের স্বচ্ছ মালিকানাতে উৎসাহদান। কিন্তু নোংরা অর্থ সর্বদা অর্থনীতির অন্ধকার কোণের দিকে প্রবাহিত হবে এবং যাচাই বাড়ানোর সাথে সাথে অন্যান্য উপায়গুলি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। ট্রাস্ট এবং অলাভজনক সংস্থাগুলি, উদাহরণস্বরূপ, কিছু দেশে উদ্বেগ বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে। বিকল্প পেমেন্ট পদ্ধতি এবং ডিজিটাল মুদ্রার উত্থান - যার কিছু স্বৈরতান্ত্রিক শাসন দ্বারা পশ্চিমী নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়ানোর উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং অর্থপাচার বিরোধী নিয়ন্ত্রণগুলি – অর্থের খোজ রাখার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে।

স্বচ্ছতায় উৎসাহ দিতে অনেক দেশে বাস্তবায়ন করা একটি কৌশল হল "সম্পদ প্রতিবেদন", একটি সরকারী আদেশ যে সরকারী কর্মকর্তারা পদে বসার আগে এবং/অথবা পদে থাকার সময় তাদের অর্থ বা সম্পদের বিষয়ে রিপোর্ট করা; যুক্তরাজ্যে এগুলোকে আনএক্সপ্লেইনড ওয়েলথ অর্ডার (UWO) বলা হয়। প্রাথমিক ফাইলিংগুলি একটি ভিত্তিরেখা তৈরি করে যার সাথে পরবর্তী প্রতিবেদনগুলি তুলনা করা যেতে পারে, যাতে প্রশ্নে থাকা সরকারি আধিকারিকের সম্পদের কোনো ব্যাখ্যাতীত বা সন্দেহজনক বৃদ্ধি সনাক্ত করা যায়। এই প্রতিবেদনগুলি প্রায়শই

যুক্তরাজ্য: পার্সনস অফ সিগনিফিক্যান্ট কন্ট্রোল (PSC) রেজিস্টার

২০১৬ সালে যুক্তরাজ্য পার্সনস অফ সিগনিফিক্যান্ট কন্ট্রোল রেজিস্টার প্রবর্তন করে। ইউক্রেনের পরে দ্বিতীয় দেশ হিসেবে কোম্পানিগুলির সুবিধাভোগী মালিকানার তথ্য জনসাধারণের কাছে প্রকাশকে বাধ্যতামূলক করে।

যুক্তরাজ্য অর্থ পাচারকারীদের জন্য একটি আকর্ষণীয় গন্তব্য ছিল এবং রয়েছে যার কারণ হল একটি শীর্ষস্থানীয় বৈশ্বিক আর্থিক কেন্দ্র হিসাবে লন্ডনের অবস্থান। একটি সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক গন্তব্য হিসাবে এর আকর্ষণ এবং অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে অফশোর আর্থিক কেন্দ্র হিসাবে অনেকগুলি ব্রিটিশ অফশোর টেরিটরি এবং ক্রাউন ডিপেনডেন্সির স্ট্যাটাস।

জুলাই ২০১৮-এ PSC রেজিস্টার বাই গ্লোবাল উইটনেস দ্বারা বিস্তৃত বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে হাজার হাজার কোম্পানি অত্যন্ত সন্দেহজনক মালিকানা ডেটা জমা দিয়েছে বা নিয়মগুলি মেনে চলছে না। উদাহরণস্বরূপ, বিদেশী কোম্পানিকে তাদের মালিক হিসাবে ঘোষণা করা ১০,০০০-এরও বেশি কোম্পানির মধ্যে, ৭২ শতাংশ ট্যাক্স হল হেভেন ভিত্তিক। ৯,০০০টিরও বেশি কোম্পানি এমন মালিকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল যারা ১০০টিরও বেশি কোম্পানিকে নিয়ন্ত্রণ করত এবং ৭,৮৪৮টি কোম্পানি একজন মালিক, কর্মকর্তা বা পোস্টকোড অন্য কোম্পানির সাথে শেয়ার করেছে যেটা অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

যদিও প্রচারকারীরা ডাটাবেসের তথ্যের গুণমান এবং যাচাইকরণের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে চলেছে, ২০১৯ সালে PSC রেজিস্টার ব্যবহারকারীদের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে সমস্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের তদন্তের সময় এটি ব্যবহার করেছে, এবং বেশিরভাগ অন্তত সাপ্তাহিক ভিত্তিতে তা করেছে।

জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করা হয় যাতে সুশীল সমাজের সংস্থাগুলি জবাবদিহি করার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত হতে পারে, এবং কর্মকর্তাদের দ্বারা সম্পদের স্ব-ঘোষণার মাধ্যমে জমা দেওয়া হয়, কিন্তু সম্পদ-প্রতিবেদন প্রক্রিয়ায় যথেষ্ট আস্থার প্রয়োজন হয়। যাইহোক, কর্মকর্তাদের জমা দেওয়া সম্পদের এই প্রতিবেদনগুলি যাচাই করার জন্য বিভিন্ন বিচারব্যবস্থা স্বাধীন তদন্ত করে এই প্রতিবেদনগুলির ফলো-আপ করে।

সর্বশেষে, এটা অনুমান করা গুরুত্বপূর্ণ যে স্বচ্ছতার আকস্মিক উদাহরণগুলো অতীতের অন্যায়ের ব্যাপক প্রমাণ খুঁজে বের করার সম্ভাবনা রাখে। জনসাধারণের মধ্যে এটা দুর্নীতি বেশি হওয়ার উচ্চ ধারণা তৈরি করতে পারে যখন, যদিও বাস্তবে বিপরীত ধারাটিই সঠিক। গ্লোবাল উইটনেস অধ্যয়নটি হয়ত PSC রেজিস্টারের বিষয়ে উদ্বেগজনক ধারা সম্পর্কে জানাতে পারে, তবে তা কখনই প্রকাশ পেত না যদি না প্রথমেই অধ্যয়নটি করা হত। আবার, সংবাদমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজের সংস্থাগুলি সমর্থিত শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব, এই বিপরীত মতটি জনসাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করা গুরুত্বপূর্ণ যারা অন্যথায় দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টার দ্বারা হতাশ হয়ে পড়তে পারে।

বিদেশী প্রভাবে ক্ষতির সম্ভাবনা সীমিত করা

স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা থেকে আর্থিক প্রবাহ গণতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে মূল্যবোধ এবং কার্যক্রমের উপর গুরুতর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের সাথে অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততার উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল রাজনৈতিক নেতা বা ব্যবসাগুলি মানবাধিকার, পররাষ্ট্র নীতি বা এমনকি জাতীয় সুরক্ষার ভিত্তিতে তাদের বিরোধিতা করতে অনিচ্ছুক হতে পারে। এছাড়া স্বৈরতান্ত্রিকরা নিয়মিতভাবে ঘুষ এবং কিকব্যাকের মতো দুর্নীতিমূলক অনুশীলনগুলিকে বৈদেশিক নীতির হাতিয়ার হিসাবে নিয়মিত ব্যবহার করে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সরাসরি টার্গেট করার এবং দলে ভেড়ানোর জন্য এবং শুধুমাত্র ভঙ্গুর গণতন্ত্র এবং উন্নয়নশীল দেশগুলিতে হয় তা নয়। গণতান্ত্রিক সমাজে অবশ্যই তাদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিদেশী আর্থিক প্রভাব থেকে দূরে রাখতে পদক্ষেপ নিতে হবে।

সরকারী কর্মকর্তাদের মত এটা কারোর জন্যই এত গুরুত্বপূর্ণ নয়। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নিরপেক্ষতা এবং সততা নিশ্চিত করার জন্য সম্পত্তির বিষয়ে জানানো এবং আর্থিক স্বার্থের রেজিস্টার গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ হয়ে থাকে, যা মেনে না চললে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। এছাড়া বিদেশী সরকারগুলি এবং তাদের বাণিজ্যিক সঙ্গীদের দ্বারা তদবির এবং অন্যান্য পরামর্শমূলক কাজের সীমাবদ্ধতা (বা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা) হল বিপজ্জনক স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধের কার্যকর পদ্ধতি।

ভেনিজুয়েলার গোপন করা সম্পদ

২০২০ সালের আগস্টে, রিপোর্টগুলি অভিযোগ করে যে ভেনিজুয়েলার প্রাক্তন ট্রেজারার ক্লডিয়া দিয়াজ অজানা উৎস থেকে সঞ্চিত সম্পদ স্বর্ণ ক্রয় করে লুকানোর চেষ্টা করেছিলেন। ২০১৪ সাল থেকে, দিয়াজ দ্বীপরাষ্ট্র সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডাইনসে একটি শেল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে তিনি $৯.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি মূল্যের ২৫০টি সোনার বার ক্রয় করেছিলেন। বারগুলি লাইচেনস্টাইনের একটি প্রাইভেট ভল্টে সংরক্ষিত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। কয়েক বছর পর, দিয়াজের একজন প্রতিনিধি একই পরিমাণ সোনা বিক্রি করেন এবং একটি সুইস ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা করেন।

এই লেনদেনগুলি, এবং জড়িত শেল কোম্পানি এবং সুইস ব্যাংক কর্মকর্তারা, ভেনিজুয়েলাকে বিশ্বের অন্যতম অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত দেশে পরিণত করতে সাহায্য করার জন্য অপরাধমূলক তদন্তের অধীনে রয়েছে। যেখানে দুই দশকে জাতীয় কোষাগার থেকে $৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার চুরি হয়েছে। ভারী সোনার বারগুলির উদ্ভাবনী ব্যবহার এবং সরাসরি স্থানান্তর থেকে বোঝা যায় যে কিছু ক্লেপ্টোক্র্যাটরা তাদের চুরি করা সম্পদ লুকানোর জন্য কতটা পর্যন্ত যান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাপের মুখে পড়ে, লাইচেনস্টাইন ভেনিজুয়েলার বেশ কয়েকজন কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করে এবং মাদুরোর সরকারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। কার্ডিফ ইউনিভার্সিটির আর্থিক-অপরাধ বিশেষজ্ঞ মাইকেল লেভি বলেছেন যে "ভেনিজুয়েলা একটি ভার্চুয়াল দুর্বল জাতিতে পরিণত হয়েছে... মুখ বন্ধ করে রাখা ব্যাংকাররা বছরের পর বছর ধরে তাদের অর্থ নিয়ে খুশি ছিল কিন্তু এখন প্রত্যেকে দেশটিকে এড়িয়ে চলেছে। শুধু যে কোনও মূল্যে তাদের সুনাম রক্ষার জন্য নয়, বরং নিয়ন্ত্রণমূলক এবং এমনকি অপরাধমূলক শাস্তি এড়াতে।"

এছাড়া রাজনৈতিক দল, তদবিরকারী, মিডিয়া আউটলেট, ক্যাম্পেইন গ্রুপ এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি যারা নীতিনির্ধারক এবং সাধারণ জনগণের মতামত গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে, তারাও সুস্পষ্ট এবং অর্থপূর্ণ ক্ষতির সম্ভাবনার প্রতিনিধিত্ব করে। মুক্ত গণতান্ত্রিক সমাজে এই ধরণের সংস্থাগুলির মালিকানা, অনুদান বা অন্যথায় প্রভাব ফেলার জন্য স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা এবং তাদের সঙ্গীদের কতটা অনুমতি দেওয়া উচিত তা হল

সম্ভাব্য ভুল তথ্য নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে একটি বিস্তৃত বিতর্কের অংশ। তবে এটি বিতর্কিত হওয়া উচিত নয়, "প্রভাব শিল্পে" তাদের অর্থায়নের উৎস এবং বিনিময়ে তারা যে কাজটি হাতে নিয়েছে তার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করতে হবে। জনসাধারণের মধ্যে তথ্যের প্রচার এবং রাজনৈতিক প্রভাবের বেসরকারী অধিগ্রহণের জন্য কে অর্থ প্রদান করছে সে বিষয়ে স্বচ্ছতা স্বাধীন মতপ্রকাশ বা গোপনীয়তার উদ্বেগের উপর কোন প্রভাব ফেলে না। তবে নাগরিকদের সচেতন বিকল্প বেছে নেওয়ার জন্য এটি হল এক অপরিহার্য পটভূমি।

সরকারের ভিতরে এবং বাইরে দুর্নীতি বিরোধী ভূমিকা পালনকারীদের ক্ষমতা প্রদান করা

বর্ধিত স্বচ্ছতা এবং প্রকাশের ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠানগুলোকে সুরক্ষিত রেখে, গণতন্ত্র আন্ত:দেশীয় ক্লেপ্টোক্র্যাসির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অর্থের সন্ধান রাখার জন্য আরও সরঞ্জাম দিয়ে ক্ষমতা প্রদান করবে। এর মধ্যে রয়েছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, অনুসন্ধানী সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজ। কিন্তু তাদের কার্যকলাপগুলিকে আগে থেকে সহায়তা করার জন্য আরও বেশি করা যেতে পারে এবং তা করা উচিত।

আইন প্রয়োগে আধুনিকীকরণ

যেমন উপরে বলা হয়েছে, আন্ত:দেশীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে আইন প্রয়োগকারীকে ক্ষমতা প্রদান করা এবং সময় সাপেক্ষ অনুসন্ধান এবং দীর্ শুনানির জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ করা প্রায়ই রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিষয় হয়ে থাকে। তবে এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে নতুন আইনি কর্তৃপক্ষ এবং উদ্ভাবনগুলি আন্ত:দেশীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সফল হচ্ছে।

দুর্নীতির বিষয়ে কাজ করা বেসরকারী খাত এবং সুশীল সমাজের গোষ্ঠীগুলির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ক্রমবর্ধমান সক্রিয় হচ্ছে। যে কোনো সরকার গ্রহণ করতে পারে এমন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি হল অর্থ পাচারকারীদের ব্যবহৃত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকা ব্যাংক এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা। তাদেরকে বিপদগুলি সম্পর্কে অবহিত করা, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহন করা এবং আন্ত:দেশীয় দুর্নীতিতে সাহায্য করার ঝুঁকি ও পরিণতি সম্পর্কে তাদের অবগত করা।

বিকাশ হতে পারে এমন আরেকটি ক্ষেত্রে হল যাদের অফিসিয়াল বা ঘোষিত আয়ের উৎসের চেয়ে অনেক বেশি ব্যক্তিগত সম্পদের অধিকারী বলে মনে হয় এমন সরকারি কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে নতুন আইন তৈরি করা যেমন উপরে বলা হয়েছে যুক্তরাজ্যের সম্প্রতি প্রবর্তিত UWO হল এই ব্যবস্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে রিপোর্ট করা বিষয়। কিন্তু অনেক দেশের একই রকম আইন আছে যে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেররে তাদের ব্যক্তিগত সম্পদের বৈধ উৎসের প্রমাণ দিতে হয় অথবা তা বাজেয়াপ্ত হয়। আরো ব্যাপক নাগরিক সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার কাজকর্মগুলির মতো, যখন কোনও অপরাধমূলক কার্যক্রম সংঘটিত না হয়েও অপরাধের অর্থ বলে অভিযুক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলে নাগরিক স্বাধীনতা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ তৈরি হয়। পরকর্তীতে মামলা হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আইন প্রয়োগকারীর প্রচেষ্টাকে সমর্থন করার আরেকটি উপায় হল অর্থ পাচারের জন্য সন্দেহভাজন ক্লেপ্টোক্র্যাটের বিরুদ্ধে মামলা করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্যমূলক অপরাধের ব্যাপ্তিকে প্রসারিত করা। বেশিরভাগ দেশে, সন্দেহজনক তহবিল দখল একটি ফৌজদারি অপরাধ নয়; এটাও প্রমাণ করতে হবে যে সেগুলি একটি নির্দিষ্ট অপরাধের মাধ্যমে এসেছে। এছাড়াও, বৈধ অপরাধের তালিকা প্রায়শই গুরুতর অপরাধের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে যা প্রমাণ করা কঠিন বা অন্যান্য বিধিনিষেধের অধীন - অন্যান্য এখতিয়ার থেকে প্রমাণ পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক তদন্তের বাধাগুলির উপরে, এটি আইন প্রয়োগকারীর পক্ষে দোষী সাব্যস্ত করা কঠিন করে তোলে।

করাপশন ট্রুথ কমিশন

অতীতের শাসনব্যবস্থা বা প্রাক্তন যুদ্ধবাজদের দ্বারা নৃশংসতা এবং অধিকার লঙ্ঘন উন্মোচন করার জন্য দ্বন্দ্ব-পরবর্তী পরিস্থিতিতে ট্রুথ কমিশনগুলি ঐতিহ্যগতভাবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এই কমিশন অতীতের ক্লেপ্টোক্র্যাটিক কর্মকান্ডগুলি উন্মোচন করার জন্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এমন দেশে ব্যবহার করা যেতে পারে। মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং নৃশংসতার বিষয়ে নিম্ন-স্তরের অংশগ্রহণকারীরা যেমন তাদের অতীতের অপব্যবহার নিয়ে আলোচনা করতে অনিচ্ছুক, তেমনি ক্লেপ্টোক্র্যাটিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত প্রাক্তন সরকারি কর্মকর্তারাও দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ভয়ে এবং প্রতিশোধের ভয়ে দুর্নীতির বিষয়ে তথ্য প্রকাশ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারে। পরিবর্তনের সময়ে দেশগুলিতে করাপশন ট্রুথ কমিশন কাজে লাগিয়ে, কর্মকর্তারা সাক্ষ্য দেওয়ার বিনিময়ে ক্ষমা পেতে পাবেন যা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মামলা করতে এবং চুরি হওয়া সম্পদের সন্ধান এবং পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। করাপশন ট্রুথ কমিশনের দেওয়া সাক্ষ্যগুলি ক্লেপ্টোক্র্যাসির সম্পর্কে প্রমাণ এবং জ্ঞানে অবদান রাখবে, যার মাধ্যমে কর্মীদেরকে ভবিষ্যতে আরও ভাল প্রতিরোধ ব্যবস্থা এবং প্রশমন কৌশল বিকাশে সহায়তা করবে।

সুশীল সমাজের গোষ্ঠীগুলির এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে, শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব অনুসন্ধানের মাধ্যমে দুর্নীতিমূলক কার্যক্রম উন্মোচন করে নয়। এছাড়া আন্ত:দেশীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগকারীর প্রচেষ্টার জন্য রাজনৈতিক সমর্থন এবং পর্যাপ্ত সংস্থানের জন্য জনসাধারণের মাধ্যমে চাপ তৈরি করতে হবে।

স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতায় উৎসাহদান

দুর্নীতি এবং ক্লেপ্টোক্র্যাসি প্রতিরোধের একটি কার্যকর উপায় হতে পারে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণের নীতির উপর ভিত্তি করে উন্মুক্ত সরকারের পদক্ষেপ এবং অন্যান্য নীতি ও কার্যক্রমগুলি গ্রহণ করা। উদাহরণস্বরূপ অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশন (ATI) আইন নাগরিকদের একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে সরকারি সংস্থার কাছ থেকে পরামর্শ এবং তথ্য পাওয়ার অনুমতি দেয়। অফিসিয়াল নথিপত্র সর্বজনীন করার মাধ্যমে, ATI আইন কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন হল সরকারি জবাবদিহিতা বৃদ্ধির একটি হাতিয়ার। ১২০টিরও বেশি দেশ ATI আইন প্রণয়ন এবং অনুমোদন করেছে; কিন্ত অনেক দেশে এখনো তথ্য বের করা এবং জনসাধারণের ডেটা পাওয়া এখনও কঠিন। যদিও একটি শক্তিশালী আইনি কাঠামো কার্যকরী বাস্তবায়নের চাবিকাঠি, তথ্যের অধিকার সম্পর্কে নাগরিকদের সচেতনতা এবং সরকারী ডেটাতে এমনকি আংশিক ব্যবহারের সুযোগ তত্ত্বাবধানকে উন্নত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, নাগরিক এবং সুশীল সমাজের জনসাধারণের রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্যের স্বাধীনভাবে সত্যতা যাচাই তথ্যের সততায় উন্নতি ঘটায় এবং সরকারী তথ্য যাচাইকরণকে উন্নত করে। এর ফলে নাগরিকরা ক্ষমতা পায় সরকারী বর্ণনা যাচাই এবং মোকাবেলা করতে। একইরকম ভাবে, উৎপাদন, রপ্তানি এবং রাজস্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাকৃতিক সম্পদের মতো বিষয়গুলির উপর উন্মুক্ত ডেটা গবেষণা জনসাধারণকে গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড প্রদান করে যা দুর্নীতির সুযোগ কমাতে পারে।

অতিরিক্ত উদ্যোগগুলি যেমন বাজেট এবং চুক্তি পর্যবেক্ষণের জন্য নাগরিকদের যুক্ত করলে সন্তোষজনক ফলাফল পাওয়া যেতে পারে। যদিও স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং নিয়মতান্ত্রিক, বড় দুর্নীতির অভ্যাস হ্রাসের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন। তবুও প্রমাণ রয়েছে যা থেকে পরামর্শ পাওয় য়ায় যে উন্মুক্ত সরকার প্রচেষ্টা দুর্নীতি দমনে অবদান রাখে। ২০১১ সালে, বাংলাদেশ একটি পাবলিক ক্রয় প্ল্যাটফর্মে স্থানান্তরিত হয় যেখানে স্থানীয় সম্প্রদায় সক্রিয়ভাবে চুক্তিগুলি নিরীক্ষণ করার সুযোগ পায় এবং ক্রয়ের ফলাফলের পরিবর্তনগুলি নিয়মিতভাবে রিপোর্ট করতে পারে। একটি মূল্যায়নের ফলাফল থেকে জানা যায় যে পদক্ষেপগুলি দুর্নীতির ঘটনাকে সীমিত করার ক্ষেত্রে কার্যকর ছিল। সার্বিক স্তরে, এই ধরনের ব্যবস্থাগুলি ক্লেপ্টোক্র্যাটিক শাসনের বিরুদ্ধে কার্যকর সুরক্ষা হতে পারে। যদিও সেগুলি অবশ্যই অন্যান্য পদক্ষেপের সাথে সমন্বয় করে নিতে হবে।

অবশেষে, কিছু অতিরিক্ত উপায় রয়েছে যার মাধ্যমে উন্মুক্ততা ব্যবস্থাগত দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করতে পারে যা ক্লেপ্টোক্র্যাসির ভিত্তি, বিশেষ করে এমন প্রেক্ষাপটে যা ক্লেপ্টোক্র্যাটিক শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, দুর্নীতির সত্য উদঘাটনের কমিশনগুলি ক্লেপ্টোক্র্যাটদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধগুলো সামনে নিয়ে আসার একটি উপায় এবং এইভাবে অর্থপূর্ণ সংস্কারের পথ প্রশস্ত করতে পারে।

হুইসিলব্লোয়ারদের সুরক্ষিত করা এবং উৎসাহদান করা

ব্যবস্থাগত দুর্নীতিতে আক্রান্ত সমাজে বা বিচার ব্যবস্থায়, যেখানে অর্থ-পাচার বিরোধী এবং দুর্নীতিবিরোধী সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি বিশেষভাবে দুর্বল। সেখানে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া কঠিন হতে পারে বা প্রকাশ নাও পেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, গণতান্ত্রিক সমাজে অর্থ পাচারের বিষয়ে তদন্তকারী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির প্রায়শই স্বৈরতান্ত্রিক শাসনে তাদের অনুরূপ ব্যক্তিদের কাছ থেকে সহায়তা পেতে স্পষ্টতই সমস্যায় পড়েন। এমন পরিস্থিতিতে, অন্যায়কে প্রকাশে হুইসিলব্লোয়াররা একমাত্র আশার আলো।

স্বৈরতান্ত্রিক সমাজে হুইসিলব্লোয়াররা প্রায়শই নিজেদের, তাদের পরিবার এবং তাদের সম্পত্তিকে গুরুতর ঝুঁকির মধ্যে ফেলেন। বিদেশী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে অবশ্যই তাদের দ্রুত এবং বিচক্ষণতার সাথে নিরাপদে স্থানান্তর করতে সক্ষম হতে হবে এবং প্রয়োজনে সাক্ষী সুরক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে অব্যাহত আশ্বাস প্রদান করতে হবে। আইনের আরো শক্তিশালী শাসন থাকা ট্যাক্স হেভেন বা আর্থিক কেন্দ্রে হুইসিলব্লোয়াররা একটি ভিন্ন ধরণের ঝুঁকির সম্মুখীন হন: পেশাদার প্রতিশোধ এবং তাদের জীবিকা হারানোর ঝুঁকি।

যদিও হুইসিলব্লোয়ারদেরকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাপক, তাদেরকে উৎসাহদান দেওয়ার ধারণা কিছুটা অধিক বিতর্কিত- উদাহরণস্বরূপ, তাদের নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে আরোপিত দেওয়ানি বা অপরাধের জরিমানাগুলির একটি অংশ প্রদান করা। কিছু বিচারব্যবস্থা বিশ্বাস করে যে এটি নিয়োগকর্তাদের বিরুদ্ধে অসার দাবিকে উৎসাহিত করে এবং সাক্ষীর বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যরা, অবস্থান নেয় যে যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সুরক্ষার প্রস্তাব করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকির জন্য যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ যাতে হুইসিলব্লোয়াররা অন্যায় কাজ প্রকাশের সময় নিজেদেরকে প্রকাশ করে।

প্যান্ডোরা পেপারস

২০২১ সালের অক্টোবর মাসে, ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অফ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস (ICIJ) প্যান্ডোরা পেপারস প্রকাশ করে, যা বেলিজ, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস, হংকং এবং পানামা সহ পরিচিত ট্যাক্স হেভেন ভিত্তিক ১৪টি অফশোর পরিষেবার সংস্থা থেকে প্রায় ১২ মিলিয়ন নথি এবং ফাইল সমন্বিত বেলিজ, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস, হংকং এবং পানামা সহ পরিচিত ট্যাক্স হেভেন ভিত্তিক ফাঁস হওয়া আর্থিক রেকর্ডেরো সবচেয়ে বেশি। ICIJ এই ফাঁস হওয়া তথ্য তাদের পূর্ববর্তী তদন্তের সাথে একত্রিত করেছে যাতে তহবিল গোপন করার জন্য ব্যবহৃত নেটওয়ার্কগুলি এবং তহবিল স্থানান্তর এবং গোপন করতে সহায়তা প্রদানকারী অনেক ব্যক্তিদের নাম আরও ভালভাবে সনাক্ত করা যায়। উল্লেখযোগ্যভাবে, ICIJ নিশ্চিতভাবে জানিয়েছে যে এই তথ্য ফাঁসের মধ্যে ৩৫ জন বর্তমান বা প্রাক্তন বৈশ্বিক নেতা এবং রাষ্ট্র প্রধানদের অফশোর অ্যাকাউন্ট বা আর্থিক ও ট্যাক্স অপব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে জর্ডানের রাজা আবদুল্লাহ II কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি উহুরু কেনিয়াত্তা, চিলির রাষ্ট্রপতি সেবাস্তিয়ান পিনেরা, এবং ইকুয়েডরের রাষ্ট্রপতি গুইলারমো ল্যাসো। সব মিলিয়ে, এই পেপারস ৯০টিরও বেশি দেশে, বিশেষ করে রাশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার ৩৩৬ জন কর্মকর্তার সম্ভাব্য ক্ষতিকর অফশোর কার্যকলাপের তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই পেপারস আর্থিক অসদাচরণের জন্য ইউএস ভিত্তিক ট্রাস্টের অব্যাহত ব্যবহারকেও তুলে ধরেছে। বিশেষ করে সাউথ ডাকোটা, ফ্লোরিডা, ডেলাওয়্যার, টেক্সাস এবং নেভাদা-এর মত কম বিধিনিয়ম থাকা স্টেটগুলিতে। যদিও ফাঁসের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বব্যাপী এবং রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এখনও বাড়ছে। পেপারস প্রকাশিত হওয়াই ইতিমধ্যেই প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়েছে, তদন্ত শুরু হয়েছে, এবং যাদের নাম আছে তারা অস্বীকার করেছেন।

ক্লেপ্টোক্র্যাসির বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র সংবাদমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের নেটওয়ার্কগুলোকে সহায়তা করা

নিঃসন্দেহে আন্ত:দেশীয় দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক অগ্রগতি হল ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অফ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস এবং এর সহযোগীদের দ্বারা তৈরি সীমান্ত পার হয়ে সহযোগিতার একটি উদ্ভাবনী নতুন মডেল। একটি নিউজরুম উদ্দীপনাসহ এবং প্রায়ই অকার্যকরভাবে কয়েক ডজন বিভিন্ন ভাষায় কয়েক হাজার নথির মাধ্যমে ট্রল করার চেষ্টার পরিবর্তে, সংবাদ সংস্থা যেগুলি একসময় গল্পগুলির জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত তারা বিশেষ জনস্বার্থের ক্ষেত্রে তাদের সংস্থানগুলি এবং জাতীয় দক্ষতা একত্র করে। ২০১৬ সালে পানামা পেপারস থেকে শুরু করে, ফলাফলটি নিরলসভাবে অনেক অপরাধ প্রকাশ করেছে, যা কীভাবে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী অপরাধীরা তাদের চুরি করা তহবিলগুলিকে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং গোপন করে তা অভূতপূর্ব মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। এতে এছাড়াও রয়েছে প্যারাডাইস পেপারস, লুয়ান্ডা লিকস এবং সবচেয়ে সাম্প্রতিক সময়ে ফিনসেন ফাইলস।

ক্লেপ্টোক্র্যাসির সাথে লড়াই করতে চাওয়া সুশীল সমাজের সংস্থাগুলি সাম্প্রতিক সময়ে কার্যকর নতুন পদ্ধতি এবং কৌশলও তৈরি করেছে। বিশেষত, সামাজিক মাধ্যম বিস্তৃত হওয়া তাদের দুর্নীতির মুখোশ খুলে দিতে এবং সংস্কারগুলিকে সমর্থন করতে আরো অনেক জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করার সক্ষমতা দিয়েছে।

মালয়েশিয়া এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ, যেখানে বেরসিহ জোট 1MDB কেলেঙ্কারিতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব নাজাকের জড়িত থাকার অভিযোগের বিষয়টি তুলে ধরতে একটি গতিময় সামাজিক মাধ্যম প্রচারাভিযান আরও বিস্তৃত করেছে; এই প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে ২০১৮ নির্বাচনে তার বিস্ময়কর পরাজয়ের জন্য অবদান রেখেছিল। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতা হল প্রথাগত অ্যাডভোকেসির কাজকে ছাপিয়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে সহযোগিতামূলক কাজ করা এবং আগের তুলনায় একটি আরো বিস্তৃত দক্ষতার দিকে এগিয়ে যাওয়া, কর্মীদেরকে আরও প্রাণবন্ত এবং বিশ্বাসযোগ্য প্রচারের সুযোগ তৈরি করে। আন্তর্জাতিক স্তরে, ইউ.এস. ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি বেশ কয়েক বছর ধরে ক্লেপ্টোক্র্যাসির বিষয়ে শিক্ষাগত ও নেটওয়ার্কিং সত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, আন্দোলনকারী এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের সমবেত করে আসছে, যার ফলে কয়েক ডজন দেশে বৃহৎ এবং বিস্তৃত নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি পেয়েছে। এগুলি এমন বিকাশ নয় যেখানে নীতিনির্ধারকরা সরাসরি জড়িত (বা অবশ্যই হওয়া উচিত) তবে এগুলি থেকে বোঝা যায় সুশীল সমাজের সংস্থাগুলির সংস্কারের বেগ বৃদ্ধি করার ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা এবং যেখানে সম্ভব এই প্রচেষ্টাগুলিকে সমর্থন করার গুরুত্ব।

স্বাধীন সংবাদমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের সংস্থাগুলির অভারল্যাপিং গ্লোবাল নেটওয়ার্কগুলির এই সাম্প্রতিক বৃদ্ধি আন্ত:দেশীয় ক্লেপ্টোক্র্যাসির একটি অদ্ভুত প্রতিবিম্ব। হয়ত এই কারণেই, এটা আমাদের ক্লেপ্টোক্র্যাসির বিরুদ্ধে এক কার্যকর হাতিয়ার হয়েছে।

এই মডেলটি হয়ত নীতিনির্ধারকেরা নাও পরিচালনা করতে পারেন, কিন্তু এর ক্রমাগত বৃদ্ধিতে সহায়তা করার ক্ষেত্রে তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কিছু গণতান্ত্রিক সরকার এখন বেআইনি অর্থের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সক্রিয়ভাবে আইন প্রয়োগকারী এবং বেসরকারী খাতের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করছে। তবে এখনও তারা প্রচারণাকারী এবং আন্দোলনকারীদেরকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বাবধান এবং নীতি-উন্নয়নের ভূমিকা স্বীকার করার পরিবর্তে তাদের একটি উপদ্রব হিসাবে বিবেচনা করে। ক্লেপ্টোক্র্যাটিক সিস্টেমের মধ্যে এছাড়া গণতন্ত্র প্রচারকদের সহায়তা করতে পারে দৃশ্যমানভাবে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে যুক্ত করে। তাদের প্রশিক্ষণ এবং নেটওয়ার্ক তৈরি করার সুযোগ প্রদান করে এবং তারা যে প্রতিকূল পরিবেশে কাজ করে তার বাইরে ডেটা এবং অন্যান্য সংস্থান সঞ্চয় করার জন্য নিরাপদ আশ্রয় প্রদান করে। যদি তাদের আদৌ আমন্ত্রণ জানানো হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক স্তরে সুশীল সমাজের সংস্থাগুলিকে প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি এবং ফলাফল গঠনে সরাসরি ভূমিকা না দিয়ে বিশ্বব্যাপী সমাবেশের কোনায় ঠেলে দেওয়া হয়, যদিও তাদের প্রথম সারির অভিজ্ঞতার অর্থ হল তাদের প্রায়শই আরও উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহায়ক পরামর্শ থাকে জড়িত কোনো সরকারি কর্মকর্তার তুলনায়।

অনুসন্ধানী সাংবাদিক এবং প্রচারণাকারীর সবচেয়ে বড় বাধাগুলির একটি হল ক্লেপ্টোক্র্যাট এবং তাদের সঙ্গীদের থেকে মানহানির মামলার হুমকি। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "স্ট্র্যাটেজিক লস্যুইটস এগেইনস্ট পাবলিক পার্টিসিপেশন (SLAPP)" নামে পরিচিত, এর উদ্দেশ্য কোনো মামলার আইনি উপযুক্ততা দেখানো নয়। তবে আইনি খরচ অত্যন্ত বাড়িয়ে অনুসন্ধান পিছানো বা তা চাপা দেওয়া। SLAPP-বিরোধী আইন যেখানে জনস্বার্থের মামলাগুলিতে মানহানির দাবির বিরুদ্ধে বিশেষ সুরক্ষা থাকে, যেমন খরচের সীমা আরোপ করে, গণতন্ত্রের মধ্যে আইনি ব্যবস্থার এই অপব্যবহারকে প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে। এই ধরনের হুমকির সম্মুখীন সাংবাদিকদের জন্য সহায়তা প্রদানকারীর উদ্যোগ বৃদ্ধি করা এবং তাতে অবদান রাখাও সহায়ক হয়, যেমন গ্লোবাল মিডিয়া ডিফেন্স ফান্ড ।

এছাড়া নীতিনির্ধারকেরা সাংবাদিক এবং আন্দোলনকারীদের সবচেয়ে বিপজ্জনক কিছু শাসন ব্যবস্থা এবং ব্যক্তিদের তদন্তের সাথে জড়িত প্রায়শই গুরুতর ব্যক্তিগত ঝুঁকি থেকে রক্ষা করার জন্যও পদক্ষেপ নিতে পারেন। সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সহিংসতা শুধুমাত্র স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার একটি সমস্যা নয়, যেখানে বিরক্ত করার ঝুঁকি সুস্পষ্ট, কিন্তু গণতান্ত্রিক সমাজেও তা হচ্ছে, যেমন স্লোভাকিয়ায় জান কুচিয়াক, মালটায় ড্যাফনে কারুয়ানা গালিজিয়ার হত্যাকাণ্ড। এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল সাংবাদিকদের এবং তাদের বিবরণগুলোকে একেবারেই মিশিয়ে দেওয়া। ভবিষ্যৎ হত্যাকাণ্ড রোধ করার সর্বোত্তম উপায় হল এই জাতীয় মামলাগুলি কঠোরভাবে তদন্ত করা, দায়ীদের সামনে নিয়ে আসা করা এবং তাদের দায়ী করা। এটি ক্লেপ্টোক্র্যাটদের কাছে একটি বার্তা পাঠায় যে সাংবাদিক এবং কর্মীদের হত্যা করলে পাল্টা বিপদ হতে পারে। কারণ তাদের বিবরণগুলি - যা প্রায়শই শুধুমাত্র স্থানীয় স্বার্থে থাকত - আন্তর্জাতিক মামলা হয়ে ওঠে আইন প্রয়োগকারী এবং সংবাদমাধ্যমের মনোযোগ আকর্ষণ করে ।

ভিসার ফাঁকফোকর গুলো হ্রাস করা

"গোল্ডেন ভিসা" নামে পরিচিত ভিসা যা আমন্ত্রিত দেশে যথেষ্ট বিনিয়োগের বিনিময়ে নাগরিকত্বের পথ প্রশস্ত করে। এর মাধ্যমে ধনী ব্যক্তিদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দেশের নাগরিকত্ব লাভে সক্ষম করছে। যেহেতু তারা বিদেশে নাগরিকত্ব লাভ করেন, ক্লেপ্টোক্র্যাটদের বিদেশী আর্থিক বাজার এবং আইনী প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরও বেশি প্রবেশাধিকার তৈরি হয় অর্থ পাচারের জন্য এবং তাদের বেআইনি অর্থের উৎস গোপন করার জন্য। যদি তারা সেই দেশে ব্যবসা করতে চায়, তাহলে তাদের সাথে ক্লেপ্টোক্র্যাটিক কর্মকান্ডগুলি নিয়ে আসতে পারেন। এর মাধ্যমে দ্বিতীয় দেশটির গণতন্ত্র এবং দুর্নীতি বিরোধী প্রচেষ্টা কমানোর ঝুঁকি বাড়ায়।

অনেক দেশের সম্মতিতে ক্লেপ্টোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে সমন্বয় করে নেওয় পদক্ষেপ কেবল ক্লেপ্টোক্র্যাটদের জন্য গোল্ডেন ভিসার ব্যবস্থাটি বন্ধ করবে। এর মাধ্যমে অন্য দেশে বেআইনি কার্যকলাপ ছড়ানোর এবং বিদেশে অর্থপাচারের ক্ষমতা সীমিত রাখবে। দেশগুলি তাদের গণতন্ত্রের সততাকে আন্ত:দেশীয় ক্লেপ্টোক্র্যাসির ক্ষয়মূলক প্রভাব থেকে বাঁচিয়ে রাখতে তাদের গোল্ডেন ভিসা কর্মসূচী সমাপ্ত করা বেছে নিতেও পারে।

অন্য সমাধানগুলির মধ্যে থাকতে পারে বিস্তৃত অনুসন্ধান এবং তথ্য ভাগভাগি করে নেওয়া। ক্লেপ্টোক্র্যাটিদের গোল্ডেন ভিসা প্রদান করার বিরুদ্ধে এক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার জন্য। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট ব্যকগ্রাউন্ড পরীক্ষার মাধ্যমে জানা দুর্নীতিমূরক কর্মকান্ড এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ভিত্তিতে ভিসা দিতে অস্বীকার করেছে, কিন্তু ভিসা না দেওয়ার কারণগুলি গোপনীয় রাখা হয়েছে। দ্য গোল্ডেন ভিসা অ্যাকাউন্টিবিলিটি অ্যাক্ট শিরোনামের প্রস্তাবিত আইন H.R. ৪১৪২-এর অধীনে, ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেট দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য ভিসা প্রত্যাখানের একটি ডাটাবেস রাখবে, এবং এই তথ্যটি ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ফাইভ আইস-এর সদস্যদের সাথে শেয়ার করবে। এর ফলে যা ক্লেপ্টোক্র্যাটদের দ্বিতীয় নাগরিকত্ব পেতে এবং তাদের বেআইনি কাজগুলিকে বহু দেশে ছড়িয়ে দেওয়া থেকে প্রতিহত করার একটি সমন্বিত প্রচেষ্টা হবে।

২০২১-এ জুলাই এর মাঝামাঝি সময়ে, EB-৫ ভিসা প্রোগ্রাম যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বড় মাপের বিনিয়োগকারীদের প্রদান করা গোল্ডেন ভিসা প্রদান করার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে এবং স্থগিত রাখা হয়েছে, যদিও অতীতে এই প্রোগ্রাম মূলতুবি রাখা নবায়ন করা থেকে বন্ধ ক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভিসা নবায়ন করা হোক বা না হোক, ক্লেপ্টোক্র্যাট এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের জন্য ভিসা প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে তথ্য আরো বেশি শেয়ার করা অন্যান্য দেশগুলিকে ক্লেপ্টোক্র্যাসির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সাহায্য করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে, যাতে অন্তর্ভুক্ত সেগুলি যাদের অন্যথায় অনুসন্ধান পরিচালনা করা এবং ভিসা আবেদনের ক্লেপ্টোক্রেটিক চর্চা উন্মোচন করার জন্য সংস্থান নাও থাকতে পারে।

আন্ত:দেশীয় ক্লেপ্টোক্র্যাসির কৌশল

এই বিভাগে দেশীয় এবং আঞ্চলিক এলাকার বাইরে গিয়ে আন্ত:দেশীয় ক্লেপ্টোক্র্যাটিক পন্থা এবং কৌশলগুলির বর্ণনা করে। এই আন্ত:দেশীয় কৌশলগুলি চারটি শ্রেণিতে তালিকাভুক্ত করা হয়: (1) রাজনীতি এবং আইন ভিত্তিক, (2) অর্থনৈতিক এবং আর্থিক ভিত্তিক, (3) বলপ্রয়োগ এবং সহিংস, এবং (4) ব্র্যান্ডিং এবং বর্ণনামূলক।

আধুনিক ক্লেপ্টোক্র্যাসির আন্ত:দেশীয় সরমর্ম ইতিহাস জুড়ে দুর্নীতির অন্য রূপগুলি থেকে একে আলাদা করে। তাদের উদ্দেশ্য, পদ্ধতি বা লক্ষ্য যাই থাক না কেন, সমস্ত ক্লেপ্টোক্র্যাট বিশ্ব অর্থনীতিতে দুর্বলতাকে ব্যবহারের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন বিচারব্যবস্থায় পেশাজীবী মধ্যস্থতাকারীদের নিযুক্ত করে, সীমানা পেরিয়ে বেনামে অর্থ স্থানান্তর করে এবং বিদেশে তদন্ত এবং বিরোধিতার অনাকাঙ্খিত উৎসগুলির পিছনে লাগে।

এর মানে হল যে স্বৈরতান্ত্রিক শাসকগোষ্ঠীর ক্লেপ্টোক্র্যাসির সুযোগ বাড়ানোর প্রচেষ্টা ক্রমবর্ধমানভাবে তাদের নিজস্ব সীমানা অতিক্রম করে। এর মধ্যে বিস্তারিত তিনটি শ্রেণীবিভাগ রয়েছে: বিরোধিদের এবং অনুসন্ধান কে চেপে রাখার জন্য আন্ত:দেশীয় দমন; গণতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক দখল; এবং শক্তিশালী শাসনব্যবস্থাগুলির দ্বারা বিদেশ নীতির উদ্দেশ্যগুলিকে এগিয়ে নিতে "কৌশলগত দুর্নীতি" ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহার।

রাজনৈতিক ও আইনি কৌশলগুলো

কৌশলগত দুর্নীতি

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কারণ হল বিদেশ নীতির উদ্দেশ্যগুলিকে এগিয়ে নিতে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন এবং তাদের বাণিজ্যিক সঙ্গীদের দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্নীতির ব্যবহার। প্রাক্তন মার্কিন প্রশাসনের কর্মকর্তাদের পররাষ্ট্র বিষয়ক প্রবন্ধ ২০২০-এ এটিকে "কৌশলগত দুর্নীতি" বলে অভিহিত করা হয়েছিল, যারা বিশ্বব্যাপী চীন এবং রাশিয়ার দুর্নীতির "অস্ত্র ব্যবহার" এর দিকে বিশেষভাবে নির্দেশ করেছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে স্বৈরতান্ত্রিকদের দ্বারা বর্তমান এবং প্রাক্তন কর্মকর্তাদের সাথে নেওয়ার জন্য ধ্বংসাত্মক মূলধন এবং ক্ষতিকারক অর্থের ব্যবহার।

সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট এন্টারপ্রাইজ এই "ক্ষয়কারী মূলধনকে" অর্থায়ন হিসাবে সংজ্ঞা দেয় "যার স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতার অভাব রয়েছে, এবং স্বৈরতান্ত্রিক শাসন থেকে বাজারে প্রবেশ।" এটি অন্য রূপগুলির পরিপূরক যাকে ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি "তীক্ষ্ণ শক্তি" বলে, স্বৈরতান্ত্রিক প্রভাব যা "টার্গেট করা দেশগুলির রাজনৈতিক এবং তথ্য পরিবেশে প্রবেশ করে, ভেদ করে বা ছিদ্র করে।"

কৌশলগত দুর্নীতি ক্লেপ্টোক্র্যাটিক অর্থনীতির রপ্তানিকৃত উপজাত নয় কিন্তু তাতে রাষ্ট্রের হাতিয়ার হিসেবে ঘুষ, চাঁদাবাজি এবং অন্যান্য দুর্নীতিমূলক কর্মকান্ডের সরাসরি এবং ইচ্ছাকৃত ব্যবহার জড়িত। এটা সত্ত্বেও, এটা খুব আশ্চর্যজনক নয় যে, যেসব শাসন ব্যবস্থার দেশীয় ভিত্তি দুর্নীতির ওপর গড়ে উঠেছে, তাদের এই ধরনের কর্মকান্ডগুলিকে বিদেশনীতির প্রাকৃতিক হাতিয়ার হিসেবে দেখা উচিত।

রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলি প্রায়ই এই প্রচেষ্টার জন্য একটি আদর্শ উপায় হয়। স্বতন্ত্র সংস্থা হিসাবে উপস্থাপন করে, তারা তাদের পরিচালনা করা শাসন ব্যবস্থাগুলোকে তাদের কাজকর্মের বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্যভাবে অস্বীকার করার ক্ষমতা দেয় তা বিশ্বাসযোগ্য হোক বা না হোক। উন্নয়নশীল দেশের অভিজাত শ্রেণির উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ পাবার এগুলো হল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সংস্থা। এটি করা হয় তাদের প্রধান অবকাঠামোগত প্রকল্প এবং অন্য বিনিয়োগগুলি থেকে ঘুষের প্রস্তাব দিয়ে। ২০১৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্যাট্রিক হো নামে একজন প্রাক্তন হংকং-এর কর্মকর্তাকে জেলে পাঠায়। যিনি CEFC চায়না এনার্জির

হয়ে চাদ এবং উগান্ডার রাষ্ট্রপতিদের ঘুষ দিয়েছিলেন। সংস্থাটি বেসরকারী হলেও তার কমিউনিস্ট পার্টির সাথে গভীর যোগসূত্র ছিল। আদালতে, তিনি বিতর্ক করেন যে তিনি বেসরকারী খাতে ঘুষ দেওয়ায় লিপ্ত হন নি, তিনি শুধু "চীনা রাষ্ট্রের কর্মকান্ড বাড়াতে" কাজ করছিলেন। চীনা রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত কোম্পানিগুলিও বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এর মাধ্যমে ব্যাপক ঘুষ ও অন্যান্য দুর্নীতিতে জড়িত হয়েছে, যদিও এটি প্রায়শই রাজনৈতিকভাবে স্থানীয় অভিজাতদেরকে সহযোগী করার বা দুর্বল দেশগুলিকে বেজিং-এর "ঋণের ফাঁদে" ফেলার ইচ্ছাকৃত প্রচেষ্টার পরিবর্তে বাণিজ্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য আনুষঙ্গিক- এমনকি যদি এটি তাদের কার্যকলাপের অনিবার্য ফলাফল হয়। কিন্তু এটা বলা ভুল হবে যে কেবল উন্নয়নশীল দেশগুলিতে এমন কর্মকান্ডের সম্ভাবনা বেশি। রাশিয়ার নর্ড স্ট্রীম ২ পাইপলাইন প্রকল্প দুর্নীতির কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও ইউরোপীয় সরকারগুলিকে প্রলুব্ধ করেছে। যেখানে ইউক্রেনকে ভুক্তভোগী করে রাশিয়ার জ্বালানি সরবরাহের উপর ইউরোপীয় নির্ভরতা বাড়িয়ে ক্রেমলিনের ক্ষতিকর উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নেওয়ার একটি নির্লজ্জ প্রচেষ্টার কথা না মনে করেই।

কর্তৃত্ববাদী শাসনগুলি এছাড়া সরাসরি গণতন্ত্রকে আক্রমণ করে ক্লেপ্টোক্র্যাসি দ্বারা সৃষ্ট একই ত্রুটিগুলিকে কাজে লাগিয়ে জার্মান মার্শাল ফান্ড যাকে "ম্যালাইন ফাইন্যান্স" বলে তা ব্যবহার করে। তারা সম্মিলিতভাবে গত দশকে ৩৩টি দেশে প্রায় ৩০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করেছে পরিকল্পিত কর্মকান্ডের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে দুর্বল করার জন্য।

আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ভিতরে প্রবেশ করতে এবং তাদের অধীনে আনতে ঘুষ ব্যবহার করার বিষয়েও এরা পারদর্শী হয়ে উঠেছে। এটি প্রায়শই জাতীয় প্রতিপত্তির জন্য করা হয়, উদাহরণস্বরূপ মার্কিন অভিযোগ যে রাশিয়া এবং কাতার ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল ডি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন-এর (FIFA) কর্মকর্তাদের ঘুষ দিয়ে ২০১৮ এবং ২০২২ বিশ্বকাপ আয়োজন করেছিল। কিন্তু আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্তরে, জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিতে যা আন্তর্জাতিক মান এবং নিয়মগুলি নির্ধারণ করে। সেখানে এমন দুর্নীতির প্রভাব খাটিয়ে এই দেশগুলির পক্ষে বিশ্বব্যাপী নিয়মগুলিকে নিজেদের জন্য সুবিধাজনক করতে কাজে লাগানো হয়। এইভাবে, জনসাধারণের কাছে যা সহজবোধ্য অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মতো দেখায় তা প্রায়শই মার্কিন নেতৃত্বাধীন নিয়ম-ভিত্তিক পদ্ধতি এবং বিশ্বব্যবস্থাকে জাতীয় স্বার্থে (বা আরও ণির্ভুলভাবে বললে কিছু দেশে শাসক অভিজাত শ্রেণির স্বার্থ) বিশুদ্ধতায় মোচড়ানোর পদ্ধতির মধ্যে একটি প্রতিযোগিতাকে লুকিয়ে রাখে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সবচেয়ে উদ্বেগজনক ঘটনাগুলির মধ্যে একটি হল স্বৈরতান্ত্রিক শাসনগুলি যে শুধুমাত্র একে অপরের সবচেয়ে সফল ক্লেপ্টোক্রেটিক কৌশলগুলিকে অনুকরণ করে তায় বরং দুর্নীতির উদ্দেশ্য অনুসরণে তারা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে। উদাহরণস্বরূপ, সমগ্র আফ্রিকায় এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোতে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি শত শত মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে তথাকথিত "রাজপ্রাসাদ কূটনীতির" জন্য যা হর পারস্পরিক সুবিধার্থে দুর্নীতিপরায়ন স্বৈরতান্ত্রিকদের উত্থান ঘটানো। কিন্তু এই ধারার সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ হয়ত অগ্রণী স্বৈরতান্ত্রিক শাসনগুলির ব্যাপক প্রচেষ্টা ভেনিজুয়েলাতে নিকোলাস মাদুরোর শাসন বজায় রাখতে। রাশিয়া তার সম্পূর্ণ পরিসরের অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক এবং ভুল তথ্য দান করার হাতিয়ারগুলো মাদুরোর লোমহর্ষক ক্লেপ্টোক্র্যাসিকে সমর্থন দানের জন্য মোতায়েন করেছে, বিশেষ করে দেশের তেল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে। মাদুরোকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এড়াতে সাহায্য করার জন্য ইরান বর্তমানে জ্বালানি, স্বর্ণ এবং অস্ত্র পাঠাচ্ছে। এবং চীন আন্তর্জাতিক ফোরামে শাসনটিকে কূটনীতিকভাবে সহায়তা করেছে এবং তাকে অন্তত $২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ ধার দিয়েছে। যেমন পৃথিবীর প্রধান গণতন্ত্রগুলো ইউক্রেইনের মত দুর্বল সহযোগীদের সহায়তা করেছে, পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ক্লেপ্টোক্র্যাটরা ছুটে এসেছে ভেনিজুয়েলাতে "তাদের নিজেদের একজনকে" সুরক্ষিত রাখতে এমন এক সময়ে যখন তার গণতন্ত্রে স্থানান্তর সমস্যায় পড়ছে।

কৌশলগত দুর্নীতির সম্ভাব্য সহযোগিতার একটি বিকশিত ক্ষেত্র হল স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের বিকল্প পেমেন্ট বিকাশের চাপ দেওয়া। যার মাধ্যমে তাদের বেআইনি আর্থিক প্রবাহকে অবাধে জারি রেখে নিষেধাজ্ঞা, অর্থ-পাচার বিরোধী সুরক্ষা এবং অন্যান্য বিধিনিষেধ এড়িয়ে চলে। বিশেষ করে, চীন এবং রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলি দ্বারা জারি করা এবং নিয়ন্ত্রিত কার্যকর ডিজিটাল মুদ্রা বিকাশের প্রচেষ্টায় অর্থনৈতিক রাষ্ট্রীয় সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙঘনকে লক্ষ্য করার গণতন্ত্রগুলির ক্ষমতাকে অস্বীকার করার সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলি "ক্রিপ্টোকারেন্সি" এর ব্যাপক বিস্তারের থেকে আলাদা কারণ সেগুলি বিকেন্দ্রীভূত নয়, বরং কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলির দ্বারা পরিচালিত এবং নিরীক্ষণকৃত, স্বৈরতান্ত্রিক শাসনগুলিকে বেআইনি আর্থিক কার্যকলাপের জন্য একটি নতুন বাহন প্রদান করে এবং দেশীয় বিরোধিতার আর্থিক কার্যকলাপের উপর নজরদারি করে।

আইনি যুদ্ধ

ক্লেপ্টোক্র্যাটরা ক্রমবর্ধমানভাবে SLAPP ব্যবহার করেছে, যারা আর্থিক অপরাধ এবং বেআইনি অর্থের প্রবাহ নিয়ে কাজ করেন এমন অনুসন্ধানকারী সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মামলা করতে এবং মুখ বন্ধ করার জন্য । "আইনযুদ্ধ" হিসাবে পরিচিত এই মামলাগুলি সাংবাদিকদের নীরব করার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর হয় সাংবাদিকদের বা তাদের সংবাদমাধ্যম সংস্থাগুলিকে মামলার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এত বেশি আইনি ব্যয় বহন করতে বাধ্য

করে যে তারা শেষ পর্যন্ত অত্যধিক ব্যয় করে এবং পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে, ৪১টি দেশের দুর্নীতির বিষয়ে রিপোর্ট করা সাংবাদিকদের উপর পরিচালিত ফরেন পলিসি সেন্টারের একটি জরিপ থেকে জানান যায় যে আইনগত হুমকি তাদের কাজের জন্য সবচেয়ে বড় বাধা - শারীরিক হয়রানি বা সরকারী নজরদারির চেয়ে বেশি - উত্তরদাতাদের ৭৩ শতাংশকে দুর্নীতির তদন্ত করার জন্য আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে আইনিযুদ্ধের ব্যাপকতা তাদের কার্যক্রমের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে, এমনকি মামলা দায়েরের করার আগেই। মামলাগুলি অবশ্যম্ভাবীভাবে ফলো করা হবে শুধু এটা জানার কারণে সাংবাদিকদের প্রকাশ করা থেকে বিরত করেছে; একজন সাংবাদিক যিনি অভিজাততন্ত্রের ব্যক্তিত্বের উপর তার তদন্তের জন্য পরিচিত তিনি দাবি করেন যে তাদের প্রতিবেদনের প্রায় ৫০ শতাংশ আইনি উদ্বেগের কারণে অপ্রকাশিত থেকে যায়।

এই কৌশলটির আন্ত:দেশীয় প্রকৃতি বোঝা যায় ক্লেপ্টোক্র্যাটদের মামলা দায়ের করার জন্য বিদেশী অবস্থানের জন্য "কেনাকাটা" যেখানে বিচার ব্যবস্থা আসামীদের পরিবর্তে মানহানির মামলা দায়েরকারীদের পক্ষে থাকে। এই ধরনের একটি ব্যবস্থা যুক্তরাজ্যে বিদ্যমান, যেখানে সাংবাদিকদের নীরব করার মামলাগুলি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্মিলিত তুলনায় অধিক হারে করা হয়। ইউরোপীয় কমিশন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েক ডজন রাজ্য হয় আইন প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বা ইতিমধ্যেই SLAPP-বিরোধী আইন পাস করেছে, যাতে বাদীদের মামলাটি তাদের পক্ষে যাবে তা প্রমাণ করতে হবে, ফাইল করা ব্যক্তিদের উপর একটি বোঝা চাপিয়ে যার পরে বিবাদীদের একটি অবস্থানে রাখার হয় যেখানে তাদের প্রতিরক্ষার জন্য অত্যধিক আইনি ফি দিতে হবে।

অর্থনৈতিক এবং আর্থিক কৌশলগুলো

বিদেশী সরকারী কর্মকর্তা এবং পাবলিক আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়া, যার মধ্যে রয়েছে প্রতারণামূলক আন্তর্জাতিক ক্রয়

তারা নিজেরা যেমন ঘরে বসে ঘুষ চাওয়া এবং চাঁদাবাজি করে, তেমনি ক্লেপ্টোক্র্যাটরা নিয়মিতভাবে বিদেশী প্রতিপক্ষ ঘুষ দেওয়ায় জড়িত থাকে। এটি নিজেদের-সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হোক বা শাসনের পক্ষে বিদেশ নীতির একটি হাতিয়ার হিসাবে। অভ্যন্তরীণ ঘুষের মতোই বিদেশী ঘুষের উপাদানগুলি একই, কিন্তু UNCAC দ্বারা বিদেশী কর্মকর্তাদের দ্বারা ঘুষের আবেদন বা গ্রহণকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করার জন্য স্বাক্ষরকারীদের প্রয়োজন হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাইবেরি অ্যাক্ট, ২০১০-এর এই অস্বাভাবিক পদক্ষেপটি নেয় ঘুষের উপর সার্বজনীন এখতিয়ারের কথা ঘোষণা করে, যে বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন বহু লোকে চাইছেন। এর ফলে গণতন্ত্রী পন্থিদের তাদের কোম্পানিগুলি থেকে ঘুষ চাইবার বা চাঁদাবাজি করার জন্য বিদেশী ক্লেপ্টোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে মামলা করতে সক্ষম করবে। প্রতারণামূলক ক্রয় সাধারণত অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার মধ্যে সম্পর্ক প্রদর্শন করে, এবং ক্লেপ্টোক্র্যাটরা প্রায়ই প্রতারণামূলক আন্তর্জাতিক ক্রয়ের অনুশীলন করে এবং স্ব-সমৃদ্ধি এবং ক্লেপ্টোক্র্যাটিক শাসনগুলিকে সহায়তার জন্য প্রভাব ক্রয় করতে অর্থ দিতে সরকারী তহবিলের অর্থ চুরি করে। ক্লেপ্টোক্র্যাটরা প্রায়শই তাদের প্রভাব ব্যবহার করে স্ফীত করা এবং অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া আন্তর্জাতিক ক্রয় চুক্তির মাধ্যমে বিশাল কিকব্যাকের ব্যবস্থা করে, ট্যাক্স হেভেনে ভুতুড়ে বিক্রেতা তৈরি করে এবং মিথ্যা চালান জমা দেয়। ক্লেপ্টোক্র্যাটরা প্রায়শই অস্ত্র ও গোলাবারুদ ক্রয়, বা আন্তর্জাতিক বিক্রেতাদের কাছে বড় মাপের চুক্তি সহ করে উচ্চ-মূল্যের আন্তর্জাতিক ক্রয় চুক্তিগুলিকে টার্গেট করে। ২০২১ সালের প্রথম দিকে আল জাজিরা একটি তদন্ত অভিযোগ করে যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একটি ইসরায়েলি ফার্ম থেকে অত্যাধুনিক নজরদারি সরঞ্জাম কিনেছে এবং ক্রয়ের নথিগুলি হাঙ্গেরির একটি অস্তিত্বহীন কোম্পানির নামে পরিবর্তন করেছে। উন্মোচনটি আরও দাবি করেছে যে বর্তমান বাংলাদেশী সেনাপ্রধানের ভাই প্রধান চুক্তিকারী ছিলেন।

অপরাধ করা এবং আড়াল করা অর্থ পাচার

তাদের পূর্বাভাসমূলক অপরাধ বা ভবিষ্যতের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, সমস্ত ক্লেপ্টোক্র্যাট বেআইনি তহবিলের উত্স লুকিয়ে রাখার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। এটি করার জন্য, তারা প্রায়ই প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং বিশেষজ্ঞ পেশাজীবী মধ্যস্থতাকারীদের পরিষেবাগুলিকে যুক্ত করে, যা প্রায়ই তাদের নিজ দেশ ব্যতীত অন্য এখতিয়ারে হয়। ক্লেপ্টোক্র্যাট এবং অন্যান্য অপরাধীরা অপরাধের অর্থ পাচারের জন্য যে কোনও পদ্ধতি ব্যবহার করবে, স্যুটকেসে নগদ পাচার থেকে শুরু করে অত্যাধুনিক আয়না ট্রেডিং স্কিম পর্যন্ত। তবে যে কোনো অর্থ পাচার কর্মসূচীতে তিনটি প্রধান পর্যায় আছে:

1. **স্থাননির্ণয়:** বেআইনি অর্থ প্রথমেই অপরাধমূক কাজকর্ম থেকে আলাদা করা হয়। এটা ঘুষের থেকে পাওয়া অর্থ একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা করার মত সহজ হতে পারে।
2. **অল্প অল্প করে জমা করা:** অবৈধ তহবিলের উত্সগুলিকে লুকিয়ে ফেলা হয়, সাধারণত একাধিক

আইনি উপায়ে (উল্লেখ্যভাবে শেল কোম্পানি) এবং বিভিন্ন অধিক্ষেত্রের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে সেগুলি স্থানান্তর করে। এই পর্যায়ে ক্লেপ্টোক্র্যাটরা সাধারণত আইনজীবী, ইনকর্পোরেশন এজেন্ট, হিসাবরক্ষক, ব্যাংকার এবং সম্পদ এবং বিনিয়োগ ব্যবস্থাপকদের উপর নির্ভর করে।

3. **একত্রে মেলানো:** সফলভাবে পাচার করা অর্থ বৈধ অর্থনীতিতে সম্পদ এবং বিনিয়োগ হিসাবে পুনরায় আবির্ভূত হয়। যারা অল্প অল্প করে জমা করার (লেয়ারিংয়ে) ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন, রিয়েল-এস্টট এজেন্ট, আর্টস এবং পুরাতত্ত্ব ডিলার এবং বিলাসবহুল-দ্রব্য বিক্রেতাদের দিয়ে প্রায়ই এই ক্ষেত্রে কাজ করানো হয়।

অর্থ তৃতীয় পক্ষের মনোনীত সংস্থান বা অফশোর অ্যাকাউন্ট এবং গোপনীয় বা ট্যাক্স-হেভেন অধিক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত আইনি সত্ত্বা ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের মাধ্যমে স্থানান্তর হতে পারে। পাইকারি নগদ চোরাচালান, ইনফরমাল ভ্যালু ট্রান্সফোর সিস্টেমস(IVTS), বা নগদ-পাঠানোর বা নগদ-কুরিয়ার পরিষেবা সহ অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলগুলির মাধ্যমেও অর্থ স্থানান্তর করা হতে পারে। যাইহোক, বড় তহবিলের স্থানান্তর ব্যাংকের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ধরা পড়তে পারে এবং সমস্যার সংকেত তৈরি করতে পারে। এই সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে, ক্লেপ্টোক্র্যাটরা কখনও কখনও বাণিজ্য-ভিত্তিক অর্থ পাচার (TBML) ব্যবহার করে, যা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক বাণিজ্য ব্যবস্থার জটিলতার সুযোগ নেয়। TBML আন্তর্জাতিকভাবে প্রেরিত বস্তুগুলির জন্য কাস্টমস ঘোষণা এবং বাণিজ্যের চালানের মূল্য অধিক বাড়িয়ে বা কম মূল্য দেখিয়ে পণ্য আমদানি ও রপ্তানির ফায়দা নেয়। যেহেতু এই প্রেরিত শিপমেন্টে প্রতিদিন বাণিজ্যে কয়েক বিলিয়ন ডলারের পণ্য থাকে, কাস্টমস কর্মকর্তারা প্রায়শই প্রকৃত পণ্যগুলি যাচাই করতে এবং বৈষম্য ধরার জন্য তাদের মূল্য নির্ধারণ করতে অক্ষম হন। গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি (GFI) গবেষণায় দেখা যায় যে আন্তর্জাতিকভাবে ক্লেপ্টোক্র্যাটদের দ্বারা স্থানান্তরিত তহবিলের ৬০ শতাংশের বেশি TBML এর অন্তর্ভুক্ত।

একবার কালো টাকা পাচার হয়ে গেলে, ক্লেপ্টোক্র্যাটরা সাধারণত এই তহবিলগুলি বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় গন্তব্য দেশের একটিতে স্থানান্তর করে। ক্লেপ্টোক্র্যাটদের সম্পদের জন্য সবচেয়ে বিশিষ্ট গন্তব্যগুলির মধ্যে রয়েছে লন্ডন এবং নিউ ইয়র্ক সিটি, দুটিই প্রতিষ্ঠিত ক্ষমতা এবং অর্থের কেন্দ্র যেখানে রিয়েল এস্টেট বা অবকাঠামো বিনিয়োগ ব্যয়বহুল এবং উচ্চ মূল্য বজায় রাখবে। যাইহোক, ক্রমবর্ধমান ক্লেপ্টোক্রেটিক নেটওয়ার্কগুলি অ-পশ্চিমী রাজধানীতেও অন্যান্য নিরাপদ

ব্রাজিলের পেট্রোব্রাস এবং ওডেব্রেশট কেলেঙ্কারি

২০১৪ সালে, ব্রাজিলে অপরাধমূলক তদন্ত *অপারাকাও লাভো জোতো* (অপারেশন কার ওয়াশ) শুরু হয়, যা বিশ্বের বৃহত্তম দুর্নীতি কেলেঙ্কারিগুলির মধ্যে একটি প্রকাশ করে যার প্রধান কৌশল ছিল প্রতারণামূলক কেনাকাটা। রাজনীতিবিদ এবং সরকারী প্রশাসন ঘুষ এবং কিকব্যাকের বিনিময়ে ব্রাজিলের তেল ও গ্যাস কোম্পানি পেট্রোব্রাস থেকে কয়েক ডজন কর্পোরেশনকে প্রতারণামূলক চুক্তিতে বিলিয়ন ডলার প্রদান করেছেন। প্রাথমিক অর্থ পাচারের একটি তদন্তে উন্মোচিত হয়েছে যে কীভাবে ব্রাজিলের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি লুলা দা সিলভা বর্ধিত মূল্যে বহু বিলিয়ন ডলারের চুক্তির বিনিময়ে ২২.১ মিলিয়ন ডলার ঘুষ গ্রহণ করেছিলেন । যা পেট্রোব্রাসের মাধ্যমে গ্রুপো OAS-কে দেওয়া হয়েছে। এটি একটি একটি নির্মাণ সংস্থা যা ২০১৪ ফিফা বিশ্বকাপের মতো বড় প্রকল্পে সহায়তা করেছিল । তদন্তে জানা যায় যে OAS গ্রুপো তহবিলের একটি অংশ রাষ্ট্রপতির রাজনৈতিক দলকে ফেরত দিয়েছিল ২০১৪ নির্বাচনে তাদের জন্য ভাল ফলাফল ঘোষণা করতে।

অনুসন্ধানকারীরা তাদের অনুসন্ধানকে আরও গভীর করেছেন এবং শেষ পর্যন্ত সেই প্রতারণমূরক কেনাকাটার পদ্ধতি উন্মোচন করেছেন। যেখানে ঘুষ এবং কিকব্যাকের বিনিময়ে কয়েক ডজন কর্পোরেশনকে কয়েক বিলিয়ন অর্থের চুক্তি প্রদান করেছে, যা ব্রাজিলের শত শত রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক অভিজাতদের জড়িত করেছে। জড়িত পক্ষগুলির মধ্যে প্রধান ছিল ব্রাজিল-ভিত্তিক বহুজাতিক কোম্পানি ওডেব্রেশট এসএ, ল্যাটিন আমেরিকার বৃহত্তম নির্মাণ সংস্থা। ওডেব্রেশট শুধুমাত্র ব্রাজিলে চুক্তির জন্য ঘুষ দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়নি, তারা মহাদেশ জুড়ে একই কাজ করার কথা স্বীকার করেছে, লাতিন আমেরিকার ১২টি দেশে $৭৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘুষ দিয়ে $৩.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার লাভ করেছে। ওডেব্রেশট থেকে অর্থ নিয়ে মহাদেশ জুড়ে একাধিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন, যা আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু এবং ভেনেজুয়েলায় তদন্তাধীন । OAS-এর মতো, ওডেব্রেশট প্রেসিডেন্ট লুইজ লুলা দা সিলভার উত্তরসূরি দিলমা রুসেফ এবং তৎকালীন ভিপি মিশেল টেমারকে বেআইনি অর্থ প্রেরণ করেছিল, যিনি রুসেফের অভিশংসনের পরে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন।

এপ্রিল ২০১৫-এর মধ্যে, পেট্রোব্রাসের নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO) ঘোষণা করেছিলেন যে দুর্নীতি এবং অব্যবস্থাপনার মোট ক্ষতির পরিমাণ হয়েছে $১৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এবং অর্থনীতিবিদরা খুঁজে পেয়েছেন যে কেলেঙ্কারি থেকে পরবর্তী আর্থিক সমস্যা এবং পেট্রোব্রাসের বিরুদ্ধে মামলা সে বছর পুরো দেশের জিডিপি ০.৭৫ শতাংশ কমিয়ে দেবে।

আশ্রয় খোঁজে, যেমন দুবাই । বিশেষ করে, ক্লেপ্টোক্র্যাটদের জন্য রিয়েল এস্টেট লোভনীয় কারণ অনেক বিচারব্যবস্থাই রিয়েল এস্টেটের স্বার্থ হস্তান্তরের জন্য শিথিল রিপোর্টিং-এর প্রয়োজনীয়তা বজায় রাখে। GFI-এর ২০২১ সালের একটি প্রতিবেদনে অনুমান করা হয়েছে যে ২০১৫ থেকে ২০২০-এর মধ্যে মার্কিন রিয়েল এস্টেটের মাধ্যমে $2.3 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি পাচার করা হয়েছে - একটি অনুশীলন যা রিয়েল-এস্টেট মানি লন্ডারিং (REML) নামে পরিচিত - রিপোর্ট করা মামলাগুলির ৫০ শতাংশেরও বেশিতে রাজনৈতিকভাবে যুক্ত ব্যক্তিরা জড়িত (PEPs), যা ক্লেপ্টোক্র্যাটদের সম্ভাব্য জড়িত থাকার ইঙ্গিত দেয়। অতিরিক্তভাবে, GFI রিপোর্টে দেখা গেছে যে অ্যাটর্নি এবং রিয়েল এস্টেট এজেন্ট সহ পেশাজীবীরা উচ্চ-আয়ের ব্যক্তিদের দ্বারা বারবার REML-এর সুবিধা করে দিয়েছেন — যাতে অন্তর্ভুক্ত ক্লেপ্টোক্র্যাটরা।

প্রায় এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপে পেশাজীবী মধ্যস্থতাকারীদের ভূমিকা থাকে, কিন্তু বিশেষ করে অর্থপাচার প্রক্রিয়াতে, বাড়িয়ে বলা যায় না। বৈশ্বিক ক্লেপ্টোক্র্যাসির বহু-ট্রিলিয়ন-ডলারের সমস্যাটি কেবল অনিচ্ছাকৃত বা নীতিহীন আইনজীবী, হিসাবরক্ষক, নোটারি, ব্যাংকার, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এবং অন্যান্য পেশাজীবী যাদের অপরাধমূলক কাজের জন্য সামনে রাখা হয় এবং বাহক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাদের ছাড়াই থাকতে পারে না, এরা ট্রাস্ট স্থাপন করে এবং ক্লেপ্টোক্র্যাটদের জন্য তহবিল স্থানান্তর করে। ডয়েচে ব্যাংক এবং এইচএসবিসি সহ আন্ত:দেশীয় ব্যাংকগুলিকে জড়িত করে ক্লেপ্টোক্র্যাটদের দ্বারা করা সবচেয়ে মারাত্মক অর্থ-পাচারের কয়েকটি স্কিম, যার ফলে বিলিয়ন ডলারের পাচারের বিরুদ্ধে সঠিকভাবে সুরক্ষা বা রিপোর্ট করতে ব্যর্থতার জন্য প্রচুর জরিমানা করা হয়। আইনজীবীরাও প্রায়ই ক্লেপ্টোক্র্যাটিক স্কিমগুলিতে জড়িত থাকেন, যেখানে তারা বেআইনি তহবিল জড়িত থাকা ব্যবসায়িক লেনদেনে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করেন। এই আইনী পেশাজীবীরা কখনও কখনও সম্পূর্ণ সচেতনতার সাথে ক্লেপ্টোক্র্যাটদের সক্ষম করেন, কিন্তু অনেক সময় কেবল অবহেলার মাধ্যমে দোসর হয়ে ওঠেন; আইনি পেশাদারদের বৈশ্বিক ভূমিকা পানামা পেপারস এবং মোসাক ফনসেকার সমালোচনামূলক সম্পৃক্ততার উপর আলোকপাত করে যা হল একটি পানামা আইন সংস্থা যা সন্দেহজনক ক্লায়েন্টদের পক্ষে হাজার হাজার সত্ত্বা তৈরি ও পরিচালনা করতে সহায়তা করেছিল।

আর্থিক শোষণ

উপরে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, স্নায়ু যুদ্ধের অবসান, বিশ্বায়নের আবির্ভাব এবং অর্থনৈতিক শক্তি হিসাবে চীনের উত্থানের পুরো সময় ধরে কার্যকর অনুমান ছিল যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধগুলি স্বাভাবিকভাবেই পশ্চিমী দেশগুলি থেকে কমিউনিস্ট-পরবর্তী এবং উন্নয়নশীল বিশ্বে তার বাজার উন্মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে সঞ্চালিত হবে। দুর্ভাগ্যবশত, নিয়ম এবং প্রথার এই স্থানান্তর- এবং প্রকৃতপক্ষে, পুঁজি - গণতন্ত্র এবং স্বৈরতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে একটি দ্বিমুখী রাস্তা হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। এবং এই ঘটনার জন্য ক্লেপ্টোক্র্যাসি প্রধান বাহন হিসাবে কাজ করে।

সবচেয়ে স্পষ্টতই, আইনজীবী, ব্যাংকার, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট এবং অন্যান্য পেশাদার মধ্যস্থতাকারীদের দুর্নীতির অর্থ পাচারের জন্য এবং এতে জড়িত ক্লেপ্টোক্র্যাটদের কুখ্যাতি পরিবর্তন করার জন্য অভূতপূর্ব আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। জনসাধারণের বিষয়, জনগণের সম্পর্ক এবং লবিং ফার্মগুলির ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য যেগুলি ক্লেপ্টোক্র্যাটিক শাসনব্যবস্থার কুখ্যাতিতে পরিবর্তন করতে এবং রাষ্ট্র-সমর্থিত কোম্পানি, তাদের সঙ্গীদের এবং গণতান্ত্রিক সমাজের মধ্যে পরিচালিত অন্যান্য সহযোগীদের ধূসর উত্সকে অস্পষ্ট করতে নিযুক্ত রয়েছে। সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন জাদুঘর, আর্ট গ্যালারী, বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাইভেট স্কুল সবই এই ব্যক্তি ও সংস্থাদের জনহিতৈষী কাজকর্ম থেকে উপকৃত হয়েছে। এমনকি খেলাধুলা এবং বিনোদনের ক্ষেত্রগুলি গভীর স্বৈরতান্ত্রিক প্রভাবের অধীনে এসেছে, অভিজাতরা ইউরোপীয় ফুটবল দলগুলিকে কিনে নিচ্ছে, সেলিব্রিটিরা কর্তৃত্ববাদীদের সামাজিক সমাবেশে পারফর্ম করার জন্য অত্যধিক অর্থ প্রদান করেছে, আমেরিকান ন্যাশনাল বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশন জিনজিয়াং-এ মানবাধিকার লঙ্ঘনের চীনা সেন্সরশিপ মেনে চলছে, এবং হলিউডের প্রযোজকরা চীনের সাথে জড়িত সংবেদনশীল বিষয়গুলি এড়িয়ে যাচ্ছে যাতে কমিউনিস্ট পার্টির তাদের উপর ক্রোধ থেকে বাঁচতে।

ধীরে ধীরে, দুর্নীতির বিষয়ে এই পরিচিত হওয়া কোনো ব্যক্তির নিজের মূল্যবোধ, প্রথা এবং পেশাদারী মানের উপর অবক্ষয়মূলক প্রভাব ফেলে। এবং যখন এই ধরণের প্রভাব যথেষ্ট ব্যাপক হয়ে ওঠে, এটি গণতান্ত্রিক সমাজের সবচেয়ে প্রভাবশালী অংশগুলির মধ্যে গণতন্ত্রের প্রতি অঙ্গীকার বজায় রাখার নিয়ম এবং অনুমানগুলিকে দুর্বল করতে শুরু করতে পারে।

ধনী দেশগুলি যারা আন্ত:দেশীয় দুর্নীতির সুবিধার্থে তাদের নিজস্ব পেশাদার ক্ষেত্রগুলির ভূমিকার প্রতি অন্ধ দৃষ্টি দিয়েছে তারা দেখতে শুরু করেছে যে নোংরা অর্থ বড় সমস্যা নিয়ে আনে। ২০১৬ সালে, পানামা পেপারস একটি অভূতপূর্ব আভাস দিয়েছে যে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা কিভাবে তাদের ব্যক্তিগত সম্পদ হস্তান্তর এবং গোপন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ২০১৬ সালের নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপের বিষয়ে বিশেষ কাউন্সেল তদন্ত ওয়াশিংটন, ডি.সি. প্রভাবিত বাজার এবং বিশ্বের কিছু সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন ব্যবস্থাগুলির মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের বিষয়টি সামনে নিয়ে এসেছে। যুক্তরাজ্যের একটি প্রধান পার্লামেন্ট-এর প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে রুশ বিনিয়োগ রাজনৈতিক প্রভাবের

জন্য এমন পরিমাণে অগ্রনী হিসেবে কাজ করেছে যে "আলাদা করা যাবে না।" এছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক খাত এখনও একটি ব্যাংকিং কেলেঙ্কারি থেকে ভুগছে যেখানে দেখা যায় যে শত শত বিলিয়ন ডলারের সন্দেহজনক লেনদেন এই ব্লকের আর্থিক ব্যবস্থায় কোনো সন্দেহ উদ্রেক না করেই স্থানান্তরিত হয়েছে।

এটি লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে গণতান্ত্রিক সমাজে দুর্নীতিগ্রস্ত মূল্যবোধ, কর্মকান্ড এবং নিয়মাবলীর এই সংক্রমণ বিশ্বের স্বৈরতান্ত্রিক নেতাদের মধ্যে যত্ন সহকারে সমন্বয় করা কোন মাস্টার প্ল্যান নয়। এটি গণতান্ত্রিক সমাজে আর্থিক ব্যবস্থা এবং সমাজগুলিতে পর্যাপ্ত সুরক্ষা ব্যবস্থা ছাড়াই স্বৈরতান্ত্রিক শাসন থেকে আসা অর্থের প্রতি যথেষ্ট সাবধানতা বজায় না রেখে উন্মুক্ত করে দেওয়ার স্বাভাবিক এবং অনুমানযোগ্য ফলাফল। কিন্তু এর প্রভাব হয়েছে যে গণতন্ত্রের মধ্যে পেশাদারদের ক্রমবর্ধমানভাবে আন্ত:দেশীয় দুর্নীতির ফসল এবং এটিকে চালনা করা কারণগুলির দ্বারা প্রলুব্ধ করা হয়েছে। সহজ কথায়, যারা তাদের জীবন যাপনের জন্য ক্লেপ্টোক্র্যাটদের সেবা দেওয়ার উপর নির্ভর করেন তারা স্বৈরতান্ত্রিক ক্লেপ্টোক্র্যাসি প্রতিরোধের লক্ষ্যে পদক্ষেপগুলিকে সমর্থন করবেন এমন সম্ভাবনা কম।

বলপ্রয়োগ ও সহিংস কৌশল

নিপীড়নের আন্ত:দেশীয় প্রচার

স্বৈরতান্ত্রিক শাসন বিভিন্ন কারণে অন্যান্য দেশে সমালোচক, ভিন্নমতাবলম্বী এবং প্রবাসীদের টার্গেট করে, কিন্তু দুর্নীতি এই ধরনের কার্যকলাপের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রায়শই ক্লেপ্টোক্র্যাটরা তাদের নিজস্ব দুর্নীতিমূলক কর্মকন্ডগুলির আন্তর্জাতিক তদন্তকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে এবং বিশ্বজুড়ে উদ্ভূত প্রতিপক্ষকে কলঙ্কিত করতে এবং বাধা দেওয়ার জন্য দুর্নীতির অভিযোগ ব্যবহার করে।

আশ্চর্যজনকভাবে, পেশাদার মধ্যস্থতাকারীরা এই ধরনের প্রচেষ্টায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। আইনজীবীরা অনুসন্ধানকারী সাংবাদিক এবং সুশীল সমাজের সংস্থাগুলিকে প্রকৃত আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার আগে পঙ্গু করা আইনি খরচের বোঝা চাপানোর জন্য প্রস্তুত করা হয়রান করে এমন মামলাগুলি শুরু করতে পারে। এছাড়া তারা প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লেপ্টোক্র্যাটদের তাড়া করার জন্য বিদেশী আইনি ব্যবস্থাও ব্যবহার করতে পারে, যার সবচেয়ে কুখ্যাত উদাহরণ হল ২০০০ এর দশকে লন্ডনে রাশিয়ান অভিজাতদের মধ্যে ব্যাপক মামলা।

এর বিপরীতে পাবলিক রিলেশন ফার্ম এবং লবি করা ব্যক্তিরা, প্রায়ই ক্লেপ্টোক্র্যাটদের কালো উৎস সাদা করতে সাহায্য করে এবং তাদের বৈধ নেতা, ব্যবসায়ী বা জনহিতৈষী হিসাবে উপস্থাপন করে একটি প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করে।

তাদের কালিমা লিপ্ত করার প্রচারাভিযানের মাধ্যমে রাজনৈতিক বিরোধীদের টার্গেট করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে — প্রায়শই সহযোগী ক্লেপ্টোক্র্যাটরা যারা শাসনের ক্রোধে পড়েছে এবং তাদের দুর্নীতির গোপনীয় কথা প্রকাশ করার হুমকি দিয়েছে।

স্বাভাবিকভাবেই, এই ধরনের কার্যকলাপগুলি এমন দেশগুলিতে সহজতর হয়ে যায় যেখানে উপরে বর্ণিত ধরণের উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং দুর্নীতি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে জড়িত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের সাথে কাজ করা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে।

বিদেশে রাজনৈতিক বিরোধীদের তাড়া করার জন্য আন্তর্জাতিক আইন-প্রয়োগকারী পদ্ধতিগুলিকে ব্যবহার করার জন্য শক্তিশালী কর্তৃত্ববাদী শাসন ব্যবস্থার প্রচেষ্টাগুলি সমানভাবে বা আরো বেশি উদ্বেগজনক। চীনের অপারেশন ফক্স হান্ট – সি-এর অভ্যন্তরীণ দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের একটি বিদেশী সম্প্রসারণ - প্রত্যর্পণ চুক্তিকে কাজে লাগিয়ে চীনা নাগরিকদের মিথ্যা অভিযোগে হয়রানি এবং বলপূর্বক প্রত্যাবাসনের জন্য বাধ্য করেছে যা সরকারের সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে বলে মনে করা হয়েছে। তাদের সমালোচকদের হয়রানি করার জন্য ইন্টারপোলের রেড নোটিশের রাশিয়ার ব্যাপক অপব্যবহারও ভালভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে: একটি বিশাল ট্যাক্স জালিয়াতি উন্মোচন করার পরে রাশিয়ান কর্তৃপক্ষের দ্বারা আইনজীবী সের্গেই ম্যাগনিটস্কির হত্যার প্রচার করার জন্য অর্থদাতা বিল ব্রাউডারকে হয়রানি করার জন্য এটা বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

ব্যান্ডিং এবং বর্ণনামূলক কৌশলগুলো

খ্যাতি পাচার

ক্লেপ্টোক্র্যাটরা তাদের অবৈধ তহবিল পাচার করে তাদের সুনাম বাড়ায় বিশ্ববিদ্যালয়, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে অনুদানের মাধ্যমে। যখন তারা সমাজহিতৈষী এবং শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাদের ভাবমূর্তি গড়ে তোলে, তখন ক্লেপ্টোক্র্যাটরা তাদের বেআইনি কার্যকলাপ থেকে মনোযোগ সরাতে থাকে, তাদের সম্পদ পাচার করে এবং অভিজাত বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মেলামেশা থেকে সামাজিক ও মূলধন লাভ করে।

বিদেশে এবং দেশে দুই স্থানেই এই লাভগুলি ক্লেপ্টোক্র্যাটদের সুবিধা করে দেয়। অভিজাত পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে সহযোগিতার ফলে দেশে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি হতে পারে, বিশেষ করে যখন বড় অনুদান ক্লেপ্টোক্র্যাট বা তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য অগ্রাধিকারমূলক ভর্তির সুযোগ আনে। এছাড়াও, বিশ্ববিদ্যালয় এবং থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলিতে অনুদান

ক্লেপ্টোক্র্যাটদের সুযোগ দেয় জনমত গঠন করতে গবেষণাকে প্রভাবিত করে বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানে বক্তৃতার সুযোগ গ্রহণের মাধ্যমে। ক্লেপ্টোক্র্যাটরা তাদের দেশের সুনাম বাড়াতে অনুদান ব্যবহার করতে পারে, দুর্বল আর্থিক স্বচ্ছতা থাকা শাসন ব্যবস্থাকে বিস্তৃত করে কিন্তু তাদের পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলির সমর্থন তাদের বিদেশে প্রভাবশালী অভিজাতদের মাধ্যমে সমর্থন নিয়ে আসে, অথবা তারা তাদের দেশের অগণতান্ত্রিক রূপের সরকারের ধারণা স্বাভাবিক করার জন্য থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে তাদের প্রভাব বিস্তার করে।

খ্যাতি পাচার করা বহুগুণে হুমকির সৃষ্টি করে এবং আন্ত:দেশীয় ক্লেপ্টোক্রেটিক নেটওয়ার্কগুলিকে আরও বৃদ্ধি করে। যেসব প্রতিষ্ঠান দুর্নীতিপরায়ন ব্যক্তিদের কাছ থেকে বড় অনুদান গ্রহণ করে তাদের নিজেদের সুনামের ক্ষতি হতে পারে। যদি প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা স্ব-সেন্সরশিপে জড়িত হয় বা ধনী দাতাদের মতামতকে অযথা গুরুত্ব দেয় তাহলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় বা থিঙ্ক ট্যাঙ্কের গবেষণা এবং কার্যক্রমগুলির সততা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়াও, সুনাম পাচারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সফল ব্যবহার ক্লেপ্টোক্র্যাটদের জন্য তাদের সমাজে এবং বিদেশে সম্মান বয়ে নিয়ে আসে, এর ফলে তাদের ক্ষমতার ভিত্তি শক্তিশালী হয়।

খ্যাতি পাচার করা একটি অন্তর্নিহিত আন্ত:দেশীয় অনুশীরন এবং এটি ক্লেপ্টোক্র্যাটদের সম্পদের উৎস লুকানোর জন্য ব্যবহৃত ক্লেপ্টোক্র্যাটিক এবং বেআইনি নেটওয়ার্কগুলির একটি সমাপতিত সেটের উপর নির্ভরশীল, যা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের জন্য বৃহৎ-অঙ্কের অনুদানের যথার্থ অনুসন্ধান করা কঠিন করে তোলে। ক্লেপ্টোক্র্যাটরা তাদের অনুদানের বিদেশী উৎস গোপন করতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফাউন্ডেশন বা অন্যান্য আইনি সত্তা স্থাপন করে। যেহেতু সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনুদান ২০০৭ এবং ২০১৩ এ $১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে ২০১৩ থেকে ২০১৯ এর মধ্যে $৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে বেড়েছে। অবৈধ উৎস থেকে অনুদান না নেওয়ার জন্য ব্যাপক নীতি তৈরির প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করে, ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ এজুকেশনেরর মতে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতামূলক থাকার জন্য বিদেশী অনুদান গ্রহণ করার জন্য প্রণোদিত করা হয়েছে।

খ্যাতি পাচার করা বড় উপহার ছাড়াও হতে পারে; ক্লেপ্টোক্র্যাটিক শাসন ব্যবস্থাগুলি তাদের দেশের বা তাদের ব্যক্তিগত খ্যাতি বৃদ্ধি করতে পর্যটন, সামাজিক মিডিয়া এবং পপ সংস্কৃতির সুবিধা নিতে পারে। ক্লেপ্টোক্র্যাটের সমর্থনে ব্যক্তিগত পার্টিতে বা জনসাধারণের অনুষ্ঠানে কাজ করার জন্য জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী বা অভিনেতাদের অর্থ প্রদানের জন্য অবৈধ তহবিল ব্যবহার করা তাদের অবৈধ কাজের সহযোগী করে এবং একটি "শীতল" ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে যা জনসাধারণের দ্বারা গ্রহণযোগ্য হয়। এছাড়া ক্লেপ্টোক্র্যাটরা কৌশলগতভাবে তাদের দেশকে পর্যটকদের নিকটে তুলে ধরতে পারে সংস্কার চলমান থাকা দেশ হিসাবে একটি ভাবমূর্তি তৈরি করে, অথবা যা জনপ্রিয় আন্দোলনকে সমর্থন করে যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই যাতে পর্যটকরা আকৃষ্ট হয় এবং তাদের বেআইনি কার্যকলাপ থেকে মনোযোগ সরে যায়।

এই অর্থে খ্যাতি পাচার করা দেশের আন্দোলনকারীদের সেন্সরশিপ বা দমনের লক্ষ্য হিসাবে রেখে যারা ক্লেপ্টোক্র্যাটদের দুর্নীতি ফাঁস করতে চায় তাদের জন্য ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে। এছাড়াও, পর্যটক বা সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের মতো বিস্তৃত জনগণের নিকটে খ্যাতি পাচার করার সাফল্য ক্লেপ্টোক্র্যাটদেরকে এবং তাদের কর্মকান্ডগুলিকে স্বাভাবিক করে তোলে এবং এমনকি কখনও কখনও মহিমান্বিত করে।

উন্নয়নমূলক বর্ণনা

ক্লেপ্টোক্র্যাটিক শাসকরাও আন্তর্জাতিকভাবে উন্নয়নের গল্পগুলি ব্র্যান্ডিং-এর এক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। অলঙ্কারশাস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে যে তাদের একদলীয় রাষ্ট্র, "কল্যাণময়" স্বৈরতান্ত্রিক শাসন, বা সীমিত গণতন্ত্র একটি অলৌকিক অর্থনৈতিক ঘটনা বা রাষ্ট্রের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে পারে। এই যুক্তিতে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন গণতন্ত্রের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পায়। অনেক ক্লেপ্টোক্র্যাট সফলভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে তাদের উন্নয়নশীল জাতিকে অবশ্যই গণতন্ত্রের "কাল্পনিক" আদর্শের সাথে কিছুটা বাস্তব সম্মত আপস করতে হবে। সর্বোপরি, অধিকারের পূর্বে মানুষের খাবারের প্রয়োজন এবং সুশাসনের চেয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া এই উন্নয়নের বর্ণনা অন্যভাবেও কার্যকর: বিদেশী অর্থায়নে করা নির্মাণ এবং অবকাঠামো প্রকল্পগুলি ক্লেপ্টোক্র্যাটদের জন্য লাভজনক লক্ষ্য। এইভাবে উন্নয়ন-কেন্দ্রিক প্রচারণা ক্লেপ্টোক্র্যাসির সুবিধা এবং মুনাফা বাড়ানোর জন্য আরেকটি পরোক্ষ উপায়। এর মাধ্যমে এটি আরও টার্গেট করা খ্যাতি পাচার কৌশল থেকে আলাদা। এমন বক্তৃতাগুলি দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে উভয় স্থানেই রোপন করা হয়, যদিও বিদেশ থেকে বিনিয়োগ আকর্ষণের উপর নজর এটিকে আমাদের শ্রেণীবিন্যাসে "আন্ত:দেশীয়" বিভাগের অধীনে রাখে।

ক্লেপ্টোক্র্যাসির আন্ত:দেশীয় প্রতিক্রিয়া

প্লেবুকের এই বিভাগটি বিদেশী ঘুষ এবং ঘুষের সম্পৃক্ততাকে অপরাধ ঘোষণা করা, দুর্নীতিবাজদের নিষেধাজ্ঞা, কর্তৃত্ববাদী অপরাধের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংহতি তৈরি করা, একটি নেটওয়ার্ককে পরাজিত করার জন্য একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করা এবং অভিবাসন ত্রুটিগুলিকে রোধ করা সহ ক্লেপ্টোক্রেসির আন্তর্জাতিক পাল্টা ব্যবস্থাগুলির রূপরেখা প্রদান করে। এই প্রব্যবস্থাগুলি তাদের দেশের বাইরে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে কাজ করা ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে নেওয়া, যেখানে রয়েছে আন্তর্জাতিক কর্মী, সংস্থা এবং গন্তব্য দেশগুলির ভূমিকা পালনকারী।

তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করে এবং যারা দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টায় নিয়োজিত তাদের সমর্থন করে, গণতান্ত্রিক সমাজগুলি (এবং যারা গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে) আইন প্রয়োগকারী, অর্থনৈতিক রাষ্ট্রকাঠামো এবং সুশীল সমাজের চাপের মাধ্যমে ক্লেপ্টোক্র্যাসি টার্গেট করা শুরু করার জন্য একটি সুরক্ষিত, বিশ্বাসযোগ্য এবং শক্তিশালী অবস্থানে থাকবে।

বিদেশী ঘুষ এবং ঘুষের সম্পৃক্ততাকে অপরাধ ঘোষণা করা

বিদেশে দুর্নীতিমূরক কর্মকান্ড আইনের মাধ্যমে বিদেশে কর্মরত নিজস্ব কোম্পানিগুলির দ্বারা বিদেশী কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়াকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭৭ সালে প্রথম অপরাধ হিসেবে গণ্য করে। একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়বদ্ধতা ছিল যে দুর্নীতি রপ্তানি না করা বা অন্য দেশে এটির অবনতি না ঘটানো, যা অন্যান্য অনেক দেশ দ্বারা অনুকরণ করেছে; প্রকৃতপক্ষে, এটি OECD ঘুষ-বিরোধী কনভেনশনের এক মূল প্রয়োজনীয়তা। তবুও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় শুধুমাত্র চারটি দেশ - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড এবং ইসরায়েল - সক্রিয়ভাবে বিদেশী ঘুষ আইন প্রয়োগ করে, এবং বিশ্বের প্রায় অর্ধেক রপ্তানি এমন দেশগুলি থেকে আসে যেগুলি প্রায় শাস্তি দেয়ই না। বিদেশী ঘুষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহনের উন্নতি ঘটানো তাই প্রধান অগ্রাধিকার।

কিন্তু এটাও দুর্নীতিগ্রস্থ বিদেশী কর্মকর্তাদের টার্গেট করার জন্য কিছু করে না যারা নিজেরাই অর্থ দাবি বা চাঁদাবাজি করেন। ঘুষের *অনুরোধকে* অপরাধ ঘোষণা করা হল একটি যৌক্তিক পরবর্তী পদক্ষেপ। যার মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে কেবলমাত্র তাদের সমৃদ্ধ করে এমন কোম্পানীগুলির পরিবর্তে ক্লেপ্টোক্র্যাটদের টার্গেট করতে সক্ষম করবে। অবশ্যই, এতে যুক্ত হবে সেই অপরাধগুলির বিষয়ে আইন প্রয়োগের এখতিয়ার যা তাদের নিজস্ব সীমানার মধ্যে সংঘটিত নাও হতে পারে। এর ফলে অন্যরা তাদের সাথে একই কাজ করবে সেই কারণে অনেক সরকার তা করতে অনিচ্ছুক হয়। কিন্তু এটি একটি সুস্পষ্ট বার্তা পাঠাবে যে গণতান্ত্রিক সমাজ আন্ত:দেশীয় দুর্নীতির কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকে একটি গুরুতর এবং সর্বজনীন সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করে, এবং তারা নিজেরাই আইনের শাসনকে দুর্নীতিগ্রস্ত স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাযগুলির উপর কায়েম করে ক্লেপ্টোক্র্যাসির বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত করতে সক্ষম করবে।

দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিদের উপর নিষেধাজ্ঞা

যখন ক্লেপ্টোক্র্যাটরা আইন প্রয়োগকারীদের নাগালের বাইরে থাকে, তখন গণতান্ত্রিক সরকারগুলি দুর্নীতিবাজদের নাম প্রকাশ করে এবং লজ্জিত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের নিষেধাজ্ঞা ব্যবহার করতে পারে। এর মাধ্যমে তাদের কাজকর্ম ব্যাহত করতে পারে এবং তাদেরকে জবাবদিহি করার চেষ্টা করতে পারে। এটি প্রধান আর্থিক কেন্দ্রগুলির জন্য একটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার - বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, একটি বৈশ্বিক মুদ্রা হিসাবে মার্কিন ডলারের প্রতিষ্ঠার কারণে।

কিন্ত এছাড়া আরো ক্ষুদ্র গণতন্ত্রগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে বিদেশী দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের নিষেধাজ্ঞা জারি করার কথা বিবেচনা করা। এটি শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক সংহতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তাই দেয় না বরং দুর্নীতির আয়কে একটি দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে বাধা দিয়ে নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে প্রতিরক্ষামূলক ভূমিকা পালন করে।

বিদেশ নীতির হাতিয়ার হিসেবে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার বৃহত্তর ব্যবহার বা বস্তুত, অত্যধিক ব্যবহার নিয়ে যথেষ্ট এবং ক্রমবর্ধমান বিতর্ক রয়েছে, নিরপরাধ জনসাধারণের উপর ক্ষতিকারক অর্থনৈতিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনার কারণে। কিন্তু, গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি অ্যাক্টের মতো প্রোগ্রামগুলি নির্দিষ্ট ব্যক্তি এবং তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের শাস্তি দিতে টার্গেট করে নিষেধাজ্ঞাগুলি ব্যবহার করা হয়, যা সাধারণ জনগণকে প্রভাবিত করে না। লক্ষ্যকৃত নিষেধাজ্ঞা সরাসরি দায়ী ব্যক্তিদের কৈফিয়ত দিতে বাধ্য করার মাধ্যমে মানবাধিকার লঙঘন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে ।

সম্প্রতি, দুর্নীতির জন্য নিষেধাজ্ঞার তালিকায় ব্যক্তি ও সত্তাকে নির্দিষ্ট করার প্রবণতা বিশ্বব্যাপী বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে

সমমনস্ক উদার গণতান্ত্রিক সমাজে। সন্ত্রাসবিরোধী নিষেধাজ্ঞার অনুরূপ, এই তালিকাগুলি তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আর্থিক এবং ভিসা লেনদেনে বাধা দিতে শক্তিশালী প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু, জাতিসংঘ নিরাপত্তা কাউন্সিল (UNSC) এর মাধ্যমে সন্ত্রাসবিরোধী নিষেধাজ্ঞার বিপরীতে, দুর্নীতিবিরোধী নিষেধাজ্ঞার তালিকা এখনও প্রাথমিকভাবে একক জাতীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে। ক্লেপ্টোক্র্যাসিতে আন্ত:দেশীয় প্রতিক্রিয়া জোরদার করার জন্য, অভ্যন্তরীণ নিষেধাজ্ঞার প্রচেষ্টাগুলি আরও কার্যকর প্রতিরোধ নেটওয়ার্ক তৈরি করতে ক্রমবর্ধমানভাবে সীমান্তের ওপারেও সমন্বিত হওয়া উচিত।

স্বৈরতান্ত্রিক ক্লেপ্টোক্র্যাসির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক সংহতি

সংশ্লিষ্ট সরকারগুলি গ্রহণ করতে পারেন এমন পরবর্তী অবিলম্বে গ্রহণ করার মত পদক্ষেপ হল স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নিকটে একটি শক্তিশালী, বিশ্বাসযোগ্য এবং সুস্পষ্ট বার্তা দেওয়া যে বিশ্বব্যাপী আর্থিক ব্যবস্থার অপব্যবহার আর সহ্য করা হবে না। পাশাপাশি বিদ্যমান অর্থপাচার বিরোধী এবং দুর্নীতি বিরোধী নীতিগুলিকে অন্যান্য গণতন্ত্রের সাথে যতটা সম্ভব সমন্বয় করতে হবে।

বেশিরভাগ দেশের জন্য, এর অর্থ হল জাতিসংঘের দুর্নীতি বিরোধী কনভেনশন, OECD অ্যান্টি-ব্রাইবেরি কনভেনশন, ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের সুপারিশ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক চুক্তিতে ইতিমধ্যে করা প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো। এছাড়া এর অর্থ হল জাতিসঙ্ঘ, গ্রুপ সেভেন (জি৭) এবং গ্রুপ ২০ (জি২০) এবং ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্সের মতো বিশিষ্ট আন্তর্জাতিক ফোরামগুলিতে বিষয়টির উপর আরও বেশি জোর দেওয়া।

এটি এখন একটি জরুরি পদক্ষেপ কারণ স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাগুলি তাদের নিজেদের ক্ষতিকারক উদ্দেশ্যে দুর্নীতি-বিরোধী বর্ণনাগুলিকে বিপর্যস্ত করা শুরু করেছে, যেমন তারা প্রায়শই ২০০-এর দশকে বৈধ রাজনৈতিক বিরোধিতাকে টার্গেট করতে সন্ত্রাসবিরোধী পদক্ষেপগুলিকে কাজে লাগাত৷ অনেক শক্তিশালী ব্যক্তি ব্যবস্থাটিকে পরিষ্কার করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছেন, কিন্তু এটিকে আরও খারাপ করেছেন। চীনে, চীনা কমিউনিস্ট পার্টিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সি জিনপিংয়ের অভূতপূর্ব ক্র্যাকডাউন উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বৈরতান্ত্রিকদের জন্য একটি কেস স্টাডি, কিভাবে রাজনৈতিক বিরোধিতাকে দমন করার পাশাপাশি একটি প্রকৃত সমস্যার মোকাবিলা করে জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায়। ২০১২ সালে শুরু করা, আমলাতান্ত্রিক জড়তা এবং CCP-এর প্রতিটি স্তরে দুর্নীতির কারণে দীর্ঘস্থায়ী জনসাধারণের হতাশার প্রতিক্রিয়া হিসাবে সি-এর "বাঘ এবং মাছি" উভয়ের বিরুদ্ধেই দুর্নীতিবিরোধী অভিযানকে ব্যাপকভাবে স্বাগত জানানো হয়েছিল। কিন্তু এছাড়া এটি প্রধান সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিতে কেন্দ্রীয় দলের প্রভাবকে আরও ব্যবহার করার মাধ্যমে সি-এর ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে বৈধতার দিকে ও ত্বরান্বিত করতে সহায়তা করেছে। যার ফলে তা পরোক্ষভাবে বা পরিকল্পিত উপায়ে পুরো ব্যবস্থা জুড়ে দমনের কারণগুলিকে শক্তিশালী করে। এটি শুধু প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমেই অর্জন করা হয় নি, নিন্দিত কর্মকর্তাদের শূন্য পদে সি-এর

গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি কর্মসূচী

২০১২ সালের মূল ম্যাগনিটস্কি আইনটি মস্কোর একজন আইনজীবী সের্গেই ম্যাগনিটস্কির হত্যাকাণ্ডে জড়িত রাশিয়ান কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার অনুমোদন দিয়েছে, যিনি বিশাল রাষ্ট্রীয় কর জালিয়াতির প্রমাণ উন্মোচন করেছিলেন। ২০১৬ সালে, ইউএস কংগ্রেস একটি গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি আইন পাস করেছে যা বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার লঙ্ঘন বা দুর্নীতিতে জড়িত যেকোন ব্যক্তি বা সত্তার উপর সম্পদ বাজেয়াপ্ত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাত্রার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার অনুমোদন দিয়েছে।

গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি প্রোগ্রামটি ২০২১ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ৩৪টি দেশে ২৪৬ জন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে টার্গেট করে এমন সাফল্যের সাথে বিস্তৃত করা হয়েছিল, যে কানাডা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্য সহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের নিজস্ব সংস্করণ বাস্তবায়ন করেছে। জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং অন্যত্রও আইন প্রণয়নের কথা বিবেচনা করা হচ্ছে। ২০২১ সালের মার্চ মাসে, জিনজিয়াং-এ মানবাধিকার লঙ্ঘনের অপরাধীদের বিরুদ্ধে গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কির নিষেধাজ্ঞাগুলি প্রথমবারের মতো কয়েকটি দেশের মধ্যে সমন্বয় করে নেওয়া হয়েছিল যা ঐক্য এবং সংহতির একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নিদর্শন ছিল।

সম্ভবত আশ্চর্যজনকভাবে সাধারণত (এবং প্রয়োজনীয়ভাবে) গোপন নিষেধাজ্ঞা নির্দিষ্টকরণের প্রক্রিয়ার প্রেক্ষিতে, সুশীল সমাজের সংস্থাগুলি ইউএস গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি প্রোগ্রামে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্ভাব্য টার্গেট সনাক্ত করতে মার্কিন কর্মকর্তারা প্রায়ই সংবাদ মাধ্যম এবং সুশীল সমাজের তদন্তের উপর নির্ভর করে। তবে বিশ্বজুড়ে ২০০ টিরও বেশি গোষ্ঠী আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগের বিবেচনার জন্য মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং দুর্নীতির প্রমাণ সংগ্রহ এবং জমা দেওয়ার সাথে জড়িত।

অনুগতদের পদোন্নতি করে অর্জন করা হয়েছিল। এছাড়াও, যদিও দুর্নীতিবিরোধী অভিযানের বিদেশী উপাদান অপারেশন ফক্স হান্ট নিঃসন্দেহে প্রত্যর্পণের জন্য প্রকৃত পলাতকদের অনুসরণ করেছে, এটি সি-এর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ এবং সমালোচকদেরও অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে টার্গেট করেছে। এটি বেজিংয়ের অগ্রাধিকারের বিষয়ে বলে যে, তার নিজস্ব দুর্নীতি বিরোধী প্রচেষ্টাকে আন্তর্জাতিকীকরণের এই স্পষ্ট চাপ সত্ত্বেও, এটি অন্যান্য দেশগুলির দ্বারা চাওয়া অভিযুক্ত ক্লেপ্টোক্র্যাটদের আশ্রয় দেওয়া চালিয়ে যাচ্ছে এবং সমগ্র বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ জুড়ে ব্যাপক ঘুষ ও অর্থ আত্মসাৎকে মোকাবেলা করার জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু করেনি।

তাই চীনের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান কেবলমাত্র মাত্রায় নজিরবিহীন নয় বরং এর উৎপত্তি এবং ফলাফলের দিক থেকে সম্ভবত আরো জটিল যা পরবর্তীকালে আরো অনেক দেশের মধ্যে নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপাইনস এবং রাশিয়ার মতো দেশে অনুসৃত হয়েছে । যদিও এই সকলের মধ্য দিয়ে যে থিমটি চলে তা হল, দুর্বল আইনের শাসন দেশগুলির রাজনৈতিক নেতারা গণতন্ত্রবিরোধী কার্যকলাপের জন্য জনসমর্থন পাওয়ার জন্য দুর্নীতিবিরোধী পরিভাষাগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে ব্যবহার করছেন।

গণতন্ত্রগুলির দ্বারা এবং সমন্বিত জনগণ-সম্পৃক্ত প্রচারণা স্বৈরতান্ত্রিক ক্লেপ্টোক্র্যাসিকে উন্মোচন ও তিরস্কারের জন্য এই ভণ্ডামিকে উন্মোচিত করবে এবং দুর্নীতিগ্রস্ত শাসন ব্যবস্থাকে নোটিশ দেবে যে, বিশ্বব্যাপী আইনের শাসন নষ্ট করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, খেলার নিয়মগুলি পরিবর্তিত হয়নি, এবং তাদের পরিচালিত খেলা শুরু করতে হবে অথবা দায়বদ্ধ হতে হবে।

একটি নেটওয়ার্ককে হারাতে নেটওয়ার্ক তৈরি করা

যেমনটি আমরা দেখেছি, আন্ত:দেশীয় দুর্নীতির সাথে বিভিন্ন বিচারব্যবস্থায় একাধিক ভূমিকা পালনকারীর অংশগ্রহণ, ক্লেপ্টোক্র্যাটদের থেকে শুরু করে যে পেশাজীবীরা অর্থ পাচারে সহায়তা করে এবং সরকারগুলি যারা চোখ বন্ধ করে থাকে। ক্লেপ্টোক্র্যাসি এখন একটি সুবিশাল এবং সমৃদ্ধ বৈশ্বিক শিল্প, সেই সাথে একটি বিস্তৃত বিশ্বব্যাপী হুমকিও বটে। এর বিপরীতে, যে জাতীয় এবং স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, স্বাধীন সংবাদমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের সংস্থাগুলি দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মনোনিবেশ করে, তারা প্রায়ই এক্তিয়ার সংক্রান্ত সমস্যা এবং পর্যাপ্ত রাজনৈতিক সমর্থন, দক্ষতা এবং সম্পদের অভাব দ্বারা আববদ্ধ থাকেন।

যদিও নীতিনির্ধারকরা যেভাবে তাদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করতে পারে এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপায় উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পুনরাবৃত্তি করা শোভন যে ক্লেপ্টোক্র্যাট এবং তাদের পেশাজীবী সক্ষমকারীদের কার্যকরভাবে টার্গেট করার জন্য প্রথম এবং সর্বাগ্রে, নতুন আন্ত:দেশীয় ক্লেপ্টোক্র্যাসি নেটওয়ার্কগুলির উত্থানের প্রয়োজন হবে। আইন প্রয়োগ সম্পর্কিত কর্মকান্ড এবং নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে ক্লেপ্টোক্র্যাটদের বিচ্ছিন্নভাবে টার্গেট করা আন্ত:দেশীয় দুর্নীতির ব্যবস্থাগত ভিত্তিকে উন্নীত করার জন্য যথেষ্ট হবে না। কারণ এটি সর্বোপরি বেনামে অর্থ ব্যবস্থাপনা এবং জনসাধারণের উদাসীনতার সংমিশ্রণ যার মাধ্যমে ক্লেপ্টোক্র্যাটরা দায়মুক্তভাবে করার সযোগ পায়। মামলা বা নিষেধাজ্ঞার সম্ভাবনা উভয়ই অবশ্যই যারা নিজের লোকদের কাছ থেকে চুরি করেন সেসব নেতাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং তাদের বিরত করতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র জনসাধারণের উদ্বেগকে জাগিয়ে তোলা এবং সংস্কারের মাধ্যমে পদ্ধতিগত দুর্বলতাগুলি মোকাবিলার গতির মাধ্যমেই আমরা প্রথমে সেগুলি করার ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমতাকে দুর্বল করতে পারি।

গণতন্ত্রে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের জন্য, তাই প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ হবে ক্লেপ্টোক্র্যাসি বিরোধী নেটওয়ার্কগুলি বৃদ্ধিতে আরও সহায়তা করা যেমন ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অফ ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট (ICIJ), ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি (NED) এবং অন্যান্যদের দ্বারা অগ্রগামী নেটওয়ার্কগুলির মত। এছাড়াও প্রশংসনীয় ক্লেপ্টোক্র্যাসি বিরোধী আন্তর্জাতিক উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে এক্সট্র্যাক্টিভ ইন্ডাস্ট্রিজ ট্রান্সপারেন্সি ইনিশিয়েটিভ (EITI), প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনায় এবং এই সম্পদগুলি থেকে অর্জিত পাবলিক ফান্ড জবাবদিহিতার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, সেইসাথে পাবলিশ হোয়াট ইউ পে (PWYP) উদ্যোগ যা উত্তোলন-শিল্পে চুক্তি সংক্রান্ত তথ্যে জনসাধারণের নিকট প্রকাশে জন্য চাপ দেয়।

এটা সত্য যে, গণতান্ত্রিক সরকারগুলো যে কোনো সময় তাদের পছন্দ অনুযায়ী দুর্নীতিবিরোধী নীতির সামঞ্জস্য করা এবং প্রয়োগে সমন্বয় সাধনের কাজ শুরু করতে পারে। যাইহোক, বাস্তবে, শুধুমাত্র সুশীল সমাজের সক্রিয়তা এবং জনগণের ক্ষোভ নিশ্চিত করবে যে তারা আসলে তা করে এবং তা করা চালিয়ে যায়। এবং স্বৈরাচারী সমাজের মধ্যে, শুধুমাত্র সুশীল সমাজের টিকে থাকা এবং শক্তি পাওয়া জনগণের কাছে ক্লেপ্টোক্র্যাটিক শাসন ব্যবস্থার প্রকৃত রূপ প্রকাশ করতে পারে এবং দুর্নীতিবাজ নেতাদের কাছে জবাবদিহি চাইতে সক্ষম রাজনৈতিক চাপ তৈরি করতে পারে।

মধ্য আফ্রিকার ক্লেপ্টোক্র্যাসি বিরোধী জোট

২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে, ক্যামেরুন, চাদ, কঙ্গো প্রজাতন্ত্র এবং ইকুয়েটোরিয়াল গিনির চারটি সুশীল সমাজের সংস্থা ন্যাশনাল এনডাউমেন্ট ফর ডেমোক্রেসি দ্বারা আয়োজিত একটি কর্মশালায় একত্রিত হয়েছিল এবং এই অঞ্চলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বৈরতান্ত্রিক ক্লেপ্টোক্র্যাটিক শাসন মোকাবেলায় একটি সমন্বিত পন্থা গ্রহণের জন্য মধ্য আফ্রিকার ক্লেপ্টোক্র্যাসি বিরোধী জোট তৈরি করেছিল। NED এবং গ্লোবাল ইন্টিগ্রিটির সমর্থনে, জোট টি আঞ্চলিক পর্যায়ে সহযোগিতার জন্য একটি মিটিং পয়েন্ট তৈরি করে স্থানীয় নাগরিক সমাজ সংস্থা এবং বৃহত্তর, আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির মধ্যে ব্যবধান দূর করে। ২০২০ সালে, ফ্রেন্ডস অফ অ্যাঙ্গোলা বর্তমানের এই চারটি সংস্থায় যোগদান করেছে — ADISI (ক্যামেরুন), EG জাস্টিস (ইকুয়েটরিয়াল গিনি), ইন্টেরেস্ট ল সেন্টার (চাদ) এবং সাসুফিট (কঙ্গো প্রজাতন্ত্র) —জোটের আঞ্চলিক উপস্থিতি পাঁচটি দেশে বিস্তৃত করেছে।

ক্লেপ্টোক্র্যাসি বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠনগুলি ঐতিহ্যগতভাবে ক্লেপ্টোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে তদন্তমূলক এবং আইনি প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু তারা আঞ্চলিক নাগরিক শিক্ষা প্রকল্পের অভাব রেখেছে যা ক্লেপ্টোক্র্যাসি সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াতে এবং পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক দাবিগুলিকে উত্সাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয়। প্রতিক্রিয়া হিসাবে, জোট টি ওপেন সেন্ট্রাল আফ্রিকা (OCA) উদ্যোগ প্রতিষ্ঠা করে।কিভাবে মধ্য আফ্রিকার জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনকে ক্লেপ্টোক্র্যাসি প্রভাবিত করে এবং নাগরিকদের জনসেবা থেকে বঞ্চিত করে তার গল্পগুলি সংগ্রহ ও প্রচার করার জন্য।

এই গল্পগুলি ক্লেপ্টোক্র্যাসিকে আলাদাভাবে উপস্থাপন করে এবং দুর্নীতির তথ্যকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। ক্লেপ্টোক্র্যাসির নেতিবাচক প্রভাবগুলিকে আরও সহজে অনুবোধনযোগ্য করে এবং সংস্কারের দাবিতে নাগরিকদের অনুপ্রাণিত করে। উদাহরণস্বরূপ, OCA ইকুয়েটরিয়াল গিনির শাসক পরিবারের সম্পদকে গড় ইকোয়াটোগিনির অধিবাসীদের নিম্ন প্রত্যাশিত আয়ুকাল, শিক্ষা এবং আর্থিক অবস্থা সহ একটি গল্প প্রকাশ করেছে। তাদের গল্পটি সংবাদমাধ্যমের বর্ণনাগুলির সমালোচনা হিসাবে কাজ করে যা ইকুয়েটরিয়াল গিনির বর্তমান রাষ্ট্রপতি তেওডোরো ওবিয়াং এনগেউমা এমবাসোগোর পুত্র এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট তেওডোরো এনগুয়েমা ওবিয়াং-এর জীবনধারাকে মহিমান্বিত করে, যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বিলাসবহুল পণ্য কেনার জন্য $৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি অর্থ পাচার করেছেন। OCA আলোকপাত করে যে এই ক্রয়গুলির ফলে ইকুয়েটরিয়াল গিনির নাগরিকরা উচ্চ মানের জীবনযাত্রা থেকে সরাসরি বঞ্চিত হয়েছে।যেখানে $৭০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দেশের বার্ষিক বাজেটের এক-তৃতীয়াংশ । এর মাধ্যমে ৮ বছরের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্থায়ন বা এক দশকের জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অর্থায়নের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

যখন কোভিড-19 মধ্য আফ্রিকায় আঘাত হানে, তখন অতিমারী পরিচালনায় ক্লেপ্টোক্র্যাসির প্রভাবের উপর নজর রাখার জন্য OCA তার গল্পগুলি তৈরি করেছে। OCA গ্র্যান্ড কোউর ফাউন্ডেশন-এর বিষয়ে লিখেছে, চাদের প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি দ্বারা পরিচালিত একটি দাতব্য ফাউন্ডেশন যা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন এবং বেসরকারী উভয় প্রতিষ্ঠানদের চাপ দিত বৃহৎ অনুদান প্রদানের জন্য। এর এই অর্থ পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির পরিবার এবং বর্ধিত নেটওয়ার্কের সমৃদ্ধির জন্য সরিয়ে নেওয়া হয়। অতিমারী শুরু হওয়ার পরে, গ্র্যান্ড কোউর চাদে COVIDকোভিড-19 পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় কার্যভার গ্রহণ করেছিল, অর্থ এবং চিকিৎসা সংস্থান উভয়ই ফাউন্ডেশনে চালিত করেছিল এবং প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পরিবার এবং অনুগতদের সুবিধার জন্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ব্যবহার করেছিল। এমন কর্মকান্ড রাষ্ট্রপতিকে সমৃদ্ধ করার জন্য কাজ করেছিল স্পষ্টভাবেই তিনি অতিমারির মোকাবিলা করার পরিবর্তে পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবস্থার মাধ্যমে সমর্থন জোগাড় করে তার অবস্থানকে স্থায়ী করেছিলেন।

ট্রানজিট ও গন্তব্য দেশগুলোর ভূমিকা স্থির করা

আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার পাশাপাশি, বিশ্বব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী কর্মীদের ট্রানজিট এবং গন্তব্যের এক্তিয়ারের ফাঁকফোকর গুলি বন্ধ করার জন্য কাজ করতে হবে যা ক্লেপ্টোক্র্যাটদেরকে চুরি করা তহবিল পাচার করতে সক্ষম করে। এর মধ্যে রয়েছে ফিনান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স অন অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (FATF)-এর সম্পূর্ণ সুপারিশগুলি বাস্তবায়ন করা, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত PEPs-এর কার্যকলাপের উপর আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারা বর্ধিত যথাযথ অনুসন্ধান বাস্তবায়িত করা, যা সমস্ত ক্লেপ্টোক্র্যাটদের বিবেচনা করে করা হবে।

ট্রানজিট এবং গন্তব্য দেশগুলিরও আইনী সত্তার প্রকৃত উপকারী মালিকদের সম্পর্কে আরও তথ্যের প্রয়োজন যেমন কর্পোরেশন এবং লিমিটেড-লায়াবিলিটি কোম্পানি (LLCs)-এর মতো। যার মাধ্যমে ক্লেপ্টোক্র্যাটদের দ্বারা আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থায় শেল কোম্পানিগুলি ব্যবহার করে চুরি করা অর্থ পাচার করা বন্ধ করা যায়। অনেক দেশ সম্প্রতি সংস্থাগুলির নিবন্ধন এবং অ্যাকাউন্ট খোলার বিষয়ে তাদের আইন পরিবর্তন করেছে। এখন সেই সব ব্যক্তিদের তথ্যের প্রয়োজন হয় যারা শেষ পর্যন্ত এই ধরনের সংস্থাগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং উপকৃত হয়। সম্পূর্ণ প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় মালিকানার সীমা বিভিন্ন বিচারব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয়, তবে সাধারণত ১০-শতাংশ বা তার বেশি শেয়ারহোল্ডিংগুলির থাকা ব্যক্তিদের প্রকাশ অন্তর্ভুক্ত থাকে।

সুবিধালাভকারী মালিকানা প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তার বাইরে, ট্রানজিট এবং গন্তব্য দেশগুলি আর্থিক তথ্যের স্বয়ংক্রিয় দ্বিপাক্ষিক প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তাগুলি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্লেপ্টোক্র্যাসিকে সক্ষম করায় তাদের ভূমিকা ন্যূনতম করতে পারে। স্বয়ংক্রিয় আর্থিক তথ্য বিনিময়ের উচ্চতম মান হল OECD-এর কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (CRS), যা অংশগ্রহণকারী দেশগুলির আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্যান্য বিচারব্যবস্থার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আর্থিক তথ্য বিনিময় করার আহ্বান জানায়। এই ধরনের তথ্যের পারস্পরিক আদান-প্রদান ক্লেপ্টোক্র্যাটরা বাস করে এমন "উৎস দেশগুলির" জন্য ট্রানজিট এবং গন্তব্য দেশগুলি থেকে আর্থিক তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়। সম্ভব হয় তাদের জাতীয় ডেটার সাথে তুলনা এবং দুর্নীতি এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপ উন্মোচন করা।

যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র CRS অনুসরণ করে না, তবে এটি ফরেন অ্যাকাউন্ট ট্যাক্স কমপ্লায়েন্স অ্যাক্ট (FATCA) এর অনুরূপ মানদন্ড মেনে চলে। উৎস দেশে নির্দিষ্ট সীমার উপরে আর্থিক সম্পদের তথ্যের প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয়তা আরোপ করে। যদিও FATCA এটা নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে যে সম্পদের মালিক তাদের নিজ দেশে কর প্রদান করেছেন। দ্বিপাক্ষিক প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তাগুলি CRS-এর মতো কঠোর নয় এবং তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিনিময় হয় না। যেহেতু তথ্য শুধুমাত্র অনুরোধের ভিত্তিতে পাঠানো হয়, তাই অমিল খুঁজে বের করার জন্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নির্দিষ্ট তথ্যের অনুরোধ করার জন্য উৎসের দেশগুলির উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো হয়, যা ক্লেপ্টোক্র্যাটদের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আর্থিক দুর্ব্যবহার থেকে মুক্তি পাওয়া CRS রূপায়ন করা কোনো দেশের তুলনায় সহজ করে তোলে। ক্লেপ্টোক্র্যাটদের অর্থ পাচারের আদর্শ স্থান হিসাবে বৃহৎ জনপ্রিয়তা হ্রাস করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই ফাঁকফোকর মোকাবেলা করা উচিত। এছাড়া অন্যান্য গন্তব্য এবং ট্রানজিট দেশগুলিকে আর্থিক তথ্যের প্রতিবেদন এবং আদান-প্রদানের জন্য উচ্চ মানদন্ড রূপায়নের দিকে নজর দেওয়া উচিত যাতে ক্লেপ্টোক্র্যাসিতে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলিকে বেআইনি স্থানান্তর আবিষ্কার করতে সাহায্য করা যায়।

US কর্পোরেট ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্ট

২০২১সালের জানুয়ারীতে ন্যাশনাল ডিফেন্স অথরাইজেশন অ্যাক্ট (NDAA) এর অংশ হিসাবে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্পোরেট ট্রান্সপারেন্সি অ্যাক্ট (CTA) ২০১৯ প্রণয়ন করেছে "অর্থ পাচার, সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন এবং অন্যান্য অবৈধ কার্যকলাপ প্রতিরোধ করতে গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নিরাপত্তা, বুদ্ধিমত্তা এবং আইন প্রয়োগকারী প্রচেষ্টাকে আরও দক্ষ করতে।" গুরুত্বপূর্ণভাবে, ইউএস ট্রেজারিতে ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (FinCEN)-এর পরিচালনায় CTA কোম্পানির সুবিধালাভকারী মালিকানা তথ্যের একটি জাতীয় রেজিস্ট্রি তৈরি করেছে। যেখানে ২৫-শতাংশ বা তার বেশি থাকা শেয়ারহোল্ডারদের জন্য তথ্য সনাক্তকরণের রিপোর্টের প্রয়োজন হয়। ২০২২ সালের জানুয়ারীতে CTA কার্যকর হবে। প্রাথমিকভাবে মার্কিন-নিবন্ধিত সেই শেল কোম্পানিগুলিকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্যে এটি করা হয়েছে, যেগুলি মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এবং সেখানে অর্থ স্থানান্তর ও পাচার করার জন্য ক্লেপ্টোক্র্যাটদের একটি প্রধান হাতিয়ার।

সুপারিশসমূহ

যখন গণতন্ত্র ক্ষুন্ন হয়, উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বিশ্বজুড়ে ক্লেপ্টোক্র্যাটদের দ্বারা অবৈধভাবে সম্পদ গড়ে তোলার জন্য ব্যবহৃত কৌশলগুলি বোঝা তাদের মোকাবেলার পদ্ধতি নির্ধারণের প্রথম এবং মূল পদক্ষেপ। এটা অত্যাবশ্যক যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় একটি বৈশ্বিক জোট গঠন করে এবং সারা বিশ্ব থেকে ক্লেপ্টোক্র্যাসি বিরোধী আন্দোলনকারী গোষ্ঠীগুলিকে উৎসাহিত করতে হবে। এছাড়াও এই আন্ত:দেশীয় কাঠামোকে মোকাবিলা করার জন্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা প্রয়োজন। ক্লেপ্টোক্র্যাসির বিরুদ্ধে এক সম্মিলিত আঘাত করতে নিচের বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে:

ক্লেপ্টোক্র্যাসির বিরুদ্ধে লড়ায়কে বাড়িয়ে দেওয়া

- গণতন্ত্রের সুরক্ষা এবং ব্যবস্থাগত দুর্নীতির ঝুঁকি এবং অর্থ পাচারের দুর্বলতাগুলির উপর পুনরায় নজর দেওয়ার জন্য প্রচেষ্টাকে প্রসারিত করতে রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রয়োজন।
- ক্লেপ্টোক্র্যাসির বিরুদ্ধে জাতীয় সুরক্ষার এজেন্সিগুলোকে সতর্ক করা এবং ক্লেপ্টোক্র্যাসির ভীতির মোকাবিলা করতে তাদেরকে শক্তিশালি করা।
- আন্ত:দেশীয় দুর্নীতির তদন্ত ও বিচারের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির রাজনৈতিক সমর্থন এবং প্রয়োজনীয় সংস্থান রয়েছে তা নিশ্চিত করা।
- আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী বর্তমান দুর্নীতিবিরোধী এবং অর্থ পাচারবিরোধী অঙ্গীকারগুলি বাস্তবায়নে প্রচেষ্টাকে নবায়ন করা।
- প্রধান আন্তর্জাতিক ফোরামে ক্লেপ্টোক্র্যাসির বিরুদ্ধে পদক্ষপগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া এবং সমন্বয় করা।

গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুরক্ষিত করা

- FATF ৪০ সুপারিশগুলি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করে অর্থ পাচার বিরোধী ব্যবস্থাগুলি শক্তিশালী করা।
- দুর্নীতির অর্থ পাচার করতে ব্যবহার করা ঠেকাতে কোম্পানি, রিয়েল এস্টেট এবং অন্য বাহনের মালিকানায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে উৎসাহ দেওয়া।
- সরকারী কর্মকর্তাদের তাদের সম্পদের বিষয়ে জানানোর প্রয়োজনীয়তা এবং বিদেশী সরকারের পক্ষে তদবির করার ক্ষমতা সীমিত করে স্বৈরতান্ত্রিক প্রভাব থেকে আর্থিক দুর্বলতা সীমিত করা।
- "প্রভাবিত করার শিল্পে" রাজনৈতিক দল, লবিস্ট, সংবাদমাধ্যমের অবস্থান, প্রচারণা গোষ্ঠী এবং অন্যান্যদের তহবিলের উৎস এবং সংশ্লিষ্ট কার্যকলাপের প্রকাশ করা আবশ্যক করা।

দুর্নীতিবিরোধী প্রচেষ্টাগুলিকে ক্ষমতা প্রদান করা

- দুর্নীতির তদন্তকারী স্বাধীন সংবাদমাধ্যম এবং সুশীল সমাজের সংস্থাগুলিকে সহিংসতা, ভীতি প্রদর্শন এবং বিপজ্জনক আইনি হুমকি থেকে রক্ষা করা।
- আইন প্রয়োগকারীদের জন্য নতুন আইনি কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা করুন যাতে বাধ্যা করা যায় না এমন ধনসম্পত্তিকে টার্গেট করা যায় এবং অর্থ পাচারের শাস্তি দেওয়া যায়।
- হুইসিলব্লোয়ারদের জন্য কঠোর সুরক্ষা প্রদান করুন এবং দুর্নীতির মুখোস খুলতে যারা এগিয়ে আসেন তাদের আর্থিক পুরস্কার দেওয়া।

আন্ত:দেশীয় ক্লেপ্টোক্র্যাসিকে টার্গেট করা

- বিদেশী কর্মকর্তাদের দ্বারা বিদেশী ঘুষ এবং ঘুষের সম্পৃক্ততাকে অপরাধ ঘোষণা করা।
- মানবাধিকার লঙঘন এবং দুর্নীতিকে লক্ষ্য করে গ্লোবাল ম্যাগনিটস্কি নিষেধাজ্ঞা প্রবর্তন করুন এবং যখনই সম্ভব অন্যান্য গণতন্ত্রের সাথে সংজ্ঞার সমন্বয় করুন।
- জনসাধারণকে শিক্ষিত করতে, সংস্কারের জন্য সমর্থন জোগাড় করতে এবং দুর্নীতিবাজ নেতাদের দায়ী করতে বিশ্বব্যাপী ক্লেপ্টোক্র্যাসি বিরোধী নেটওয়ার্কগুলির উত্থানকে উৎসাহিত করা।

ইন্টারন্যাশনাল রিপাবলিকান ইন্সটিটিউট

IRI.org
@IRIglobal

P: (202) 408-9450
ই: info@iri.org